পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 204 Thursday, 25 June, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২০৪ সংখ্যা ✻ ১০ আষাঢ় ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

‘ডেস্কে যাঁরা কাজ করেন তাঁরাও যেন এবার এই সুবিধা পান’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুনঃ যে কোনও সরকারই সাংবাদিকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। তবে, সব সাংবাদিকরা সেই সুবিধা পান না। শুধুমাত্র অ্যাক্রিডেশন কার্ড যাঁদের কাছে রয়েছেন সরকারি খাতায় তাঁরাই কেবল মাত্র সেই সুবিধা পেতেন। এবার ডেস্কে যে সকল সাংবাদিকরা কাজ করেন তাঁদের হয়েও বিধানসভায় সওয়াল করলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বিজেপি সরকার তাদের বাজেটে সাংবাদিকদের জন্য কিছু সুবিধা নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল অবসরের পর পেনশন। তবে অ্যাক্রিডেশন কার্ড যাঁদের

রয়েছে সেই সকল সাংবাদিকরাই এই সুবিধা পাবেন। বাকি যাঁরা ডেস্কে কাজ করেন তাঁদের কাছে অ্যাক্রিডেশন কার্ড না থাকায় সেই সুবিধা তাঁরা পান না। তাই রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কাছে কুণালের আবেদন, সকলের জন্যই যেন এই পেনশনের সুবিধা দেওয়া হয়। কুণাল এ দিন জানান, স্বপন দাশগুপ্ত এক সময় নিজেও একজন সাংবাদিক ছিলেন। তিনি বলেন, ‘‘সরকারি খাতায় যাঁদের অ্যাক্রিডেশন কার্ড আছে তাঁদেরই সাংবাদিক বোঝানো হয়। কিন্তু আসলে যাঁরা ডেস্কে কাজ করছেন, যাঁর পুরো চ্যানেল চালাচ্ছেন তাঁরাও সাংবাদিক। সরকারি জায়গা গুলোয় ঢোকার সুবিধার জন্য একটা কার্ড দেওয়া হয়। আর সরকারি সুবিধায় দেখা যায় যে অ্যাক্রিডেশন কার্ড যাঁদের আছে তাঁরাই যেন সাংবাদিক। ডেস্কে-প্রুফে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরাও সাংবাদিক। তাই অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক বলতে যদি সকলেই যদি সুবিধা পান। এটা একটু দেখবেন।’’ কুণালের এই আবেদন পর উঠে দাঁড়ান স্বপন দাশগুপ্ত। তারপর হাসিমুখে কিছু একটা বলেন তিনি। তবে, স্বপনের মাইক যেহেতু বন্ধ ছিল তাঁর কথা শোনা যায়নি।

তারাতলায় নির্মীয়মান গোডাউনের শেড ভেঙে মৃত ৩, আহত অনেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুনঃ তারাতলায় একটি কারখানার শেড ভেঙে বিপত্তি। ভেঙে পড়ে লোহার বিম, টিন। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর আসছে। এখনও অন্তত ১৮ জন ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা! ইতিমধ্যে ২২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যুর হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ২ জনের নাম জানা গেলেও বাকি একজনের পরিচয় প্রকাশ্যে আসেনি। প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৪০ বছরের রোহিত চৌধুরী, ৩০ বছরের কৃষ্ণা চৌধুরী এবং বছর তিরিশের এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। আর আহতদের মধ্যে রয়েছেন ৫৬ বছরের দুর্বাসা মল্লান, ২২ বছরের মণি চাঁদ কুমার, ২৬ বছরের সাহিদ কুমার, ২৫ বছরের রাজেশ রুইদাস, ২৮ বছরের বিশ্ব প্রকাশ, ২৮ বছরের বোদান মুন্ডা, ৫৫ বছরের রাজেঃদ্র রাও এবং ২১ বছরের রামপ্রসাদ চৌধুরী। কীভাবে এই কাঠামোটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটতে শুরু করেছে। জানা গেছে, কয়েক হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বিশাল জমিটির আসল মালিকানা আসলে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ বা পোর্ট ট্রাস্টের। বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই জমিটি লিজে নিয়েছিল একটি বড় চা প্রস্তুতকারক সংস্থা। সেখানে তাদের একটি বিশাল ‘চায়ের গুদাম’ তৈরি করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল। সেই লক্ষ্যেই গত প্রায় দেড় বছর ধরে সেখানে একটি ৫ তলা বহুতল নির্মাণের কাজ চলছিল, যার ছাদ ও লোহার ফ্রেম বুধবার দুপুরে আচমকা ভেঙে পড়ে এই ভয়াবহ রূপ নেয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকাল থেকেই এই নির্মীয়মাণ বহুতলের মূল লোহার কাঠামোটি অস্বাভাবিক এবং বিপজ্জনকভাবে দুলছিল। ৫ তলা এই বিশাল পরিকাঠামোর

একটি বড় অংশে যে বড়সড় গলদ তৈরি হয়েছে, তা সকালের দিকেই বুঝতে পেরেছিলেন অনেকে। সেই নড়বড়ে কাঠামোটি ঠিক কতটা সুরক্ষিত বা তাতে কী সমস্যা হয়েছে, তা সশরীরে খতিয়ে দেখতে ও ‘পরখ’ করতেই দুপুরে বেশ কয়েকজন শ্রমিক সেই নির্দিষ্ট কাঠামোর ছাদের নীচে জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তাঁরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো ৫ তলা কাঠামোর লোহার ভারী বিম ও ছাদ বিকট শব্দে হুড়মুড় করে ধসে পড়ে। ফলে পরখ করতে যাওয়া এবং নীচে কাজ করা শ্রমিকরা মুহূর্তের মধ্যে টন টন ওজনের লোহার চাঁই ও ধ্বংসস্তূপের নীচে জীবন্ত চাপা পড়ে যান। গোডাউন বিপর্যয়ের জেরে ইতিমধ্যে কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ‘নির্মণের প্ল্যানেই গুরুতর ত্রুটি ছিল’, পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। একই সঙ্গে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত গোটা কলকাতা পুরসভা এলাকায় সমস্ত রকম বাণিজ্যিক ও সন্দেহজনক বহুতলের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সময়ের মধ্যে প্রতিটি সাইটে চলবে পুঙ্খানুপুঙ্খ অডিট। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময়ে ওই বিশাল গুদামের ভেতরে অন্তত ৪০ থেকে ৫০ জন শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। উদ্ধার হওয়া সবাইকে গ্রিন করিডোর করে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গ্যাসকাটার দিয়ে লোহার বিমগুলি কেটে এবং জেসিবি দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ভেতরের আটকে থাকা বাকি শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুর্ঘটনাস্থলে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স। তৃণমূলের আমলে পাশ হওয়া নির্মীয়মাণ বাণিজ্যিক ইমারত তৈরি আপাতত বন্ধ। আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ওই নির্মীয়মাণ

● এরপর ৬ পাতায়...

৩ জুলাই থেকে শুরু অমরনাথ যাত্রা, এক লাখের বেশি আধাসেনা মোতায়েন

সংবাদ সংস্থা, জম্মু, ২৪ জুনঃ আর মাত্র দিনদশেক পরেই শুরু হতে চলেছে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থযাত্রা ‘অমরনাথ যাত্রা’। কাশ্মীরের হিমালয়ের গহীন কন্দরে বরফলিঙ্গ দর্শনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ ভক্ত। তবে এবারের যাত্রার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবার উপত্যকায় যে পরিমাণ বাহিনী নামানো হচ্ছে, তা অমরনাথ যাত্রার ইতিহাসে এক সর্বকালীন রেকর্ড। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, এবারের যাত্রায়

শুধুমাত্র সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স বা আধাসেনাই মোতায়েন করা হচ্ছে ৬৭০ কোম্পানিরও বেশি। আগামিকাল থেকেই এই বাহিনী মোতায়েনের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। সিএপিএফ-এর পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং ভারতীয় সেনার জওয়ানরাও থাকবেন সুরক্ষার দায়িত্বে। সব মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ নিরাপত্তারক্ষী পুরো যাত্রাপথ আগলে রাখবেন। মূলত পাহাড়ি দুর্গম ও উঁচু এলাকাগুলোতে সেনা মোতায়েন করা হচ্ছে, যাতে কোনওভাবেই কোনও জঙ্গি অনুপ্রবেশ বা নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটতে পারে। শুধু কড়া পাহারাই নয়, যাত্রীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে যাতায়াত করতে পারেন, সেই ব্যবস্থার দিকেও নজর রাখবে এই বিশাল বাহিনী। আগামী ৩ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে এই বহুকাঙ্ক্ষিত যাত্রা। শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ বছর টানা ৫৭ দিন ধরে চলবে এই তীর্থযাত্রা। আগামী ২৮ আগস্ট রাখি পূর্ণিমার পবিত্র দিনে শেষ হবে এবারের যাত্রা। পুণ্যার্থীরা মূলত দুটি রুট ব্যবহার করে অমরনাথে পৌঁছাতে পারবেন-

● এরপর ৬ পাতায়...

সিঙ্গুরে রেলের জমিতে থাকা ভাড়াটিয়াদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ নয়, স্থগিতাদেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুনঃ প্রকল্পের জন্য জমি নেওয়ার পর সেখানে বসবাসকারীদের পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ করা যাবে না। সিঙ্গুরের এক মামলায় রেলকে কড়া বার্তা দিয়ে সাফ জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত উচ্ছেদের নোটিসের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছেন বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। কেন নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষতিপূরণ মেলেনি, সেই কৈফিয়তও তলব করেছে আদালত। ডানকুনি থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত ১৮৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্রেট করিডর তৈরির জন্য সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ করেছিল ভারতীয় রেল। নিয়ম মেনে জমির মালিকদের ন্যায্য মূল্য মেটানোর পাশাপাশি শর্তানুযায়ী অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিপত্তি বাঁধে অন্য জায়গায়। টাকা মেটানোর পরেও জমি সম্পূর্ণ ফাঁকা করা যায়নি। ফলে সম্প্রতি সেখানে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের নোটিস পাঠায় রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অধিগৃহীত জমিতে বসবাসকারী ৮টি ভাড়াটিয়া পরিবার। মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী অরিন্দম দাস আদালতে রেলের নিজস্ব জমি অধিগ্রহণ আইনের নথি তুলে ধরেন। তাঁর স্পষ্ট যুক্তি, জমির মালিকরা টাকা পেলেও, সেখানে বছরের পর বছর থাকা ভাড়াটিয়ারাও আইনিভাবে ক্ষতিপূরণের অধিকারী। ২০২২ সালে হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশ দিলেও ২০২৩ সালের মধ্যে তা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এক পয়সাও পাননি ওই বাসিন্দারা। আদালতে রেলের আইনজীবীও স্বীকার করে নেন যে, প্রকল্পের জমিতে থাকা যে কোনও ব্যক্তিই ওই এককালীন আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এর পেছনে রাজ্যের দিকেই দায় ঠেলেছে রেল। তাদের দাবি, ২০১৩ সালের নতুন কেন্দ্রীয় আইন মেনে টাকা দিতে রেল প্রস্তুত থাকলেও, ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নির্ধারণ করার দায়িত্ব ছিল রাজ্য সরকারের। তৎকালীন রাজ্য সরকার সেই অঙ্ক নির্দিষ্ট না করে দেওয়ায় এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। উভয়পক্ষের সওয়াল শুনে ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। তিনি নির্দেশ দেন, আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত উচ্ছেদের নোটিসের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকবে। ২০২৩ সালের মধ্যে কেন ওই বাসিন্দাদের টাকা মেটানো হয়নি, রেলকে তা হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। এছাড়াও, অবিলম্বে মামলাকারী ভাড়াটিয়াদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আইনজীবীদের পর্যবেক্ষণ, ২০১৩ সালে কেন্দ্র নতুন জমি অধিগ্রহণ আইন আনলেও তৎকালীন তৃণমূল সরকার রাজ্যে তা কার্যকর করেনি বলে অভিযোগ আইনজীবীদের একাংশের। তবে বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে কেন্দ্রের সেই আইন এ রাজ্যে পুরোদমে কার্যকর হবে এবং জট কাটবে বলেই আশা ওয়াকিবহাল মহলের।

শিশুসন্তানের জন্য প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির রক্ষাকবচ, তবে দেবরাজের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুনঃ তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সিকে আগাম জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু তাঁর স্বামী তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ কছে উচ্চ আদালত। উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, অদিতির চার মাসের একটি শিশুসন্তান রয়েছে। এই অবস্থায় তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে। তবে বিদেশে যেতে পারবেন না তিনি। পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে তাঁকে। কোনও সাক্ষীকে প্রভাবিত করা যাবে না। আর আপাতত বাগুইআটি থানা এলাকায় ঢুকতে পারবেন না প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি। তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সূত্রের খবর, তৃণমূল নেতার আয়বহির্ভূত সম্পত্তি ১০০ কোটিরও বেশি। এর পাশাপাশি জমি হাতানো, নির্বাচনের আগে বিপুল সম্পত্তি বিক্রি, নির্বাচনী হলফনামায় সম্পত্তি না দেখানোর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর টাকা লেনদেন হত বিহারের বেগুসরাইয়ের বাসিন্দা রাম শর্মার ব্যাঙ্ক একাউন্টে। গতকাল এই তথ্য পাওয়ার

● এরপর ৬ পাতায়...

আসছে বড় বিল, একদিনের জন্য বসছে জরুরি অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুনঃ মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানিয়েছিলেন, চলতি অধিবেশনের শেষ দিনেই তাঁর সরকার রাজ্যে একটি অত্যন্ত কঠোর ও সম্পূর্ণ নতুন বিল আনতে চলেছে। তবে সূত্রের খবর, অধিবেশনের শেষ দিনে এই বিল আনা সম্ভব হচ্ছে না। বিল পেশ করার জন্য একদিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে। বর্তমানে বাজেট অধিবেশন চলছে

বিধানসভায়। এই অধিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিল পেশ করতে অধিবেশন ডাকা হবে বলে জানা গিয়েছে। দুর্নীতি মোকাবিলায় এক নতুন বিল আনতে চলেছে বিজেপি সরকার। এই নতুন আইনের মূল লক্ষ্যই হবে - রাজ্যের যে কোনও স্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিক, নেতা বা ব্যক্তিদের বেআইনিভাবে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। বিধানসভা সূত্রে খবর, এই বিলটি পাস করানোর জন্য আগামী সোমবার (২৯ জুন) একদিনের জন্য বিধানসভার বিশেষ জরুরি অধিবেশন ডাকা হচ্ছে। পূর্বে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, বিধানসভার চলতি বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব আগামী ২৫ জুন (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত চলার কথা। এরপর থাকবে বিরতি। তারপর দ্বিতীয় দফার মূল অধিবেশন শুরু

● এরপর ৬ পাতায়...

বাংলার সিভিক ভলান্টিয়রদের জন্য বড় নির্দেশ স্বরাষ্ট্র দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুনঃ এবার নজরে সিভিক ভলান্টিয়র নিয়োগ। ঝাড়াই বাছাই করতে হবে ৯০ দিনের মধ্যে। নির্দেশিকা জারি স্বরাষ্ট্র দফতরের। সিভিক ভলান্টিয়রদের যোগ্যতা ফের যাচাই হবে। নিয়োগ বা বদলিতে রাজনৈতিক সুপারিশ ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হবে। ধর্ম দেখে নিয়োগ বা বদলি হয়েছে কিনা, সেদিকেও দেওয়া হয়েছে নজর। সিভিক ভলান্টিয়রদের গত ২ বছরের কাজের রেকর্ড খতিয়ে দেখা হবে। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘এই সবকটি বিষয়ই তো খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ আজকে সিভিক ভলান্টিয়র সব পলিটিক্যাল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট হয়েছে। তাঁদের

যোগ্যতা, কতটা তাঁরা অ্যাক্টিভ, তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রয়েছে কিনা, এগুলো দেখে তো করা হয়নি।’’ তিনি বলেন, তাঁর দফতরেও নানা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়োগ হয়েছে। একটা কাজের জন্য ৫ টা লোক লাগবে, ৪০০ লোককে নিয়োগ করা হয়েছে। অগ্নিমিত্রার কথায়, ‘‘সেই লোকগুলো কিন্তু দফতরে আসেও না। মোটর সাইকেল নিয়ে মাঝেমধ্যে আসে, আড্ডা মারে, চলে যায়। ৭ দিন আগে থেকেই নাকি তারা সই করে দেয়। এটা তো চলতে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘তড়িঘড়ি শুনানি নয়’, বিদেশ যাত্রা ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টে বড় ধাক্কা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুনঃ বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর রাজনৈতিক চাপ যখন তুঙ্গে, ঠিক তার মধ্যেই আইনি ক্ষেত্রেও বড়সড় ধাক্কা খেলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখের জরুরি চিকিৎসার কারণে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, সেই তড়িঘড়ি শুনানির আর্জি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে আদালত। ফলে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের বিদেশ যাত্রা নিয়ে আইনি জট এখনই কাটছে না। নিজের চোখের পুরনো ও জটিল সমস্যার চিকিৎসার প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে দেশের বাইরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে মঙ্গলবারই (২৩ জুন) বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী। ছাব্বিশের নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন বেশ কিছু উস্কানিমূলক মন্তব্য করার মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল যে, আদালতের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া তিনি কোনওভাবেই বিদেশ যেতে পারবেন না। সেই আইনি বাধ্যবাধকতার কারণেই দ্রুত শুনানির আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। জানানো হয়েছে, তালিকায় যত নম্বরে অভিষেকের মামলা রয়েছে, সেই অনুযায়ীই শুনানি হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চোখের সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। মুর্শিদাবাদে একটি দলীয় সাংগঠনিক কর্মসূচি শেষ করে সড়কপথে কলকাতায় ফেরার পথে

● এরপর ৬ পাতায়...

অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ, কাঠগড়ায় মেয়ে-জামাইও!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুনঃ রাজ্যের পট পরিবর্তনের পর থেকেই প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিধায়কদের একের পর এক গ্রেফতারির হিড়িক চলছে। বিভিন্ন দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে প্রতিদিন রাজ্যের কোনও না কোনও প্রান্তে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের নাম। তাঁর বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে সস্তায় জমি ও বিলাসবহুল বাড়ি হাতিয়ে নেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। এই জালিয়াতির মামলায় অতীন ঘোষের পাশাপাশি তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী ঘোষ ও জামাইয়ের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে অতীন ঘোষকে ইতিমধ্যেই বিধাননগর উত্তর থানায় তলব করা হয়েছে। বিগত সরকারের বিদায়ের পর থেকেই চারদিকে সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি এবং জমি-বাড়ি দখলের বহু কেলেঙ্কারি একে একে সামনে আসছে। বহু জায়গায় আমজনতার ক্ষোভ এতটাই চরমে যে, রাস্তায় প্রাক্তন শাসকদলের সবস্তরের নেতাদের লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ জনতার ডিম ছোঁড়ার ঘটনাও নিত্যদিনের চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই কলকাতার কাশীপুর-বেলগাছিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ী মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বিধাননগর এলাকার বাসিন্দা এবং ‘দি শোভরাণী’ নামে একটি হোটেলের মালিক। ব্যবসায়ীর অভিযোগ, ২০১৭ সালে যখন অতীন ঘোষ কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র

● এরপর ৬ পাতায়...

মুখ্যমন্ত্রী জমি দিতেই বদলে গেল পুরো বাংলার বর্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুনঃ কাঁটাতারহীন সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ হয়। অথচ পূর্বতন তৃণমূল-সরকার কাঁটাতার বসাতে বিএসএফকে জমি দিচ্ছে না বলে ভোটের আগে লাগাতার সরব হয়েছিল বিজেপি। আর রাজ্যে পালাবদল হতেই বিএসএফের হাতে জমি তুলে দেয় শুভেন্দু-সরকার। জমি পেয়েই সীমান্ত কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করে বিএসএফ। এই কয়েকদিনেই ৪৮ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। সীমান্তে বসেছে কাঁটাতার স্তম্ভ। বাকি কাজও শীঘ্রই শেষ হবে। একথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে রিপোর্ট পাঠাল বিএসএফ। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশ রুখতে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের কাছে জমি চেয়েছিল বিএসএফ। পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী দুই দফায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং বিএসএফের হাতে জমি তুলে দেন। আর জমি পেয়েই মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগনার একাংশের জমিতে কাঁটাতার লাগানোর জন্য স্তম্ভ বসানোর কাজ শেষ করে ফেলল বিএসএফ। গত সপ্তাহের শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ড। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গ এবং কোচবিহার জেলাতেও কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়ে গিয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বিগত দিনে যে ধরনের

আউটপোস্ট তৈরি করা হয়েছে, নতুন আউটপোস্ট তৈরিতে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। সাধারণ মানের সিসিটিভি নয়, রাতে নজরদারি করার জন্য আধুনিক এবং গুণগত সম্পন্ন ও ১৮০ ডিগ্রি ঘুরতে সক্ষম সিসিটিভি বসানো হচ্ছে। অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখতে থাকছে লেজার রশ্মি। যা দিয়ে সহজেই রাতে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা যাবে। এআই প্রযুক্তি ব্যবহারেরও চিন্তাভাবনা চলছে। বর্তমানে আউটপোস্টগুলি নিম্নমানের হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত পোস্টগুলি অনেক বেশি উন্নত। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্মার্ট বর্ডার তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামো রাখা হচ্ছে সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে। রাজ্য প্রশাসন বিএসএফকে দুই দফায় জমি হস্তান্তর করেছে। প্রথম দফায় জমি দিয়েছে ১৪২.৭৯ একর এবং দ্বিতীয় দফায় জমি দিয়েছে ৩২ একর। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে প্রায় ২২০০ কিমি। যার মধ্যে ১১৩ কিমি অংশ নদী সীমান্ত। বাকি প্রায় ৫৫০ কিমি অংশে শুধুমাত্র জমির অভাবে এতদিন পর্যন্ত কাঁটাতার দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। জমির অভাব নিয়ে বিগত আমলে বারবার রাজ্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। জমি সংকটের কারণে বিএসএফ আউটপোস্ট তৈরি করা যাচ্ছে না। কাঁটাতার দেওয়ার ক্ষেত্রেও চরম জটিলতা তৈরি হচ্ছে। পালাবদল হতেই রাজ্য প্রশাসনের তরফে প্রথম দায়িত্ব হিসেবে, সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফের হাতে জমি তুলে দেয় রাজ্য প্রশাসন। জমি হাতে পেতেই সীমান্তে প্রায় ৪০ কিমির কাছাকাছি অংশে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে কাজ শুরু করেছে বিএসএফ। স্তম্ভগুলিতে কাঁটাতার জুড়বে। সীমান্ত সুরক্ষায় এই কাঁটাতার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল

● এরপর ৬ পাতায়...

অমরনাথ যাত্রার আগে রামবানে সুরক্ষা বাহিনীর যৌথ মহড়া

রামবান, ২৪ জুন ঃ আসন্ন শ্রী অমরনাথ জি যাত্রার আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমেই আঁটোসাঁটো করছে সুরক্ষা বাহিনী। এরই অঙ্গ হিসেবে বুধবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সা।কের ওপর চন্দেরকোট ও মেহারের ‘ লঙ্গর’(যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে খাবার বিতরণের স্থান) কেন্দ্রগুলিতে যৌথ মহড়া (মক ড্রিল) অনুষ্ঠিত হয়।এই মহড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সিআইএসএফ, সি আরপিএফ এবং বিপর্যয় মোকা বিলাকারী সংস্থাগুলির মতো বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী অংশ নেয়। মহড়া চলাকালীন অগ্নিকাণ্ড, সন্দেহজনক ড্রোন দেখতে পাওয়া এবং গাড়িতে রাখা বিস্ফোরক যন্ত্রের (কার আইইডি) বিস্ফোরণের মতো বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতি অথবা ঘটনার অনুকরণ করা হয় বলে জানি।

আত্মবলিদান দিবসে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিজেপির শ্রদ্ধাঞ্জলি, মাল্যদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ জুনঃ ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দিনভর দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা ডঃ মুখোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, জাতীয় সংহতি এবং দেশের অখণ্ডতার প্রতি তাঁর অবদানকে স্মরণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতার কেও।তলা মহাশ্মশানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই সময় তিনি ডঃ মুখোপাধ্যায়কে জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার এক প্রবল সমর্থক হিসেবে অভিহিত করে তাঁর অবদান স্মরণ করেন।আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতার হাজরা মোড়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আয়োজিত একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরেও উপস্থিত হন। সেখানে তিনি রক্তদাতাদের উসাহিত করেন এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং রাষ্ট্রস্বার্থ রক্ষার জন্য ডঃ মুখোপাধ্যায় নিজের জীবন উসর্গ করেছিলেন।অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমিক ভট্টাচার্যও কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পৌঁছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। তিনি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদানকে নমন জানান।বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ছিল জাতীয়তাবাদ, জনসেবা এবং দেশের অখণ্ডতার প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের প্রতীক। আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচিগুলি থেকে দলীয় কর্মীরা তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।

যমুনানগরে মাদক-সহ গ্রেফতার এক

যমুনানগর, ২৪ জুন ঃ হরিয়ানার যমুনানগরে পুলিশের তপরতায় ৩২ গ্রাম মাদক-সহ গ্রেফতার এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম বিশাল। সে রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা।এদিন এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন ,গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ শাদিপুর গ্রামের কাছে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। সেইসময় পুলিশ এক সন্দেহভাজনকে আটক করে তল্লাশি চালায় । তল্লাশির সময় ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয় । এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মৌসুমী বায়ুর জোরালো অগ্রগতি, মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ জুনঃ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতি আরও জোরালো হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মৌসুমী বায়ু উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে গিয়ে মহারাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অংশ, দক্ষিণ গুজরাটের বিস্তীর্ণ এলাকা, দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে ছা।য়ে পড়েছে। পাশাপাশি ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশেও মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ ঘটেছে।বুধবার আইএমডি-র বিজ্ঞানী ডঃ শশী কান্ত জানান, সাম্প্রতিক সময়ে বর্ষার অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক। আবহাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতির কারণে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দেশের আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় মৌসুমী বায়ুর বিস্তার ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং দক্ষিণ-পূর্ব উত্তরপ্রদেশের আরও বহু এলাকায় মৌসুমী বায়ু অগ্রসর হতে পারে। এর ফলে ওই সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এদিকে মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের রাজধানী মুম্বই-সহ একাধিক জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। বর্ষার আগমনে দীর্ঘদিনের গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে স্বস্তি পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। একই সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মৌসুমী বায়ুর এই ধারাবাহিক অগ্রগতির ফলে আগামী কয়েক দিনে দেশের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। পরিস্থিতির উপর নজর রেখে নিয়মিত পূর্বাভাস জারি করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে আইএমডি।

অম্বুবাচির তৃতীয় দিন, দেশ-বিদেশের ভক্ত-সাধুসন্তের জনসমুদ্র নীলাচল পাহাড়ে

গুয়াহাটি, ২৪ জুন ঃ অসমের রাজধানী গুয়াহাটির মালিগাঁও এলাকায় নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচি মহাযোগের (বুধবার) তৃতীয় দিন। প্রতিবারের মতো এবারও অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের লাখো ভক্ত এবং সাধু-সন্ন্যাসী এসেছেন কামাখ্যা ধামে। সমস্ত নীলাচল পাহাড় লাল-গেরুয়া পোশাক, গায়ে ভস্ম-মাখা সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়ে একাকার। এর মধ্যে রয়েছেন কালো পোশাক পরে তন্ত্র সাধক-সাধিকা।গত ২২ জুন রাত ৯টা ৮ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে ‘ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামাখ্যা মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রধান দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২৬ জুন শুক্রবার সকাল ০৯টা ২৫ মিনিট ০২ সেকেন্ডে নিবৃত্তির পর বিশেষ পূজা-অর্চনা সম্পন্ন করে ভক্তদের দর্শনের জন্য মন্দিরের দরজা পুনরায় খুলে দেওয়া হবে।অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে গত প্রায় পক্ষকাল থেকে নীলাচল পাহাড়ে জমায়েত হচ্ছিলেন ভক্ত এবং সাধু-সন্ন্যাসীরা। অম্বুবাচির প্রবৃত্তির দিন থেকে মন্দির চত্বর তো বটেই, গোটা নীলাচল পাহাড় ভক্তকুল এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের কোলাহল, উচ্ছ্বলতায় ভরপুর। অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে দেবী কামাখ্যা মন্দিরে এসে জপতপ করে সাধনা সিদ্ধির জন্য দেশ থেকে বিদেশের অসংখ্য ভক্ত, সন্ন্যাসী, সাধুসন্ত, মহাপুরুষরা এসে ভিড় জমিয়েছেন। সাধুসন্তরা বিধি অনুযায়ী সাধনায় মগ্ন। কেউ কেউ বিশ্ব কল্যাণে যাগযজ্ঞ করছেন। কামাখ্যা মন্দির প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, আজ অম্বুবাচি মহাযোগের তৃতীয় দিন (এ খবর লেখা পর্যন্ত) সাত লক্ষাধিক ভক্ত-সাধুর আগমন ঘটেছে।আজ একদিকে ভ্যাপসা গরম, অন্যদিকে কালো মেঘে আকাশের মুখ ভারী, এর মধ্যেও বাঁধভাঙা ভিড়। পাহাড়ের নীচ থেকে মন্দির পর্যন্ত কোনও গাড়ির ব্যবস্থা না থাকায় সমস্ত ভক্ত পায়ে হেঁটে কামাখ্যাধামে যাচ্ছেন উৎসাহভরে।এদিকে ভক্তদের জন্য প্রশাসন কয়েকটি অস্থায়ী শিবির তৈরি করেছে। পাহাড়ের নীচ থেকে কামাখ্যা ধামে যাওয়ার জন্য চারটি পদপথ তৈরি করা হয়েছে। এ সমস্ত পদপথ এবং মোটরপথে ভক্তদের জুতো-চপ্পল রাখার পাশাপাশি বিশ্রামের জন্য ছাউনি স্থাপন করা হয়েছে।অন্যদিকে অম্বুবাচি মেলাকে সফল করতে রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠন-প্রতিষ্ঠান হাত লাগিয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, মাড়োয়ারি যুব সমাজ সহ বিভিন্ন সংগঠন এবং বেশ কয়েকজন তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেলায় আগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিনামূল্যে পানীয় জল সরবরাহ করছেন। মেলার এই কয়দিন তাঁরা এভাবেই ভক্তদের মধ্যে পানীয় জল বণ্টন করবেন।অম্বুবাচি মহাযোগ উপলক্ষ্যে কামরূপ মেট্রো জেলার সাধারণ প্রশাসন এবং গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনারেট বেশ কিছু কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছে। লাখো ভক্তকুলের সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ সব বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গুয়াহাটির ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ট্রাফিক) জয়ন্তসারথি বরুয়া। চলমান অম্বুবাচির সময় কখন কীভাবে কামাখ্যা ধামে ভক্তকুল যাতায়াত, অবস্থান করতে পারবেন সে সম্পর্কে জারি করা হয়েছে নীতি-নির্দেশনা। এছাড়া মন্দিরের স্বচ্ছতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ লক্ষ রাখা হচ্ছে।

শ্রাবণী মেলা ঘিরে জোরদার প্রশাসনিক প্রস্তুতি, নিরাপত্তায় বিশেষ নজর

ভাগলপুর, ২৪জুন ঃ বিখ্যাত শ্রাবণী মেলাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি জোরদার করেছে ভাগলপুর জেলা প্রশাসন। মেলা চলাকালীন তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা, সুবিধা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করতে মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার ‘ সমীক্ষা ভবন’-এর সভাকক্ষে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অলঙ্কৃতা পাণ্ডে এবং সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) প্রমোদ কুমার। বৈঠকে বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা অংশ নেন। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তীর্থযাত্রীদের সুবিধা এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে এসএসপি প্রমোদ কুমার জানান, সুলতানগঞ্জ থেকে শুরু হওয়া কাঁওয়ারিয়া পথের প্রায় ১৫ কিলোমিটার অংশ ভাগলপুর জেলার মধ্যে রয়েছে। এই গোটা পথে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়মিত টহলদারির ব্যবস্থা করা হবে।তিনি আরও জানান, গঙ্গার ঘাটগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। পাশাপাশি নদীপথেও পুলিশি টহলের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে, যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায় এবং ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।এসএসপি বলেন, গত বছরের শ্রাবণী মেলায় যে সব ত্রুটি ও ঘাটতি সামনে এসেছিল, সেগুলি চিহ্নিত করে এ বছর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা যাতে কোনও রকম সমস্যার মুখে না পা।নে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের লক্ষ্য, উন্নত ও সুসংহত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ বছরের শ্রাবণী মেলাকে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

তৃণমূল দলটির পতন যত দ্রুত হবে, ততই মঙ্গলঃদিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে চলা দ্বন্দ্ব নিয়ে ফের মুখ খুললেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, তৃণমূল দলটির পতন যত দ্রুত হবে, ততই মঙ্গল। তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে এবার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, যা গড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে বুধবার দিলীপ ঘোষ বলেন, এটি তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। নেতা কে, কার কী ভূমিকা, কোন গোষ্ঠী অথবা দলের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত এবং তাঁদের নাম কী-এসব বিষয় নির্বাচন কমিশন খতিয়ে দেখবে। বিষয়টি নিয়ে বিধানসভাতেও আলোচনা হচ্ছে এবং স্পিকার তা পর্যালোচনা করবেন। এসব বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের কোনও মাথাব্যথা নেই। বরং মানুষ মনে করেন, এই দলের পতন যত দ্রুত হবে, ততই মঙ্গল।তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর বাড়ি থেকে সোনা উদ্ধার হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, এমন অনেক তৃণমূল নেতা রয়েছেন যাঁদের বিপুল সম্পদ রয়েছে। তাঁদের মালিকানায় রয়েছে অর্থ, ফ্ল্যাট, জমি এবং এমনকি বিশাল এলাকা জু।ে বিস্তৃত বনভূমি-যার মধ্যে কিছু জমি জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের বাড়িতে এখনও প্রচুর পরিমাণে সোনা, মূল্যবান সামগ্রী ও নগদ অর্থ রয়েছে যা তাঁরা অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে পারেননি আর এখন এসব সম্পদ প্রকাশ্যে আসছে। আইনের হাত তাঁদের পর্যন্ত পৌঁছবে এবং প্রত্যেককেই আইনি তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে।

ভারত ও মঙ্গোলিয়া মৈত্রী প্রকল্প অবিচলিতভাবে এগিয়ে চলেছেঃডঃ এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ জুনঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর মঙ্গোলিয়ার বিদেশমন্ত্রী বাসেসেগ বাতমুনখ এবং শিল্প ও খনিমন্ত্রী গংগর দামদিনিয়ামের সঙ্গে মঙ্গোল রিফাইনারি প্রকল্পের নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেছেন। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ডঃ জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারত ও মঙ্গোলিয়ার মৈত্রী প্রকল্পটি অবিচলিতভাবে এগিয়ে চলেছে। তিনি এই প্রকল্পে জড়িত বিভিন্ন দলের সঙ্গে বাস্তবায়নাধীন কাজের অবস্থাও পর্যালোচনা করেছেন। বিদেশমন্ত্রী প্রকল্পস্থলে ভারতীয় ও মঙ্গোলীয় কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এত বড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে তাঁদের নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতির জন্য তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান বলে জানান।

অলিম্পিক দিবসে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহার

আগরতলা, ২৪ জুনঃ যুব সমাজকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। তাই রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আধুনিক ও উন্নত করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। মঙ্গলবার অলিম্পিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য রেলির সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ক্রী।।বিদদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং তাঁদের প্রতিভা বিকাশের জন্য সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, অতীতে রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া কমিটি ক্রী।। পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ফলে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও নানা সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল। তবে বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়েছে এবং প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জনের সুযোগ করে দিতে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রী।।ক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হলে যুবসমাজ মাদকাসক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।প্রাক্তন কৃতি খেলোয়াড়দের যথাযথ সম্মান প্রদানের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে রাজ্যের বহু কৃতী ক্রীড়াবিদ তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা পাননি। বর্তমান সরকার সেই ভুল শুধরে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন ইন্ডোর স্টেডিয়াম, অ্যাথলেটিক ট্র্যাক, গ্যালারি এবং অন্যান্য ক্রী।। অবকাঠামোর নামকরণ প্রাক্তন কৃতি খেলোয়াড়দের নামে করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংস্থাটি বর্তমানে সঠিক দিশায় কাজ করছে বলেই সম্প্রতি ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই স্বীকৃতি রাজ্যের ক্রীড়া জগতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন বলে তিনি মন্তব্য করেন।অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যের যুব সমাজের প্রতিভা বিকাশে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। ক্রীড়া ছাড়াও শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিভাবানদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, যোগ্য ও মেধাবী খেলোয়াড়দের জন্য স্পোর্টস কোটায় চাকরির সুযোগ সৃষ্টির বিষয়েও সরকার ইতিবাচকভাবে চিন্তাভাবনা করছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের সচিব ডঃ পিকে চক্রবর্তী, অধিকর্তা এল ডার্লং, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সম্পাদক সুজিত রায়সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠান শেষে অলিম্পিক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রেলিতে মুখ্যমন্ত্রীসহ উপস্থিত অতিথি, ক্রীড়াবিদ, বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে রেলিটি অলিম্পিকের আদর্শ, খেলাধুলার গুরুত্ব এবং সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়।

পাঁচ মাসেই ৩.১ কোটির বেশি ডাউনলোড নতুন আধার অ্যাপ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ জুন ঃকেন্দ্র সরকারের চালু করা নতুন আধার অ্যাপ জনপ্রিয়তার নিরিখে অল্প সময়েই বড় সাফল্য পেয়েছে। চালুর পাঁচ মাসেরও কম সময়ে অ্যাপটি ৩ কোটি ১০ লক্ষের বেশি (৩১ মিলিয়ন) বার ডাউনলোড হয়েছে। দ্রুত বাড়তে থাকা এই সংখ্যা সাধারণ মানুষের মধ্যে অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থারই প্রতিফলন বলে মনে করছে কেন্দ্র।গত সোমবার ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক জানিযেছে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ করতে তৈরি এই অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্টফোন থেকেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আধার-সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০ লক্ষ ব্যবহারকারী এই অ্যাপের মাধ্যমে তাঁদের মোবাইল নম্বর হালনাগাদ করেছেন। এছাড়া প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ অ্যাপ ব্যবহার করে আধারে নিজের ঠিকানা সংশোধন করেছেন।নতুন আধার অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয়পত্র নিরাপদ ও গোপনীয় উপায়ে প্রদর্শন, শেয়ার এবং যাচাই করা যায়। ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এতে বায়োমেট্রিক লক ও আনলক, ফেস অথেনটিকেশন, অথেনটিকেশন হিস্ট্রি, কিউআর-কোডভিত্তিক কন্ট্যাক্ট কার্ড এবং অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিংয়ের মতো আধুনিক সুবিধা রাখা হয়েছে।মন্ত্রকের দাবি, হোটেলে চেক-ইন, হাসপাতালের ভর্তি প্রক্রিযা, দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রবেশ এবং গিগ ওয়ার্কার বা পরিষেবা-সহযোগীদের পরিচয় যাচাইয়ের মতো নানা ক্ষেত্রে এই অ্যাপ কার্যকর ভূমিকা রাখছে। অ্যান্ড্রয়েড় ও অ্যাপল-উভয় প্ল্যাটফর্মেই সরকারি এই আধার অ্যাপ বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাচ্ছে।

অ্যাডামাসে রাজ্যের প্রথম অটল কমিউনিটি ইনোভেশন সেন্টার, উদ্ভাবনে নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা ২৪ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভাবন ও স্টার্ট-আপ বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। রাজ্যের প্রথম অটল কমিউনিটি ইনোভেশন সেন্টার (এসিআইসি) গড়ে উঠছে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত মঙ্গলবার আয়োজিত অ্যাডামাস ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ কনক্লেভ ২০২৬-এ এই ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রটি পরিচালনা করবে অ্যাডামাস ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন ফাউন্ডেশন।বিরাক-সমর্থিত ই-যুবা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে পূর্ব ভারতের ২০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫০-রও বেশি ছাত্রছাত্রী, গবেষক, স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তা এবং শিক্ষাবিদ অংশ নেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পক্ষেত্র, ইনকিউবেটর ও সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করে উদ্ভাবনভিত্তিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আলোচনায়।এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত - ই-যুবা দলগুলিকে আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি স্টার্ট-আপ পিচিং পর্ব এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবনমুখী পরিবেশ গড়ে তোলার কৌশল নিয়েও আলোচনা হয়েছে ।উদ্যোক্তাদের মতে, নতুন এসিআইসি কেন্দ্রটি তৃণমূল স্তরের উদ্ভাবক, ছাত্র উদ্যোক্তা ও নবীন স্টার্ট-আপগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে। ইনকিউবেশন, প্রযুক্তি যাচাই এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগের মাধ্যমে রাজ্যে উদ্ভাবন ও উদ্যোগ বিকাশে এই কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে বলে আশা সংশ্লিষ্ট মহলের।

কোচিন বন্দরের উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকায় উধাও প্রায় আধ কিলোমিটার রেললাইন

কোচি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ জুন ঃ কেরলমের কোচিন বন্দরের উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকায় প্রায় আধ কিলোমিটার রেললাইন রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, লোহার রেললাইন কেটে বেআইনিভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।বুধবার বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, উইলিংডন দ্বীপের কোচিন পোর্ট এলাকার কিউ-৯ বার্থ থেকে টাটা টেটলি ইউনিট পর্যন্ত পুরনো রেললাইনের একটি বড় অংশ নিখোঁজ। ভাল্লারপাডমে পণ্যবাহী পরিষেবা স্থানান্তরের পর দীর্ঘদিন ধরে এই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে এলাকাটি আগাছায় ঢেকে যায়।জানা গিয়েছে, একসময় এই রেলপথ দিয়ে ভেল্লুরের হিন্দুস্তান নিউজপ্রিন্ট লিমিটেড (এইচএনএল)-এ কয়লা পরিবহণ করা হত। কোচিন পোর্ট অথরিটির মালিকানাধীন এই রেল পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের দাযিত্বও তাদেরই ছিল।ঘটনাটি আরও উদ্বেগের কারণ, কারণ সংশ্লিষ্ট এলাকা কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ)-সহ একাধিক নিরাপত্তা সংস্থার কড়া নজরদারিতে থাকে এবং সেখানে প্রবেশও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তদন্তকারীদের অনুমান, বিপুল পরিমাণ লোহার রেললাইন পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যা সংঘবদ্ধ চক্রের কাজ হতে পারে।ঘটনাস্থলে রেললাইনের কংক্রিট স্লিপার ও স্ল্যাব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকলেও অধিকাংশ ইস্পাতের রেললাইন নিখোঁজ। গেট-নিয়ন্ত্রিত এই এলাকায় বাইরের কারও অনুপ্রবেশ সহজ নয়, ফলে কীভাবে এই বিপুল পরিমাণ রেললাইন সরানো হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।কোচিন পোর্ট অথরিটি ঘটনার অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা বা প্রশাসনিক গাফিলতি ছাড়া এত বড় পরিমাণ রেললাইন সরিয়ে নেওয়া আদৌ সম্ভব ছিল কি না।

তারাতলার ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বললেন তাপস রায়, তদন্তের আশ্বাস মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ জুন ঃ তারাতলার ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বললেন মন্ত্রী তাপস রায়। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, এটি একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমাদের দুজন মন্ত্রী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। এমন ঘটনা ঘটা উচিত হয়নি। কেন এবং কীভাবে এটি ঘটল, তার যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত। আগে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা উচিত। এই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে এবং পর্যালোচনা করা হবে।বাংলার মধ্যাহ্নভোজ থেকে ইসকনের ডিম বাদ দেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রী তাপস রায় বলেন, কেউ কেউ আদা, রসুন ও পেঁয়াজ ব্যবহার করেন, আবার কেউ করেন না। আমরা জানি, পেঁয়াজের ব্যবহার খুবই সাধারণ। আমার অনেক নিরামিষভোজী বন্ধু আছেন এবং আমি তাদের সাথে মাসে একবার বা দুবার, অথবা প্রতি ১৫ দিনে একবার খাই। সেই খাবারগুলোতে সাধারণত পেঁয়াজ পরিবেশন করা হয়, কিন্তু কেউ কেউ পেঁয়াজ বা রসুন ব্যবহার করেন না।

রাশিফল

মেষঃশারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থমকে যেতে পারে। যখন নতুন লগ্নির ব্যাপার আসে তখন স্বাধীন হোন এবং আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিন। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষঃআজকের দিনটি বৃষ রাশির জাতকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ইতিবাচক শক্তিঃ আশপাশের পরিবেশেও প্রভাব ফেলবে। আজ আপনি নিজের ভাবনা পরিস্কারভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, ফলে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হবে।
মিথুনঃ বাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে- যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে। আপনি নিজেকে সংযত রাখুন কেননা অনিয়ন্ত্রিত রাগ সবার ক্ষতি করতে পারে এবং আপনার নিজেকে সবচেয়ে বেশী কারণ এতে আপনার শক্তিক্ষয় হয় এবং বিচার ক্ষমতা হ্রাস পায়। অর্থের ব্যয় হবে।
কর্কট রাশি ঃআজকের দিনটি নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর থাকবে। আজ আপনাকে কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। সংসারে শান্তি আসবে
সিংহঃ আপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আজ, কোনও পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনার ঋণখেলাপীর কাছ থেকে নেওয়া অর্থের সাথে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে, যা আপনাকে অবাক করে এবং আপনাকে খুশি করতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।
কন্যাঃআজকের দিনটি আপনার যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। নিজের চিন্তাভাবনা ও মতামত প্রকাশ করার এটাই সঠিক সময়। প্রেম আসতে পারে।
তুলাঃ আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ
বৃশ্চিকঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য উৎসাহ ও নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর থাকবে। আপনার ভিতরের শক্তি ও উদ্যম আপনাকে আরও ভাল পারফরম্যান্স করতে সাহায্য করবে। সন্তান হতে পারে আজকে।
ধনুঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। চাকরি হতে পারে আজকে।
মকরঃ আজ আপনি খুব ভাল কিছু সুযোগ পেতে পারেন। কাজের প্রতি উদ্যম ও ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
কুম্ভঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত।
মীনঃআজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আপনার সংবেদনশীলতা ও দূরদৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী কয়েকদিন ঝড়-বৃষ্টির চলবে। তাতে অবশ্য তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, আগামী কয়েকদিনও বৃষ্টির দুর্যোগ চলবে উত্তরবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী সোমবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। সমুদ্রে ৬০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে। তাই আগামী ২৪ ঘণ্টা মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।উত্তরবঙ্গে আগামী সোমবার পর্যন্ত চলবে টানা বৃষ্টি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি চলবে আগামী সোমবার পর্যন্ত। সপ্তাহান্তে ওই জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সে জন্য জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৭ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪৮মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৮ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

হাওড়ায় দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনে এসে বিজেপি-তৃণমূলকে তুলোধনা সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ জুন ঃ হাওড়ার বাঁকড়া বাজারে দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনে এসে বিজেপি ও তৃণমূলকে তুলোধনা সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধরের। গরীব হকার উচ্ছেদ নিয়ে আক্রমণ বিজেপিকে, জেতার পর এখনও অবধি বিধায়কের শ্রীমুখ দেখতে পাইনি কটাক্ষ তৃণমূলকেও। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বাঁকড়া বাজারে দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনে এসে পাশাপাশি তিনি বলেন, বিজেপি সরকার বড়লোকের সরকার। তারা গরিব হকারদের ঘর করে এটা খুলেছেন। তৃণমূলের যারা গুন্ডামি করতেন, যাদের গুন্ডামির জন্য সন্ত্রাসের জন্য এই সমস্ত এলাকায় সাধারণ মানুষ নিজের কাজ করতে পারতেন না তাঁরা আজকে সব হাওয়া হয়ে গেছেন। কেউ ডিমের ভয়ে বেরচ্ছেন না, কেউ জেলে যাওয়ার ভয়ে বেরচ্ছেন না। এখানকার যিনি তৃণমূল বিধায়ক, তিনি আমারও বিধায়ক। কিন্তু, জেতার পর এখনও অবধি আমি তাঁর শ্রীমুখ দেখতে পাইনি। তাঁর তো কথা ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ার। এই

এলাকার মানুষ তো বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ার জন্যই তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন। এখন একটার পর একটা জিনিস বিজেপির সরকার প্রবর্তন করছেন। অথচ এখানের বিধায়ককে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা তো বলেছিলাম যে এই সরকারটা আসলে আদানি-আম্বানির সরকার। বড়লোকের সরকার। বিজেপি চায় না গরীব মানুষ বেঁচে থাকুক। গরীবি হটাতে হবেনা, ওরা চায় গরীব মানুষকে হটিয়ে দিতে হবে। গরীব মানুষ যেখানে একটু ব্যবসা করে খাচ্ছিলেন, তাঁরা বলছিলেন যে আমরা ট্যাক্স দেব, আমাদের যদি কোনও ফি দিতে হয় লাইসেন্সের জন্য ফি দিতে হয় সব আমরা দিতে রাজি। কিন্তু সরকার রাজি নয়। ওরা ওখানে গরীব মানুষদের সরিয়ে সেখানে বড় বড় পুঁজিপতি যারা রয়েছেন যেমন কোথাও কেএফসি, কোথাও সেনকো গোল্ড, কোথাও আগরওয়াল, কোথাও হলদিরাম এদেরকে দোকান দেবেন। তাহলে এই গরীব মানুষগুলো যাবে কোথায় ? বিজেপিকে যারা বিশ্বাস করেছিল আমরা জানিনা। আমরা প্রথম দিন থেকেই বলেছি ওরা জুমলা দিতেই ভালোবাসে। মিথ্যে কথা বলতেই ভালোবাসে যেখানে যেখানে ওরা যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দিল্লিতেও বলেছিল মেয়েদের জন্য এতো টাকা করে দেওয়া হবে কিন্তু এখনও অবধি তাঁরা তা পাননি। ফলে তারপরেও যারা বিজেপিকে বিশ্বাস করেছিলেন তাঁরা এখন বুঝুন। বিজেপি যে মিথ্যে কথা বলেছিল নির্বাচনের আগে সেটা আমরা জানতাম। আমরা বারবার প্রচারে সেই কথাই তো বলেছিলাম। এখন মানুষেরই উচিত এই আশা-ভঙ্গগুলো যেন ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হয়। এটাই তো আমাদের চাওয়া। বাঁকড়ার মানুষকে আমরা বলব ভয় পাওয়ার কোনও জায়গা নেই। একদম আপনারা যেভাবে রয়েছেন যেভাবে থাকছেন সেভাবেই থাকবেন। কারও চমকানি, ধমকানি সেটা তৃণমূলেরই হোক অথবা বিজেপিরই হোক তার সামনে মাথা নোয়ানোর কোনও দরকার নেই। আপনাদের সুস্থ থাকা, আপনাদের ভালো থাকা, মাথা উঁচু করে থাকার জন্য লাল ঝান্ডা আপনাদের পাশে ছিল আছে এবং থাকবে।

হটিয়ে আম্বানি, আদানি সহ বড় বড় শিল্পপতিদের এখানে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিচ্ছে। নির্বাচনের আগে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে এসেছিল সেই প্রতিশ্রুতির সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে পূরণ হয়নি। সেটা মানুষ বুঝতে পারছেন। আগামী দিন মানুষ ভোট বাক্সেই এর জবাব দেবেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দীপ্সিতা আরও বলেন, কারও বদান্যতায় বা কারও দয়ায় এই পার্টি অফিস খোলা হয়নি। এখানকার মানুষজন তাঁদের নিজেদের সাহসে

সোনার হিসেবেই পুলিশের নজর! পলাতক সব্যসাচীর স্ত্রীর উদ্দেশ্য বাড়ির দেওয়ালে নোটিস, তদন্তে নতুন মোড়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলকাতা, ২৪ জুন ঃ বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র ও প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্তকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে তদন্তে। তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর রাজারহাটের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। শুধু সোনা নয়, সেই সোনা কেনার একাধিক রসিদও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বিপুল সম্পদের উস কী, তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে তদন্তকারীদের সামনে উঠে এসেছে আরও বেশ কিছু নাম। সেই সূত্র ধরেই এবার তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে সব্যসাচী দত্তের স্ত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ জুন সব্যসাচী দত্ত গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। অভিযোগ, স্বামীর গ্রেপ্তারের পর থেকেই রাজারহাটের বাড়ি ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন ইন্দ্রাণী দত্ত। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কোনও খোঁজ না মেলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের উদ্যোগ বারবার ব্যাহত হয়েছে।

তদন্তকারীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া সোনা এবং তার আর্থিক উৎস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। তদন্তকারীদের মতে, সব্যসাচী দত্তের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হওয়া সাড়ে তিন কেজি সোনা এবং টিনা ভৌমিক সাহার বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই কারণেই ইন্দ্রাণী দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে পুলিশ। তদন্তকারীদের ধারণা, সম্পদের উৎস, সোনা কেনাবেচার নথি এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছ থেকে মিলতে পারে। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও ইন্দ্রাণী দত্তের সন্ধান না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আইনি পথেই এগিয়েছে পুলিশ। বুধবার বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেওয়ালে নোটিস সাঁটিয়ে আসে। ওই নোটিসে দ্রুত থানায় উপস্থিত হয়ে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজিরা না দিলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে।সব মিলিয়ে সব্যসাচী দত্তকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে নতুন নতুন তথ্য। বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের ঘটনায় রাজনৈতিক মহল থেকে প্রশাসনিক স্তর- সর্বত্রই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এখন নজর ইন্দ্রাণী দত্তের দিকে। তিনি কবে সামনে আসেন এবং তদন্তকারীদের প্রশ্নের কী জবাব দেন, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সকলের চোখ।

মেট্রোর গার্ডার বসানোর কাজ, বন্ধ থাকবে চিংড়িহাটা ফ্লাইওভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ কলকাতার পূর্বাঞ্চলে মেট্রো প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আগামী কয়েকদিন যান চলাচলে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। অরেঞ্জ লাইনের নির্মাণকাজের স্বার্থে দুই দফায় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে চিংড়িহাটা ফ্লাইওভার। কলকাতা পুলিশের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং নির্মাণকাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রথম দফায় আগামী শুক্রবার রাত ৮টা থেকে সোমবার রাত ৮টা পর্যন্ত চিংড়িহাটা ফ্লাইওভারে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে। এরপর দ্বিতীয় দফায় আগামী জুলাই মাসের ৩ তারিখ রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত ফের বন্ধ রাখা হবে ফ্লাইওভারটি। এই দুই পর্যায়ে ফ্লাইওভারে কোনও যানবাহন চলাচলের অনুমতি থাকবে না।

কোন্নগরের রাজ রাজেশ্বরী সেবা মঠে দশহরা গঙ্গা পুজো মহোৎসব উপলক্ষে ভক্তদের ঢল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায, কোন্নগর, ২৪ শংকরাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মঠে গত বছরের মতো এবছরও দশহারা গঙ্গা পুজো উপলক্ষে বুধবার সকাল থেকেই

কোন্নগর বারো মন্দির ঘাটে শ্রীশ্রী গঙ্গা মাতার মহাভিষেক হয়। ভোরবেলা মঙ্গল আরতির পর মহা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বারো মন্দির ঘাটে মহা আরতিও করা হয়। গঙ্গা পুজো যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। জ্যোতিষ্ পীঠ পন্ডিত আচার্য রবি শংকর দ্বিবেদী, মঠের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচিচ স্বরূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিষপীঠ আচার্য রবি শংকর দ্বিবেদী বলেন, গঙ্গা পুজো দুদিনের পুজো। তা দেখার সুযোগ পাচ্ছেন ভক্তরা, রবিশঙ্কর দ্বিবেদী বলেন ভক্তরা যত বেশি গঙ্গা মায়ের আরাধনা করবেন ততোই মায়ের কৃপা লাভ করবেন। ঋত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা, রবি চৌবে, প্রভাত পাচৌরি, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পূজার আয়োজনে ছিলেন। মঠে নিয়ম নীতি মেনে শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। একটানা দুই দিন ঘি এর প্রদীপ জ্বলছে । ১০৮ টি প্রদীপ দিয়ে সকালে মায়ের কাছে আরতি করা হয়েছে। ভজন কীর্তন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। গঙ্গা পূজা উপলক্ষে অন্য রূপে সেজে উঠেছে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠ। এক হাজার একটি আম, এক হাজার একটি লিচু, এক হাজার একটি জাম কাজু, কিসমিস, মৌসুম্বি লেবু, মোট ১০ ধরনের ফল, ফুল, ও প্রদীপ দিয়ে এদিনে মা গঙ্গার আরাধনা করা হয়। প্রচলিত আছে মা গঙ্গার আরাধনা করলে দশ জনমের এবং দশ বিধ পাপ ক্ষয় হয় বলে এই দিনটি দশহারা। কথিত আছে দশহরার দিনে গঙ্গাস্নানে দশ জন্মের সব পাপ দূর হয়। রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভগীরথ এই দিনে গঙ্গাকে মর্তে এনেছিলেন। তাই গঙ্গার অন্য নাম ভাগীরথী। হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে পার্বনটি দশহরা নামে খ্যাত।এই উপলক্ষে সেজে উঠেছে কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠ। প্রায় পাঁচশত মানুষকে দুপুরে মন্দিরে বসিয়ে মায়ের ভোগ প্রসাদ খাওয়ানো হয়। মন্দিরে প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচিচ স্বরূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন, গঙ্গা পুজো উপলক্ষে কোন্নগর জুড়ে পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

প্রতারণার অভিযোগ, গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ প্রাক্তন মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলকাতা, ২৪ জুন ঃ চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগের তির এবার রাজ্যের প্রাক্তন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইঞার দিকে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর কাছে নোটিস পাঠানোর পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় সম্ভাব্য গ্রেপ্তারির আশঙ্কা থেকে আইনি সুরক্ষা চাইতে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আদালতের কাছে রক্ষাকবচ বা আগাম সুরক্ষার আবেদন জানিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। অভিযোগকারী বিকাশ কুমার টুং, যিনি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং বিধানসভার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিংদা। তাঁর অভিযোগ, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর স্ত্রী মঞ্জু সাহু টুংকে একটি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মাধ্যমে চাকরির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, তকালীন মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইঞার মধ্যস্থতায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ আবু কালাম বক্স এবং ভোলানাথ নামে কয়েকজনের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, চলতি বছরের ১ মার্চ মঞ্জু সাহু টুং 'CISB Services Private Limited''-এর অধীনে STEWARD পদে কাজে যোগ দেন। তেমাথানির সেচ বাংলোয় তাঁর কর্মস্থল নির্ধারিত হয়েছিল। পরিবারের দাবি, চাকরিতে যোগদানের পর তিনি নিয়মিতভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এমনকি তাঁর নামে একটি ওয়ার্কম্যান রেজিস্টার নম্বরও বরাদ্দ করা হয়েছিল। ফলে চাকরিটি বৈধ এবং স্থায়ী বলেই বিশ্বাস করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু অভিযোগ, চাকরিতে যোগদানের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। গত ৬ মে হঠাৎ করেই তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর চাকরি বাতিল করা হয়েছে। শুধু মৌখিকভাবে নয়, চাকরি বাতিলের নির্দেশের কপিও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ। এরপরই প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কায় পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু হয়। শেষপর্যন্ত বিকাশ কুমার টুং সবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সবং থানার পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩১৮(৪) এবং ৬১(২) ধারায় মামলা রুজু করেছে। তদন্তের স্বার্থে প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইঞাকে নোটিস পাঠানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। পুলিশি পদক্ষেপের পরই আইনি পরামর্শ নিয়ে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন তিনি। প্রথমে মেদিনীপুর জেলা আদালতে সেই আবেদন জানানো হলেও বিভিন্ন কারণে মামলার শুনানি স্থগিত হয়ে যায়। ফলে অনিশ্চয়তা কাটাতে এবং সম্ভাব্য গ্রেপ্তারি এড়াতে এবার সরাসরি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। যদিও অভিযোগের শুরু থেকেই নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবি করে আসছেন মানস ভুঁইঞা। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ সময়ে কখনও তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠেনি। তিনি দাবি করেছেন, প্রায় ৫৬ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বিরোধী শাসন থেকে বর্তমান রাজনৈতিক পর্ব- কোনও সময়েই তাঁর সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং জনস্বার্থে কাজ করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, বর্তমান অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগের তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং আদালত প্রাক্তন মন্ত্রীর আবেদনের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

রাজ্য মুরগি খামার পরিদর্শন করল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ গ্রামীন মানুষের জন্য রেডিওর অনুষ্ঠান - এই বিষয়ে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের ইন্টার্নশিপ করাচ্ছে ১৫ দিন ধরে।এই ইন্টার্নশিপের অঙ্গ হিসাবে ছাত্র ছাত্রীদের রাজ্য মুরগি খামারের (টালীগঞ্জ) গত ২৩ জুন পরিদর্শন করানো হয়। টালীগঞ্জ রাজ্য মুরগি খামারটি ড- বিধান চন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন খামারটি তৈরি হয় । প্রাচীন এই খামারটি দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর কাছে বিনামূল্যে মুরগির ছানা সরবরাহ করে আসছে। এই খামারে দেশী ও বিদেশী মুরগি প্রতিপালিত হয় । কোয়েল , টার্কি প্রভৃতি পাখি চাষ করা হচ্ছে এই খামারে। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ডিম থেকে মুরগির ছোটো বাচ্ছা তৈরি করা হয় প্রচুর পরিমাণে। এইসমস্ত বিষয় গুলো পরিদর্শনে উপস্থিত প্রায় ৭০ জন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সু ন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন এই রাজ্য খামারের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. সুদীপ সাহু এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ড. তপন পাঙ্গাস ছাত্র ছাত্রীরা এই সমস্ত বিষয় বুঝে কি করে মিডিয়ার উপযোগী প্রতিবেদন তৈরি করবেন সে বিষয়ে পরামর্শ দেন সাংবাদিক তাপস পাল , রেডিও প্রতিবেদক পবিত্র কুমার মন্ডল, রেডিও কলকাতার অনুষ্ঠান প্রযোজক রাজ্যেশ্বর সাহা, বেবী সরদার প্রমুখ। সমগ্র পরিদর্শন টির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইন্সটিটিউশন ইনোভেশন কাউন্সিলের আহ্বায়ক ড. অর্ণব কুমার ব্যানার্জী।

হাওড়ার জগবল্লভপুরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদাতা, হাওড়া, ২৪ জুন ঃআবাস যোজনার বাড়ি তৈরিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা হাওড়ার জগবল্লভপুরে, দুই প্রতিবেশীর বিবাদে মহিলাদেরও মারধরের অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পুলিশ। এবার আবাস যোজনার বাড়ি তৈরিকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে প্রকাশ্যে বিবাদ ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার জগবল্লভপুরের গোবিন্দপুর এলাকায়। পরিস্থিতি ঘিরে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল মারামারি শুরু হয়। জানা গেছে, আবাস যোজনার ঘর তৈরিকে কেন্দ্র করেই এই বিবাদের সূত্রপাত। ঘর তৈরিতে বাধা দেওয়া নিয়েই ওই গন্ডগোলের শুরু। ঘটনা চলাকালীন মহিলাদেরও মারধর করার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় দুপক্ষের মারামারিতে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পলাতক বলে জানা গেছে। এই ঘটনা নিয়ে এদিন এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে যায় জগবল্লভপুর থানার পুলিশ। দোষীদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। াবাস যোজনার কাজও বন্ধ রাখ হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

লখনউয়ের অগ্নিকাণ্ডে মৃত বাঙালি তরুণীর দেহ আনা হলো হাওড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ জুন ঃ গত সোমবার উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের আলিগঞ্জে কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত বাঙালি তরুণী অনামিকা সামন্তের (২৭) দেহ বুধবার হাওড়ার জগবল্লভপুরের গড়বালিয়া গ্রামে তাঁদের পৈত্রিক বাড়িতে আনা হলে কার্যত শোকে ভেঙে পড়ে গোটা গ্রাম। সোমবারের ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মোট ১৫ জনের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। বুধবার অনামিকার নিথর দেহ জগবল্লভপুরের পৈতৃক বাড়িতে এসে পৌঁছালে কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলে। জানা গেছে, ওই ঘটনায় মারা যান অনামিকার হবু স্বামী নীলেশ কুমারও। পরিবার সূত্রের খবর, মাত্র বছর সাড়ে তিনেক আগে জগবল্লভপুরের গড়বালিয়ার অনামিকা সামন্ত অ্যানিমেশন শিখে লখনউতে এক কোচিং সেন্টারে চাকরি পেয়েছিলেন। সেখানেই তিনি থাকতেন। কলকাতায় বাড়ি থাকলেও মাঝে মাঝে হাওড়ার বাড়িতেও তিনি আসতেন। লখনউয়ে কাজের সূত্রে থাকার সুবাদে সেখানকারই এক সহকর্মী নীলেশ কুমারের সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং চলতি বছরের নভেম্বর মাসে তাঁদের বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কেড়ে নিল হবু দম্পতির জীবন। ১৫ জনের মৃতদের মধ্যে এরাও দুজনে ছিলেন। সোমবার রাতেই মর্মান্তিক ওই মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে আসে। মঙ্গলবার বিমানে অনামিকার পরিবার সেখানে পৌঁছান। লখনউয়ের মর্গে পৌঁছে দেহ শনাক্ত করেন তাঁরা। এরপর বুধবার অনামিকার দেহ হাওড়ার জগবল্লভপুরের বাড়িতে আনা হয়।

শান্তনু সিনহা বিশ্বাস কাণ্ডে তদন্তের জাল আরও বিস্তৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ জুন ঃ বেআইনিভাবে জমি দখল, তোলাবাজি এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে গ্রেপ্তার কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ঘিরে তদন্ত ক্রমশ নতুন মোড় নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই মামলায় একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। এবার তদন্তের পরিধি আরও বাড়িয়ে প্রাক্তন পুলিশকর্তার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কয়েকজন পুলিশ আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হচ্ছে এমন তিন পুলিশকর্তাকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কলকাতা পুলিশের কর্মরত আধিকারিক নরুল আমিনও রয়েছেন। বুধবার তিনি ইডি দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। শুধু পুলিশকর্তারাই নন, এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সোনা পাপ্পুর পরিবারের একাধিক সদস্যকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, মামলার আর্থিক দিক এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত লেনদেনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। ফলে মামলার তদন্তে এখন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ মহল এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আর্থিক লেনদেনের খতিয়ান খতিয়ে দেখার উপর। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনিভাবে জমি দখল এবং তোলাবাজির অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়েই সোনা পাপ্পুর নাম প্রথম সামনে আসে। দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর প্রভাব বিস্তার নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল। জমি দখল, ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এমনকি অস্ত্র আইন সংক্রান্ত মামলাতেও তাঁর নাম উঠে এসেছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। এই মামলার সূত্র ধরেই তদন্ত এগোতে গিয়ে বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে জেরা করেই তদন্তকারীরা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের নাম জানতে পারেন বলে সূত্রের খবর। পরবর্তীতে প্রাক্তন পুলিশকর্তার ফার্ন রোডের বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ইডি। তদন্তকারীদের দাবি, সেই নথি বিশ্লেষণ করে এমন কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং অভিযুক্তদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আর্থিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। তদন্তে উঠে এসেছে, সোনা পাপ্পু এবং জয় কামদারের মতো ব্যক্তিদের বিভিন্ন সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রাক্তন পুলিশকর্তার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেই আর্থিক লেনদেনের উৎস, উদ্দেশ্য এবং বৈধতা নিয়েই এখন বিস্তারিত অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। ইডির একাংশের অনুমান, এই আর্থিক সুবিধার পরিধি শুধুমাত্র শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকও এই চক্রের মাধ্যমে কোনও না কোনওভাবে লাভবান হয়ে থাকতে পারেন। সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বনগাঁ বিতর্কে স্বস্তি মিমি চক্রবর্তীর, এফআইআরে স্থগিতাদেশ হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বনগাঁ, ২৪ জুন ঃ বনগাঁর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কে আপাতত বড় স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে যে এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছিল, সেই মামলায় অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি কৌশিক চন্দের একক বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, আপাতত ওই এফআইআরের ভিত্তিতে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না। আদালতের এই নির্দেশে সাময়িকভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন মিমি। ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি। বনগাঁর নয়াগোপালগঞ্জ যুবক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছিল, রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁর মঞ্চে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে তিনি অনুষ্ঠানে পৌঁছন বলে অভিযোগ ওঠে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছন অভিনেত্রী। ফলে মঞ্চে উঠতে উঠতে রাত প্রায় পৌনে ১২টা বেজে যায়। এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই অনুষ্ঠানের অনুমতি ছিল রাত ১২টা পর্যন্ত। নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আয়োজকদের তরফে অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অভিযোগ, সেই কারণেই মিমিকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে ঘটনাটি ঘিরে দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিনেত্রীর অনুরাগী এবং উপস্থিত দর্শকদের একাংশের দাবি ছিল, তাঁকে অপমানজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। মিমির প্রতি দুর্ব্যবহার এবং হেনস্থার অভিযোগও সামনে আসে। পরে বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই ঘটনার জেরে তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযোগ ওঠে, মামলার তদন্তে গিয়ে বনগাঁ থানার পুলিশ বিজেপি নেতা তনয় শাস্ত্রীকে আটক করার চেষ্টা করলে বাধার মুখে পড়তে হয়। পুলিশের দাবি, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁদের সঙ্গে অসহযোগিতামূলক আচরণ করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তনয় শাস্ত্রী এবং আরও দু'জনের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের করা হয়। আদালতে পেশ করা হলে প্রথমদিকে তাঁদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে মামলার শুনানিতে তনয় শাস্ত্রী মিমি চক্রবর্তীর করা মামলায় জামিন পেলেও পুলিশকে হেনস্তা ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মামলায় তাৎক্ষণিকভাবে জামিন পাননি। পরে গত ১২ ফেব্রুয়ারি আদালত সেই মামলাতেও তাঁকে জামিন দেয়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পালটা আইনি লড়াই শুরু করেন তনয়। তিনি অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ২০ লক্ষ টাকার মানহানির মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগের কারণে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানহানির মামলার প্রক্রিয়া চলাকালীন একাধিক নির্ধারিত তারিখে মিমি চক্রবর্তী আদালতে উপস্থিত হননি বলে অভিযোগ করেন তনয়ের আইনজীবী তথা বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। সেই কারণেই আদালতে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের আবেদন জানানো হয়। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় আইনি সুরক্ষার জন্য কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মিমি চক্রবর্তী। হাই কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশে আপাতত তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের উপর স্থগিতাদেশ জারি হয়েছে। ফলে মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। তবে মামলার আইনি লড়াই এখনও শেষ হয়নি। আগামী দিনে আদালতের পর্যবেক্ষণ এবং মামলার অগ্রগতির দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল, আইনজীবী মহল এবং অভিনেত্রীর অনুরাগীদের।

বাইশহাটা পঞ্চায়েতে দূর্নীতির অভিযোগে এস ইউ সি আইর গণ ডেপুটেশন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগে এসইউসিআইএর গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন।একসময় জয়নগর দু নং ব্লকের কুলতলি বিধানসভারবাইশহাটা পঞ্চায়েত এলাকা এস ইউ সি আই এর দূর্গ ছিলো।কিন্তু তৃনমূল কংগ্রেস রাজ্যে আসার পর তা তৃনমূলের দখলে চলে যায়।আর তখন থেকে আস্তে আস্তে দূর্নীতির আখড়া হয়ে পড়ে এই পঞ্চায়েত। তৃনমূলকে সরিয়ে পালা বদলে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে তৃনমূল কংগ্রেসের দূর্নীতি সামনে চলে আসছে। আর এখানেও সেই দূর্নীতিকে সামনে এনে লড়াইয়ে নেমেছে এস ইউ সি আই। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের মদতে নজিরবিহীন চুরি, দুর্নীতি, কাটমানি, তোলাবাজি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে বুধবার এসইউসি আই এর বাইশহাটা লোকাল কমিটির উদ্যোগে এক গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এদিন এই ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এসইউসিআইএর বারুইপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন নস্কর। তিনি এদিন বলেন, চুরি-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তৃণমূলের নেতারা আজ মানুষের রোষের ভয়ে. গর্তে লুকিয়ে.পড়েছেন। অথচ ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা বাইশহাটায় গুন্ডামি ও দখলদারির রাজত্ব কায়েম করে ছিলেন। বর্তমান পঞ্চায়েত জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে বুথ স্তর থেকে ঐক্যবদ্ধগণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন নীতিরও সমালোচনা করেন। পাশাপাশি ট্রাইবুনালে নথিভুক্ত সমস্ত ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, স্মার্ট মিটার চালুর বিরোধিতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন। এদিন তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, পথশ্রী প্রকল্পে কোথায় কী কাজ হয়েছে ও কত অর্থ ব্যয় হয়েছে, দিদিকে বলো প্রকল্পে আবাসের ঘর প্রাপকদের তালিকা-সহ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে একটি আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়।অভিযোগ,প্রথমে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। পরে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ ও পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাওয়ের মুখে কর্তৃপক্ষ আবেদন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।এরপর এসইউসিআই এর বাইশহাটা লোকাল কমিটির অন্যতম সংগঠক আমির আলি ঘরামী, প্রাক্তন প্রধান আব্দুর রসিদ ঘরামী, পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তাহের আলী মোল্লা-সহ পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধান মানসুরা গাজীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। বৈঠকে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা, উন্নযনমূলক কাজের অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ সংবলিত স্মারক লিপি জমা দেওয়া হয়।সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, আলোচনায় উত্থাপিত দাবিগুলি নীতিগত ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় চাওয়া তথ্য ১৫ দিনের মধ্যে সরবরাহ করা হবে বলে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে।ডেপুটেশন গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানালেন বাইশহাটা পঞ্চায়েত প্রধান মানসুরা গাজী।

আট বছর পর কাকদ্বীপের দম্পতি খুনে সক্রিয় প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৪ জুন ঃ কাকদ্বীপে আট বছর আগে ঘটে যাওয়া এক নৃশংস জোড়া খুনের ঘটনায় নতুন করে তপর হয়ে উঠল পুলিশ প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে তদন্তে অগ্রগতি না হওয়ার অভিযোগের মাঝেই মৃত সিপিএম সমর্থক দম্পতির একমাত্র ছেলে দীপঙ্কর দাস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাতের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো বেড়ে যায়। রাতভর তল্লাশি চালিয়ে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১০ জনকে আটক করা হয়। পরে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের সকলকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়। কাকদ্বীপের বুধাখালি গ্রামের বাসিন্দা দেবু দাস এবং তাঁর স্ত্রী ঊষা দাস দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়। পরিবারের দাবি, তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তি তাঁদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন এবং সেই আগুনেই পুড়ে মৃত্যু হয় ওই দম্পতির। ঘটনাটি সে সময় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেই সময় দেবু-ঊষা দম্পতির একমাত্র ছেলে দীপঙ্কর দাস কলেজের পড়াশোনার কারণে বাড়ির বাইরে ছিলেন। পরে বাড়ি ফিরে তিনি তাঁর বাবা-মায়ের দগ্ধ দেহ দেখতে পান। সেই বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা আজও তাঁকে তাড়া করে বেড়ায় বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন তিনি। ঘটনার পর কাকদ্বীপ থানায় ১২ জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২০৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ আষাঢ়, ১৪৩৩

বিপ্লবী নলিনী দাস

স্বাধীনতা সংগ্রামী, অগ্নিযুগের বিপ্লবী নলিনী দাস ১৯ জুন, ১৯৮২ পরলোকগমন করেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। অগ্নিযুগের আরো অনেক বিপ্লবীর মতো ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নলিনী দাসকে হত্যা করার চেষ্ঠা করে ব্রিটিশ সরকার ব্যর্থ হয়। নলিনী দাসের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন হত্যামামলার তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ার কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আন্দামান দ্বীপান্তর সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেয়। আন্দামান দ্বীপান্তর ছিল ব্রিটিশের তৈরী করা দ্বিতীয় মৃত্যু ফাঁদ। এখানে যাদের পাঠানো হতো তাদের কেউ কেউ কোনো দিন দেশে ফিরে আসতে পারত। আন্দামান দ্বীপান্তর গিয়ে তিনি জেলখানার মধ্যে সকল বন্দী সংঘবদ্ধ করে জেল প্রশাসন ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমারণ অনশন করেন নলিনী দাস। আন্দামান বন্দীরা প্রথম অনশন শুরু করে ১৯৩৩ সালের ১১ মে। এই অনশন দীর্ঘ ৩৭ দিন ব্যাপী চলেছিল। তখন এই অনশনের মূল দাবী ছিল খাদ্যের মান-উন্নয়নসহ বন্দীদের মর্যদা দেওয়া। ৩৭ দিনের এ অনশনে ৩ জন বিপ্লবীর মৃত্যু হয়। ১৯৩৩ সালের কথা। এ অনশনের ৭ দিনের দিন ১৭ মে মহাবীর সিং (লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা) প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েন। তবুও কোনো খাবার গ্রহণ করলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে কারা কর্তৃপক্ষ জোর করে হাত-পা বেধে নাকে নল ঢুকিয়ে দুধ খাইয়ে দেয়। ওই দুধ ফুসফুসে চলে যাওয়ার কারণে তিনি মারা যান। একইভাবে একই কারণে ১২ দিনের দিন ২৩ মে মোহিত মিত্র (অস্ত্র আইন মামলা) ও ১৩ দিনের দিন ২৪ মে সকাল বেলা মোহন দাস (ময়মনসিংহ ষড়যন্ত্র মামলা) মারা যান। ৩৭ দিনের শেষে এক পর্যায়ে ব্রটিশ বাধ্য হয়ে জেল কোড আইন অনুসারে নূন্যতম বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশ নিশ্চিত করে। ইস্পাত দৃঢ় সংকল্প ও অফুরন্ত কর্মশক্তির অধিকারী, আমৃত্যু ত্যাগী এই বিপ্লবী যোদ্ধা তাঁর সারাটি জীবন মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। মানব সভ্যতাকে সাম্যবাদে উত্তোরণের ক্ষেত্রে বিপ্লবী সংগ্রামে তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত। বিপ্লবী নলিনী দাস তার ৭২ বছরের জীবনের ২৩ বছর কাটান আন্দামান জেলে ও পূর্ব পাকিস্তানের জেলে। আরো ২০ বছর ৯ মাস তার কাটে পলাতক জীবনের বিপ্লবী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায়। নলিনী দাসের জন্ম বরিশাল জেলার উত্তর শাহাবাজপুরে(বর্তমান ভোলায়)। তাঁর বাবা দূর্গামোহন দাস। তিনি ছিলেন ভোলার স্থানীয় জমিদারী এস্টেটের নায়েব। নলিনী দাসের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। শৈশবে তাঁর শিক্ষা জীবন ভোলাতেই শুরু হয়। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। দুরন্ত চঞ্চল মেধাবী এই বালক ১৯২১ সালে কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির আহবানে হরতাল ধর্মঘটের সময় ৫ শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় গ্রেফতার হন। এক দিনের সাজা দিয়ে পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়। এ কারণে কিশোর নলিনী দাস প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়ানোর। এ সময় থেকেই তিনি ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতমাতাকে মুক্তি করার জন্য অগ্নি শপথ নেন। ১৯২৪ সালে তিনি যুক্ত হন বিপ্লবী যুগান্তর দলে। পড়াশুনা আর দেশের স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়চিত্তে শুরু করেন অক্লান্ত পরিশ্রম। ১৯২৮ সালে সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলের সাথে যুক্ত হন।

অজিত দোভাল

৮০ এর দশকে শুরুর দিকের সেই সময়টা ছিল অত্যন্ত রহস্যময় আর ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে তখন বারুদের তীব্র গন্ধ উড়ছিল। লাহোরের ব্যস্ত আর ঘিঞ্জি অলিগলিতে তখন এক ছায়ামানব নিঃশব্দে ভারতের সুরক্ষার এক নতুন এবং শক্তিশালী নীল নকশা তৈরি করছিলেন। বাইরে ভ্যাপসা গরম আর ধুলোবালির মধ্যে লাহোরের সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে থাকা সেই মানুষটি ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা অজিত ডোভাল। পাকিস্তানের ডেরায় তখন তিনি একজন অতি সাধারণ মুসলিম নাগরিকের ছদ্মবেশে দিন কাটাচ্ছিলেন, যাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে মিশে ছিল ভারতমাতার অদম্য দেশপ্রেম। এই দীর্ঘ সাত বছরের লড়াই ছিল একাকী, অন্ধকার এবং প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে বেঁচে থাকার এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংগ্রাম। লাহোরের সেই পুরনো গলির প্রতিটি মোড় আর চায়ের দোকানের ফিসফাস তখন ডোভালের কাছে ছিল অমূল্য গোয়েন্দা তথ্যের আকর। তিনি জানতেন যে কোনো বড় সংবর্ধনা বা মেডেলের আশায় তিনি এখানে আসেননি, বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল সীমান্তের ওপারে বসা ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিটি চাল নস্যাৎ করে দেওয়া। দিনের বেলা তিনি সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যেতেন এবং রাতের অন্ধকারে নিজের গোপন ডায়েরিতে লিখে রাখতেন শত্রুদেশের সামরিক প্রস্তুতির খুঁটিনাটি বিবরণ। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তখন ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে তাদের নাকের ডগাতেই এক ভারতীয় যমদূত ভারতের সুরক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি আজানের শব্দ আর মন্দিরের ঘণ্টার ধ্বনি তখন তাঁর কানে বাজত কেবল এক অখণ্ড এবং শক্তিশালী ভারতের জয়ের সংকেত হিসেবে। একাত্তরের যুদ্ধের হারের পর পাকিস্তান তখন লড়ছিল এক ছায়াযুদ্ধে, যেখানে পাঞ্জাব আর কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ উস্কে দেওয়াই ছিল তাদের একমাত্র জঘন্য লক্ষ্য। অজিত ডোভাল তখন পাকিস্তানের অন্দরে এমন সব জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন যেখানে কোনো সাধারণ মানুষের প্রবেশ ছিল একেবারেই কল্পনাতীত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। তিনি কেবল তথ্য সংগ্রহ করতেন না, বরং অতি সুকৌশলে শত্রু শিবিরের ভেতর সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বিষবীজ বপন করে দিতেন অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায়। তাঁর এই অকুতোভয় মানসিকতা আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরেই ছিল তাঁর একমাত্র অস্ত্র যা কোনো বন্দুকের গুলির চেয়েও কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে।

ইরান যুদ্ধ বহুমেরুকামী বিশ্বের পথকে শক্তি দিচ্ছে

সঞ্জয় পাণ্ডে

ইরানের যুদ্ধ বহুমেরুকামী বিশ্বের পথকে শক্তিশালী করছে। গত কয়েক বছরে পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণগুলি দ্রুত বদলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানের মুখোমুখি হয়েও ইরান কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের অবস্থান ধরে রাখেনি, বরং একটি কৌশলগত অগ্রাধিকারও অর্জন করেছে। এই বিজয়ের পেছনে ছিল ইরানের দেশীয় সামরিক সক্ষমতা, জনগণের

ঐক্য এবং সিদ্ধান্তমূলক কূটনীতি; তবে এটি একটি শক্তিশালী সহায়তা স্তম্ভও পেয়েছিল , চীন। সাম্প্রতিক ১২ দিনের যুদ্ধ এবং রমজান যুদ্ধ-এর মতো সংঘর্ষগুলিতে ইরানি জনগণ ও উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রদর্শিত শক্তি, এবং চীনের দেওয়া অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, কূটনৈতিক ও মানবিক সহায়তা এক নতুন শক্তি ভারসাম্যের জন্ম দিয়েছে। চীনের ইরানকে দেওয়া সহায়তার সঠিক প্রকৃতি, উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এই অঞ্চলে চীন কীভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং এ সবকিছু কীভাবে ইঙ্গিত দেয় যে মার্কিন আধিপত্যের যুগ ইতিহাসে পাঠানো হচ্ছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

চীনের দেওয়া সহায়তা ইরানকে রণক্ষেত্র থেকে পুনর্নির্মাণ পর্যন্ত সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রথম এবং সর্বাগ্রে, চীন ইরানের অর্থনৈতিক জীবনরেখা বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে যখন অনেক দেশ ইরানি তেল কিনতে ভয় পাচ্ছিল, চীন ধারাবাহিকভাবে ইরানের বৃহত্তম তেল ক্রেতা হয়ে রইল। চীন ইরানি ও রুশ তেলের বৃহত্তম ক্রেতা, এবং পাইপলাইন ও সমুদ্রপথে পরিচালিত এই বাণিজ্য নিশ্চিত করেছিল যে ইরানের বৈদেশিক মুদ্রার উৎস শুকিয়ে না যায় এবং যুদ্ধকালেও তার অর্থনীতি ধসে না পড়ে।

একইসাথে, যুদ্ধবিরতি ও চুক্তির জন্য চীন অত্যন্ত সক্রিয় কূটনৈতিক সহায়তা দিয়েছে। যখন পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরোক্ষ আলোচনা চলছিল, চীন শুরু থেকেই ইরানের কূটনৈতিক অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছিল। চুক্তি ঘোষণার পর চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই তার ইরানি প্রতিপক্ষ আব্বাস আরাগচির সাথে এক টেলিফোন সংলাপে জুলুমের বিরুদ্ধে ইরান সরকার ও জনগণের দৃঢ়তা এবং দায়িত্বশীল কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেন। চুক্তির সমস্ত বিধানের সঠিক ও সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে তিনি ঘোষণা করেন যে চীন এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কূটনৈতিক ফ্রন্টে, চীন রাশিয়ার সাথে সমন্বিত অবস্থান নিয়েছিল। চীন ও রাশিয়া উভয়েই ইসলামাবাদ চুক্তিকে স্বাগত জানায়। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ চুক্তিটি মেনে চলার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। চীন ও রাশিয়া একমত হয় যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সহায়তায় এই চুক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করা। এই রাজনৈতিক ফ্রন্ট ইরানকে একঘরে করার মার্কিন প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্নির্মাণ পর্যায়েও চীন ইরান ও লেবাননের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান স্পষ্ট করেন যে বেইজিং যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্নির্মাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে শীঘ্রই নতুন মানবিক সহায়তা পাঠানো হবে। তদুপরি, ইসলামাবাদ চুক্তির আওতায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি পুনর্নির্মাণ তহবিল গঠিত হবে, যাতে চীনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। সামরিক-প্রযুক্তিগত ফ্রন্টেও চীন বড় সহায়তা দিয়েছে। আকাশ প্রতিরক্ষা, ড্রোন প্রযুক্তি, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং সাইবার সক্ষমতায় গভীর সহযোগিতা ইরানকে নিজস্ব দেশীয় সক্ষমতা জোরদার করে ইসরায়েলের আয়রন ডোম ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে সমর্থ করেছিল।

ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রেও চীন ইরানের এক মুখ্য অংশীদার। সদ্যসমাপ্ত ব্রিক্স ফিউচার নেটওয়ার্ক ইনোভেশন ফোরাম ২০২৬-এ ইরান ট্রাস্টেড কম্পিউটিং পাওয়ার নেটওয়ার্কস Trusted Computing Power Networks বিকাশের জন্য একটি সহযোগিতা কাঠামো প্রস্তাব করে, যে উদ্যোগের নেতৃত্ব দেয় চীনের শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। ইরান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অফ থিংস, স্মার্ট লজিস্টিকস এবং আধুনিক আর্থিক প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিতে নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে, আর এতে তার প্রধান প্রযুক্তিগত অংশীদার হলো চীন।

ইরানে চীনের প্রভাব বিস্তার কেবল সরকারি কূটনৈতিক সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং অর্থনীতি, প্রযুক্তি, আর্থিক পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ইসলামাবাদ চুক্তি ঘোষিত হতেই ইরান চীন, রাশিয়া এবং ওমানের সাথে উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক সমন্বয় সাধন করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগচি চুক্তির বিস্তারিত জানাতে গিয়ে চীনের ওয়াং ই-কে ইরান-চীন সম্পর্কের কৌশলগত প্রকৃতির উপর জোর দেন এবং আলোচনার সময় চীনের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দুই দেশ জ্বালানি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ নিয়ে আলোচনা করে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবফের দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি নিজে চীন বিষয়ে ইরানের বিশেষ প্রতিনিধি এবং তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে ভবিষ্যতে যদি কোনো আঞ্চলিক ব্লকের উদ্ভব হয়, তবে চীন ও ইরান হবে তার দুটি নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য সদস্য। তাঁর মতে, চীন আমাদের জন্য অনন্য। আমাদের চীনকে বোঝাতে হবে যে আমরা কেবল ক্রেতা নই, পূর্ণ অংশীদার। এই অবস্থান চীনের সাথে সম্পর্ককে সাধারণ বাণিজ্য থেকে এক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার দৃঢ়সংকল্প প্রতিফলিত করে। এই প্রেক্ষাপটে ইরান চেম্বার অফ কমার্সের সহ-সভাপতি গাদির গিয়াফে গুরুত্বারোপ করেন যে, ২০৩৫ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে চীন কোথায় পৌঁছাবে তা বুঝে একটি ইরান-চীন উন্নয়ন দলিল প্রণয়ন করতে হবে। যেহেতু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিক যান চীনের অগ্রাধিকার, তাই ইরানের উচিত নিজের শিল্প ও বাণিজ্য নীতিগুলো একই ধারায় প্রণয়ন করা। এর ফলে ইরান চীনের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বাজারে পরিণত হবে এবং ইরান চীনের ভ্যালু চেইনে স্থান করে নেবে। এই কৌশলকে মূর্ত রূপ দিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে 'ইরান-চীন সহযোগিতা বিভাগ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই অঞ্চলগুলো রপ্তানি বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবেশ প্রদান করবে। এর পাশাপাশি, একটি ইরান-চীন যৌথ বিনিয়োগ তহবিল Joint Investment Fund গঠনের সিদ্ধান্ত হয়, যা চীনের দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করবে।

এছাড়াও, ইরান চেম্বারের গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ঈসা মনসুরি শুল্ক, পরিবহন এবং অর্থনৈতিক লেনদেন সহজ করতে একটি লজিস্টিক টাউন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। সেখানে চীনা কোম্পানিগুলো অবস্থান নিলে স্থানীয় পর্যায়ে আউটসোর্সিং হবে এবং ইরান চীনের জন্য পূর্ব এশিয়ায় একটি সরবরাহ সেতু Supply Bridge হয়ে উঠবে। পেট্রোকেমিক্যাল খাতে ইরান, চীনের সাথে তৃতীয় কোনো দেশ যেমন তুরস্ক, পাকিস্তান বা কাতারকে যুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে ইরান একটি বাণিজ্য-শিল্প কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। পরিকাঠামোর ফ্রন্টে, চাবাহার বন্দর ও মাকরান তেল শোধনাগার প্রকল্প দুটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প। খনি ও খনিজ কমিশন ৩৭টি প্রকল্প চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ হলো চাবাহার বন্দরকে একটি রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, দুর্লভ খনিজ অনুসন্ধান, গভীর খনন, এবং ২৫,০০০ খনন যন্ত্র সরবরাহ। চীন যদি চাবাহারে বিনিয়োগ করে, তাহলে ইরান পশ্চিম এশিয়া ও ইউরেশিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এছাড়াও, চীনকে মাকরান উপকূলে তেল শোধনাগার স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়, যেখানে ইরান অপরি শোধিত তেল সরবরাহ করবে এবং চীন প্রক্রিয়াজাত পণ্য নিজেই পরিবহন করবে; এর ফলে চীনের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং ইরান কাঁচামালের পরিবর্তে মূল্য-

(লেখক ঃ একজন আইনজীবী)

স্যার আশুতোষ স্নেহধন্য অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার

দেবলীলা চক্রবর্তী

রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিলাভের কৃতিত্ব একমাত্র এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রাপ্য এই বহুল প্রচলিত ও আলোচিত ইতিহাস তিনি অস্বীকার করেন। আপনি কী রমেশচন্দ্র মজুমদারের সাথে সহমত ?

রমেশচন্দ্র মজুমদার আরও লিখেছেন ১৯৩৩ সালে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হাওয়ার পরে তিনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামে আর কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। অপরদিকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও গোটা ভারতবর্ষ যখন সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনতার অগ্রদূত বলে মেনে নিল তখন ইংরেজরা বুঝতে পারল ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে। গান্ধী মিথকে অস্বীকার করায় রমেশচন্দ্র মজুমদার অভিমত গান্ধীবাদীদের পছন্দ হয় নি। আরও বিশদভাবে বললে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনেছেন ১৯৪৮ সালে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ দিল্লিতে ভারত সরকারের কাছে পাঠায়। এবং ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সেই সময়ে ভারত সরকারের কাছে কালো তালিকাভুক্ত হলেন Black Book. অর্থাৎ সবকালে বোধহয় শাসক নিজের পক্ষের ইতিহাস পছন্দ করে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার লালিত হয়েছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছত্রছায়ায়। স্নেহের এক কাহিনির কথা বলি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার কনিষ্ঠ অধ্যাপকদের অন্যতম বললেন তাঁর পক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্য হওয়া বেশ কঠিন। ওখানে মিটিং হয় রাত ন'টার পরে। সেই মিটিং যখন শেষ হবে তখন আর বাস - ট্রাম পাওয়া যাবে না। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জুহুরির চোখ, তিনি সামান্য ওই প্রতিকূলতাকে একদম পাত্তা দিলেন না, বললেন যেদিন মিটিং হবে সেদিন অধ্যাপক তাঁর গাড়িতে যাবে আবার ফেরার পথে অধ্যাপকের বাড়ির সামনে রাস্তার মোড়ে তাঁকে নামিয়ে দেব। ব্যাস সমস্যার সমাধান।

গোটা ভারতবর্ষ যখন সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনতার অগ্রদূত বলে মেনে নিল তখন ইংরেজরা বুঝতে পারে ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে তারা ভারত জয় করেছিল এবং এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছিল। কিন্তু সেই সৈন্যদের উপর আর নির্ভর করা যাবে না, সেই দিন তারা সর্বপ্রথম ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৪৬ এর ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে, ঠিক তার পরদিন বিলাতে পার্লামেন্টে ব্রিটিশ মন্ত্রী ঘোষণা করেন স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য মন্ত্রীসভার তিন সদস্য ভারতে এসে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় খুব স্নেহ করতেন। একদিন তিনি তাঁকে বললেন যে তুমি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হয়ে যাও, কারণ সেখানে পড়াশোনা এবং গবেষণা করার অনেক সুযোগ পাবে। তিনি তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সদস্য হওয়ার কিছু দিন পরেই আবার রমেশচন্দ্রকে বললেন, তোমাকে কাউন্সিলের সদস্য করব ঠিক করেছি। রমেশচন্দ্র বাড়িতে ফেরার সমস্যার কথা বললে মুহূর্তে সেই সমস্যার সমাধান।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে কেন বাঙালি সারাজীবন স্মরণ করে। নিশ্চিত ভাবে কারণ আছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যারা সামান্য কিছু গবেষণা করতেন তারা যে ওই মানুষটির থেকে কত সাহায্য পেয়েছেন সেকথা বলে শেষ করা যাবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম প্রেম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি তাঁর অপত্য স্নেহের অনেক কাহিনি। যে কাহিনির অনেক কিছু আজও আমাদের অজানা।

একবার দ্বারভাঙা ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন রমেশচন্দ্র স্যার আশুতোষ নীচে নামছেন।

কনিষ্ঠ অধ্যাপকদের অন্যতম রমেশবাবুকে দেখে বললেন তোমার চেহারা এত দেখাচ্ছে কেন? ইতিহাসের অধ্যাপক বললেন তিনি কিছু দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগেছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আরও জানতে চাইলেন কবে জ্বর এসেছিল কবে জ্বর ছেড়েছে। সব শুনে বললেন ইংরেজি ক্যালেন্ডার ১৯১৪ , এপ্রিল মাসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে সহপাঠী সুবোধ মুখোপাধ্যায় ভারত সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের অফিসার নিযুক্ত হওয়ায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকুরি ছেড়ে দেন। স্যার আশুতোষের সঙ্গে সুবোধ দেখা করতে গেলে তিনি রমেশচন্দ্র মজুমদারের আমার খবর জিজ্ঞাসা করেন ও সুবোধকে বলেন, তুমি রমেশকে টেলিগ্রাম করে জানাও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে সে যেন দেখা করে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৌশিক দাস

হোমিওপ্যাথি এবং চরক সংহিতা বিশেষজ্ঞ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। খুব কড়া ডাক্তার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রতিষেধক বলতে 'পঞ্চতিক্ত পাঁচন'। নিম, গুলঞ্চ, তেউরি, নিসিন্দা আর থানকুনি বেটে তৈরি হত কবির রামতেতো সেই পাঁচন। ইনফ্লুয়েঞ্জা আটকাতে জ্বর হয়নি এমন প্রত্যেক আশ্রমবাসীকে ওই পাঁচন নিয়ম করে খেতে হয়েছে। ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না, ছিল না পালানোর পথ। নিজের ডাক্তারি নিয়ে নিজেই মজা করতেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে প্রশান্ত মহালনবিশের স্ত্রী রানিকে এক চিঠিতে লিখছেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় কোনও ভালো কবিরাজি টনিক ব্যবহার করলে তোমার ঘুসঘুসে জ্বরের ক্ষেত্রে কিরকম হয়। কবিরাজ বলতে আমাকে বুঝে নিও না, তাতে আমাকে খাটো করা হবে আমি কবি-রাজ নই, কবিসম্রাট।' ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় ব্যাধি ও তার প্রতিকার' বইয়ের ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। লিখছেন, 'আমার মতো সাহিত্য ডাক্তার, যাকে দায়ে পড়ে ভিষক্ ডাক্তার হতে হয়' সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে, সাধারণ গরীব মানুষ রোগ সারাতে এলে দেখেশুনে দিতে হয় ওষুধ। 'এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারি না যে পুরো চিকিৎসক নই বলে কোনও চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরও যমের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়।'

ডাক্তারিতে কত গভীর জ্ঞান ছিল কবির? জাপান থেকে কবির সঙ্গে আশ্রমে পড়বে বলে চলে এসেছে এক বালিকা। নাম তার হারাসান। কলকাতায় এসে জ্বরে পড়ল হারাসান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তাকে রেখে চিকিৎসা করাচ্ছেন বন্ধু ধন্বন্তরি নীলরতন সরকারকে দিয়ে। ১৯২৯ সালে ৬ নভেম্বর রানি মহালনবিশকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'হারাসানের রোগটা যে কোন স্থানে এবং কী আকারে এখনও তা ধরা পড়েনি। এটা স্থির যে Enteric Fever নয়, typhoid নয়, তার চেয়ে গুরুতর কিছুও নয়।' এই কবি যে ব্যাধি জর্জর মানুষ দেখলেই, ছুটে যাবেন তার কাছে, তাকাবেন বিজ্ঞাননিষ্ঠ চিকিৎ

সকের মমতায়, এতে বিস্মিত হবার কারণ থাকে না আর।

কেমন ডাক্তার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ? ১৯০০ সালে এক চিঠিতে লিখছেন, 'আমার ছোট ছেলে (শমীন্দ্রনাথ) কয়েকদিন জ্বর ও কাশিতে ভুগিতেছিল। আমি তাহাকে অ্যাবোনাইট-৩০ ও বেলাডোনা-৩০ পর্যায়ক্রমে দিয়া আরাম করিয়া তুলিয়াছি।' লন্ডন থেকে ছোট মেয়ে মীরা দেবীকে লিখছেন, 'তোর খোকার Eczema সেরে গেছে অথচ ওর শরীর খারাপ হয়েছে লিখেছিস। তাড়াতাড়ি একজিমা সারানো ভাল নয়। সালফা ২৬০ আনিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস। একজিমা যদি বসে গিয়ে থাকে সালফার সেই দোষ নিবারণ করবে।' 'আমি এই শাস্ত্রে (চিকিৎসা) প্রোগ্রেসের চেষ্টা করেছিলুম চিকিৎসার দৌরাত্ম্য প্রশমণের ইচ্ছাতে। আমি শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলুম শিক্ষকতার নির্দয়তা থেকে মানব সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টায়।' পেটের সমস্যা আর জ্বরে কষ্ট পাচ্ছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ত্রী রানি। ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রশান্তচন্দ্রের মেজো মামা, ডাক্তার সত্যসখা মৈত্র রানির জ্যাঠতুতো দাদা। দুজনেই রানিকে পরীক্ষা করে জানালেন রোগের মূলে এক ধরনের কৃমি। খবর পেলেন রবীন্দ্রনাথ। রানিকে লিখলেন, 'কৃমির উপদ্রব পুরো ধ্বংস হলে আরাম পাবে। কৃমি ধংসের ভালো ওষুধ কাঁচা পেঁপের আঠা, অল্প একটু দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বারবার খেলে উপকার পাবে বলে মনে করি।'

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত প্রচুর পড়াশোনা করতেন কবি। ১৯৩৯ সালে বিজয়া দশমীতে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে হাঁপানির টান এড়াতে কুকুর ও বিড়ালের সংস্রব এড়াতে বলেছেন। বোলপুর ও তার আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে বহু মানুষ ওষুধ নিতে আসছেন কবির কাছে। ওই গ্রামগুলোর মানুষের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে রোগ প্রতিরোধ, নিরাপদ প্রসব থেকে প্রসূতির পরিচর্যায় তৈরি করছেন মহিলা শুশ্রূষাকারীদের দল। গ্রামগুলোতে ম্যালেরিয়া আটকাতে যুক্ত হচ্ছেন অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সমবায় সমিতির সঙ্গে।

একজন অসুস্থ মানুষকে একবার দেখেই গভীর নিরীক্ষণ আর ডাক্তারি প্রবণতার জোরে সমস্যা বুঝে নেবার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। সবসময় হোমিওপ্যাথি করেন নি কবি, শেষ জীবনে সরে এসেছেন বায়োকেমিকে। ছোটখাটো সমস্যায় ওষুধ দিতেন নিজে, রোগটা জটিল হলে রোগীকে পাঠাতেন তাঁর অন্তরঙ্গ চিকিৎসকদের কাছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু। গভীর সখ্যতা ছিল ধন্বন্তরি নীলরতনের সঙ্গে। ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথের করা 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজি অনুবাদ কবির হাত থেকে গেল ইংরেজ কবি ইয়েটসের হাতে। দ্বিজেন্দ্রনাথকে ডিনারে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ইয়েটস বুঝলেন কবিতাগুলোর ভাব। ইয়েটসের ভূমিকাসহ কবিতাগুলো 'ম্যাকমিলান' সংস্থা প্রকাশ করলেন 'Songs Offering নামে।

১৯১২ সালে 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ প্রকাশিত না হলে ওই বই ইয়েটসের জোরালো প্রস্তাব ও সুপারিশসহ যেত না নোবেল কমিটির কাছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ না থাকলে ওই কবিতাগুলোর মূলভাব এত সহজে পৌঁছে যেত না নোবেল পুরস্কারের নির্বাচকদের কাছে। যদি বলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯১৩তে নোবেল পুরস্কার পাবার পিছনে এই ডাক্তারটির ভূমিকা ছিল অনেকটাই, ভুল হবে না সে বলায়।

ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র বাদেও সত্যসখা মৈত্র, জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, রাম অধিকারী, অমিয় সেনের মত অসংখ্য ডাক্তার ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠ। ডাক্তারদের প্রতি দুর্বলতার কথা প্রকাশ্যে বলতেন 'শখের ডাক্তার' রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৩ সালে আশ্রমের ডাক্তার হিসেবে যোগ দেওয়া তরুণ শচীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে কবি ডাক্তারি পরীক্ষা পর্যন্ত নিয়েছেন!

এক আশ্রমবাসীকে হোমিও ওষুধ দিয়েছেন কবি। কবিকে লুকিয়ে রোগী খাচ্ছেন অ্যালোপ্যাথ শচীন্দ্রচন্দ্রের দেওয়া ওষুধ। রোগী দেখতে গিয়ে দুই ডাক্তার মুখোমুখি। গম্ভীর কবির নির্দেশে তরুণ ডাক্তারকে তখনই যেতে হচ্ছে 'উত্তরায়ন'-এ, কবির তখনকার বাসভবনে।

কলকাতা অ্যাসোচামের আগামী প্রজন্ম ক্ষমতায়নের বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য এগানো

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতায় গ্রোথ ড্রাইভেন ফ্যামিলি বিজনেস কনক্লেভের প্রথম সংস্করণ - উত্তরাধিকারকে সম্মান জানানো এবং নেক্সটজেন নেতৃত্বের ক্ষমতায়ন এবং পূর্বাঞ্চলের দ্বারা আয়োজিত ASSOCHAM-স্কিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এর সাথে কলকাতার তাজ বেঙ্গলের বিভাস্তায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত

হল। পরবর্তী প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নেতৃত্বের সাথে পরিবার-চালিত ব্যবসার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার সেতু করার জন্য কনক্লেভটি ডিজাইন করা হয়, যা উত্তরাধিকার, শাসন, উদ্ভাবন এবং টেকসই বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থপূর্ণ সংলাপের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। সারা দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে পশ্চিম বঙ্গের অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. নারায়ণ চক্রবর্তী, ASSOCHAM এর সিনিয়র কর্মকর্তা, প্রখ্যাত শিল্পপতি, কর্পোরেট নেতা, উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছিল। ASSOCHAM MSME সাব কাউন্সিল পূর্বের চেয়ারম্যান অখিলেশ জৈনের স্বাগত বক্তব্য দিয়ে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়।

সভায় মূল বক্তা ছিলেন অ্যাসোচেম ইস্টার্ন রিজিওন কাউন্সিলের কো-চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরি। বিশেষ বক্তব্য পেশ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুদীপ্ত মুখার্জি। অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া (ASSOCHAM হল ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত একটি বেসরকারি বাণিজ্য সমিতি এবং অ্যাডভোকেসি গ্রুপ। সংস্থাটি ভারতে বাণিজ্য ও ব্যবসার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিভিন্ন সমস্যা ও উদ্যোগের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করে। এই সংস্থার লক্ষ্য হল অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাণিজ্যের প্রচার করা, বাণিজ্য বাধা হ্রাস করা এবং ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। অ্যাসোচ্যাম ১৯২০ সালে কলকাতা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে একদল চেম্বার অফ কমার্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

নবদ্বীপে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণীর, এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ২৪ জুন ঃ নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতুর নিকট ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক যুগল বাইকে করে গৌরাঙ্গ সেতু এলাকায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন এবং সেতুর পাশে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণনগর অভিমুখী একটি দ্রুতগামী ১৬ চাকার বালিবোঝাই লরি এসে তাঁদের বাইকটি ওভারটেক করার চেষ্টা করে, আর তাতেই ঘটে যায় মর্মান্তিক এই কাণ্ড। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওভারটেক করার সময় লরির ধাক্কায় বাইকের হ্যান্ডেল ঘুরে যায় চালকের। তাতে চালক যুবক বাঁদিকে ছিটকে পড়লেও, তরুণী সরাসরি চলন্ত লরির তলায় পড়ে যান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দা ও চা বিক্রেতারা চিৎকার করে লরিটিকে থামানোর চেষ্টা করলেও ঘাতক লরিটি তরুণীর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। পর পর চারটি চাকা তরুণীর ওপর দিয়ে চলে যাওয়ায় ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা ধাওয়া করে ঘাতক লরিটিকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণী মধুমিতা হালদার (২৫) স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁর বাবা পেশায় মাছ বিক্রেতা। এই ঘটনার পর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গৌরাঙ্গ সেতু থেকে নামার এই রাস্তায় কোনও স্পীড ব্রেকার বা বাম্পার নেই, যার ফলে প্রতিনিয়ত তীব্র গতিতে গাড়ি চলাচল করে এবং ইতিপূর্বেও এখানে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এলাকার নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে সেতু থেকে নামার মুখে স্পীড ব্রেকার বা বাম্পার তৈরির দাবি জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। অন্যদিকে, একই সময়ে একই জায়গা থেকেই দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই উদ্ধার হয় তুষের বস্তার আড়ালে ১২৫

কেজি গাঁজা, নবদ্বীপে পুলিশের জালে সাত পাচারকারী। গৌরাঙ্গ সেতু রোডে গভীর রাতে অভিযান করে আন্তঃরাজ্য লরি ও স্করপিও, পাচারচক্রের যোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল নবদ্বীপ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু রোড সংলগ্ন কেশবজী গৌড়ীয় মঠের কাছে একটি সন্দেহজনক লরিতে তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়। ঘটনায় মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে একটি লরি ও একটি স্করপিও। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওড়িশা থেকে আসা লরিটি নদীয়ার নাজিরপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানার পুলিশ ওই এলাকায় নজরদারি শুরু করে। রাতে লরি ও তার সঙ্গে চলা একটি স্করপিও গাড়ি আটকে তল্লাশি চালাতেই শতাধিক তুষের বস্তার আড়াল থেকে লুকিয়ে রাখা গাঁজা বেরিয়ে আসে। লরিতে চালক-সহ তিনজন এবং স্করপিও গাড়িতে চারজন ছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্করপিওটি লরিটিকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসকর্ট হিসেবে চলছিল। অভিযানের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান নবদ্বীপ থানার পুলিশ আধিকারিক এবং জেলা পুলিশের কর্তারা। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস, গন্তব্য এবং পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত সাতজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে, ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করবে পুলিশ।

নারী সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ, বাঁকুড়ার ২৩ থানাতেই থাকছে মহিলা হেল্প ডেস্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৪ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু মা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গকে আমরা বঙ্গমা হিসেবে ডাকি, সেই কারণে নারী সুরক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে বাঁকুড়া জেলায় বলেন খোদ পুলিশ সুপার সতীশ পশুমার্থী। বাঁকুড়ার প্রতিটি থানায় থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থাকে আরো শক্তপোক্ত করে তুলতে চাইছেন নতুন পুলিশ সুপার। তিনি জানান, আমি লক্ষ্য করেছি অনেক বেশি নারী সুরক্ষায় জোর দিতে হবে। বাংলাকে আমরা মা বলে ডাকি। সেই কারণে বাংলার নারী শক্তিকে আরও মজবুত করতে হবে। বাঁকুড়া পুলিশের হাত ধরে জেলায় তেমনই কাজ হবে ভবিষ্যতে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন প্রতিটি থানায় থাকবে মহিলা হেল্প ডেস্ক। এই হেল্প ডেস্ক'এ সরাসরি মহিলারা গিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। বাঁকুড়া জেলায় রয়েছে মোট ২৩ টি থানা। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন ২৩ টি থানাতেই থাকছে বিশেষ মহিলা হেল্প ডেস্ক। পুলিশ সুপার আরও বলেন যে, মহিলারা এই হেল্প ডেস্কের সুবিধা নিয়ে সরাসরি যাতে ফিডব্যাক জানায়। যদিও পুরো সিস্টেমে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। ভবিষ্যতে কী হবে তাতে চোখ থাকবে সকলের। এর আগেও বাঁকুড়া পুলিশের অধীনে নারী শক্তির প্রদর্শনে মহিলা ব্যাটেলিয়ান দেখা গেছে। গত দুর্গাপুজোতেই ৪৫ জনের দল, ২৫ জন কনস্টেবল এবং ২০ জন মহিলা কনস্টেবল ছিলেন একটি আর আর্মড ফোর্সে যাতে বিশৃঙ্খলা সামাল দেওয়া যায়। তবে আর ভয় নয়! মহিলাদের কথা শোনার জন্য প্রতিটি থানায় থাকছে একটি করে মহিলা হেল্প ডেস্ক। জেলার নতুন পুলিশ সুপার সতীশ পশুমার্থী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নয়, সমাজের অর্ধেক অংশ অর্থাৎ নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন বাঁকুড়া পুলিশের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। তাঁর বক্তব্য, মহিলারা যাতে কোনও ধরনের হয়রানি, অত্যাচার বা সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হলে নির্ভয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হতে পারেন, সেই পরিবেশ তৈরি করাই লক্ষ্য। এছাড়া থানাভিত্তিক মহিলা হেল্প ডেস্কে আরও কার্যকর ও মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেল আধুনিক প্রযুক্তিগত আপগ্রেডের মাধ্যমে যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেছে

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ আধুনিক, নিরাপদ এবং যাত্রী-বান্ধব ট্রেন ভ্রমণের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন প্রতিশ্রুতিবদ্ধতায় চালিত হয়ে, পূর্ব রেল বিভিন্ন সেকশন জুড়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আপগ্রেড সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। সবকিছুই সম্পন্ন হচ্ছে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে, যাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করে যে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তাই সর্বদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়। অত্যন্ত নির্ভুল সময় ট্র্যাকিং চালু করা থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ক্রিয়াকলাপগুলিকে সুরক্ষিত করা পর্যন্ত-প্রতিটি

রেল সফরকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করতে এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ছোটখাটো প্রযুক্তিগত পরিবর্তন পর্দার আড়ালে থেকে সাধারণ নিত্যযাত্রীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে সরাসরি বদলে দিতে কাজ করে। মালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) মণীশ কুমার গুপ্তের নিবিড় নির্দেশনায় এই উন্নতিগুলি পুরো ডিভিশন জুড়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে বাস্তবায়িত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বরিয়ারপুর স্টেশনে একটি সম্পূর্ণ নতুন জিপিএস প্ল্যাটফর্ম ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে, যা সেকেন্ডের কাঁটা পর্যন্ত অতি- নির্ভুল সময় প্রদর্শনের জন্য সরাসরি স্যাটেলাইটের সাথে যুক্ত থাকে, যাতে ঘড়ির ত্রুটির কারণে যাত্রীদের কোনো ট্রেন মিস না হয়। একইভাবে, ভাগলপুর-তিকানি সেকশনের ১সি, ২সি এবং ৩সি নম্বর লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে সড়ক পারাপারের নিরাপত্তাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করা হয়েছে সেখানে ভয়েস লগার স্লেভ ফোনগুলিতে শক্তি সরবরাহকারী বিদ্যমান ১২ ভোল্ট / ১২০ অ্যাম্পিয়ার -আওয়ার (12V/120AH) সেকেন্ডারি সেলগুলিকে একই ক্ষমতার সম্পূর্ণ নতুন ব্যাটারি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যা বিরতিহীন যোগাযোগের গ্যারান্টি দেয়, ট্রাফিক বিলম্ব রোধ করে এবং জীবন রক্ষা করে। নিউ ফারাক্কা স্টেশনের সিসিটিভি হাজত (আরপিএফ)-এ একটি ১.১ কেভিএ ইউপিএস (1.1 KVA UPS) স্থাপনের মাধ্যমে স্টেশনের ভেতরের নিরাপত্তাও ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আকস্মিক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মধ্যেও নিরাপত্তা নজরদারি অবিচ্ছিন্ন রাখে এবং যাত্রী ও তাঁদের মালামাল সুরক্ষিত করে। সামগ্রিক পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেলওয়ে তার ডিজিটাল নেটওয়ার্ক পরিকাঠামোকেও ব্যাপকভাবে আপগ্রেড করেছে। রেলনেট (Railnet) সংযোগের জন্য New Farakka স্টেশনের আরপিএফ অফিসে একটি ওএনইউ প্রদান করা হয়েছে, এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারনেট নেটওয়ার্কটিকে দুটি নেটওয়ার্ক সুইচের মাধ্যমে মণিগ্রাম রিলে রুম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে যাতে স্থানীয় কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান করতে পারেন। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ দুর্যোগ-সহনশীল করতে, বিন্দু বাসিনী হাল্টে আইবিএইচ কাজের মাধ্যমে তিলডাঙ্গা এবং বোনিডাঙ্গা-র মধ্যে আপ এবং ডাউন উভয় দিকেই একটি হেভি-ডিউটি ২×৪৮ কোর ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল (OFC) পাতার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা ভারী বৃষ্টির কারণে সিগন্যালিং লাইনের ব্যাঘাত ঘটা থেকে রক্ষা করবে। ইতিমধ্যে, গোড্ডা-কাটোয়ান সেকশনে বিশেষায়িত কোয়াড কেবল পাতার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে বিপ্যাক (BPAC) এবং ইউএফএসবিআই (UFSBI)-এর একটি করে ইউনিটকে এই নিরাপদ মিডিয়া নেটওয়ার্কে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে এটি সামনের ট্র্যাকগুলি ফাঁকা আছে কিনা তা দুবার পরীক্ষা করে মানবিক ত্রুটি এবং সিগন্যালের বিলম্ব দূর করে। তদুপরি , ভাগলপুর পূর্ব প্যানেলে একটি পুরোনো সেটের জায়গায় একটি নতুন ২৫ ওয়াটের ভিএইচএফ রেডিও সেট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যা স্থানীয় ট্রেনের চলাচল পরিচালনার জন্য স্পষ্ট এবং স্ট্যাটিক-মুক্ত যোগাযোগ প্রদান করবে অন্যদিকে, রাজমহল সিএমএস-এ একটি আধুনিক সিএমএস লিঙ্ক চালু করা হয়েছে যাতে ট্রেনের ক্রু (কর্মী) পরিবর্তন নিখুঁতভাবে ট্র্যাক এবং পরিচালনা করা যায়, যা সরাসরি ট্রেনের সঠিক সময়ে চলাচলের (অন-টাইম পারফরম্যান্স) ক্ষেত্রে দারুণ অবদান রাখছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, পূর্ব রেলে আমরা প্রতিটি সফরকে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটি প্রতিশ্রুতি হিসেবে বিবেচনা করি। আমাদের জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশনায় ভূগর্ভস্থ কেবল আধুনিকীকরণ, জরুরি ব্যাটারি প্রতিস্থাপন এবং আমাদের ইলেকট্রনিক যোগাযোগ লাইনগুলিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমরা একটি আরও শক্তিশালী, আধুনিক রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছি। এই ব্যাকএন্ড আপগ্রেডগুলি হয়তো খালি চোখে অদৃশ্য মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলির সরাসরি সুফল হলো নিরাপদ ট্র্যাক, সময়ানুবর্তী ট্রেন এবং আমাদের সম্মানিত যাত্রীদের জন্য একটি সামগ্রিক নিরাপদ পরিবেশ।

বিহারে পাচারের আগে বিপুল পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন ঃ বিহারে পাচারের আগেই শিলিগুড়িতে ভেস্তে গেল বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ পাচারের ছক। বুধবার ভোরে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে আবগারি দফতর। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে দু'টি গাড়িকে আটক করে বাজেয়াপ্ত করা হলো কয়েক লক্ষ টাকার অবৈধ বিদেশি মদ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আবগারি দফতর সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ভোরে বেঙ্গল সাফারি পার্কের কাছে গাড়ি দু'টি পৌঁছাতেই সেগুলিকে আটক করা হয়। আটক করা গাড়ি দু'টিতে তল্লাশি চালাতেই সেগুলির ভেতর থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ। সিকিম থেকে অবৈধ ভাবে এই বিপুল পরিমাণ মদ বিহারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আবগারি দফতর ও পুলিশ।

দুর্গাপুরে পাকিস্তানের পতাকা উদ্ধারের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৪ জুন ঃ দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার দুর্গাপুরের রায়ডাঙা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এক ব্যক্তির বাড়ির উঠোনে পাকিস্তানের পতাকা দেখতে পাওয়ার পরই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাকে ঘিরে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। জানা গেছে, দুর্গাপুর নগর নিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত রায়ড়াঙা এলাকার বাসিন্দা আশরাফুদ্দিন আহমেদের বাড়ির সামনে মঙ্গলবার সকালে পাকিস্তানের পতাকা দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার একাংশের মানুষ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে প্রতিবাদে সামিল হন। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। পুলিশ উত্তেজিত জনতার মধ্য থেকে আশরাফুদ্দিন আহমেদকে নিরাপত্তার স্বার্থে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশবিরোধী বিভিন্ন পোস্ট শেয়ার করে আসছেন। কয়েকদিন আগেও তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল বলে দাবি এলাকাবাসীর। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আশরাফুদ্দিন আহমেদ। তাঁর বক্তব্য, তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং অভিযোগগুলির কোনও ভিত্তি নেই। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাষিদের জমি নদীগর্ভে, বালুরঘাটের ফতেপুরে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ জুন ঃ রাজ্য বাজেটে আত্রেয়ী নদী এবং কাশিয়ার খাড়ির তীর সংরক্ষণের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার ঘোষণায় দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের মানুষের মনে আশার আলো জেগেছিল। কিন্তু এই ঘোষণার ২৪ ঘণ্টাও পার হওয়ার আগেই বাস্তব পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। কাশিয়ার খাড়ির তীব্র ভাঙন ফতেপুর এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। ক্রমাগত ভাঙনের ফলে চাষিদের জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যার জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ফতেপুর ব্রিজ নিয়ে, যা এই এলাকার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। সূত্র মারফত জানা গেছে, ব্রিজের পিলারের কাছ থেকেই দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে, যার ফলে বড়সড় কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। বুধবার স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং অভিযোগ তোলেন যে, বছরের পর বছর ধরে প্রশাসনকে এই সমস্যা সম্পর্কে জানানো সত্ত্বেও কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই উদাসীনতার কারণে এখন মানুষের জীবন ও জীবিকা- দুটিই বিপন্ন। এখন প্রশ্ন উঠছে যে, বাজেটে ঘোষিত ২০০ কোটি টাকা কি সময় থাকতে এই সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে খরচ করা হবে? ফতেপুরবাসীর দাবি, ব্রিজটিকে বাঁচাতে এবং ভাঙন রুখতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করা হোক, অন্যথায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাশাপাশি বড় সংকট দেখা দিতে পারে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত ও প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন দ্রুত সমীক্ষা এবং জোরালো পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

বেআইনি আধার কার্ডের রমরমা কারবার, পুলিশের জালে মাস্টারমাইন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জুন ঃ বাইরের রাজ্যের পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বেআইনিভাবে আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জের পূর্ব দেবীদাসপুর এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় ভুয়ো আধারকার্ডের বিরুদ্ধে আগেই অভিযান শুরু করে পুলিশ। রাজ্যে সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন

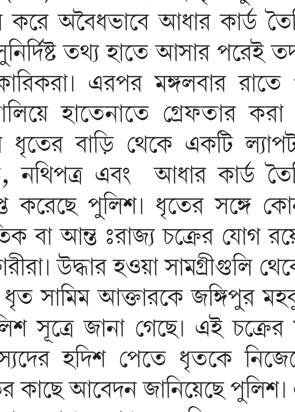

জায়গায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবকের নাম সামিম আক্তার (৩০)। দীর্ঘদিন ধরেই ধৃত যুবক ভিন রাজ্যের বিভিন্ন ভুয়ো নথি ব্যবহার করে অবৈধভাবে আধার কার্ড তৈরির কারবার চালাচ্ছিলেন। এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য হাতে আসার পরেই তদন্তে নামেন সামশেরগঞ্জ থানার আধিকারিকরা। এরপর মঙ্গলবার রাতে পূর্ব দেবীদাসপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। অভিযান চলাকালীন ধৃতের বাড়ি থেকে একটি ল্যাপটপ, একাধিক সন্দেহভাজন পরিচয়পত্র, নথিপত্র এবং আধার কার্ড তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতের সঙ্গে কোনও বড়সড় জাল নথি তৈরির আন্তর্জাতিক বা আন্ত ঃরাজ্য চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি থেকেও সূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে। বুধবার ধৃত সামিম আক্তারকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই চক্রের মূল শিকড়ে পৌঁছতে এবং বাকি সদস্যদের হদিশ পেতে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়ে। কিভাবে এই জাল আধারকার্ড তৈরি করেছিল তাও তদন্ত করবে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনেও আরও অভিযান চলবে। ভুয়ো নথিপত্র নিয়ে বসবাস করলে তার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

জাল নোট-সহ গ্রেফতার যুবক, পুলিশ হেফাজতের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সামসি, ২৪ জুন ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ২৯ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল মালদার সামসি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম নুর আলাম ওরফে 'ভালুক' (৩৫)। তিনি রতুয়া থানার বৈয়কণ্ঠপুর গ্রামের মারওয়ারি পাড়ার বাসিন্দা। ঘটনায় জাল নোট চক্রের যোগসাজশ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে সামসি এলাকার রতনপুর হাট সংলগ্ন এলাকায় মোটরবাইকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল নুর আলাম। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় তার কাছ থেকে ৫০০ টাকার ৫৯ টি জাল নোট উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া জাল নোটের মোট মূল্য ২৯ হাজার ৫০০ টাকা। পুলিশের দাবি, ধৃতের বিরুদ্ধে পূর্বেও একাধিক অপরাধমূলক মামলার অভিযোগ রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, জাল নোটগুলি পাচারের উদ্দেশ্যেই সে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তবে এই জাল নোট কোথা থেকে এসেছে এবং এর সঙ্গে আরও কোনও ব্যক্তি বা চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। তদন্তে পুলিশ।

DDA(Admn), North 24 Parganas is inviting e-tender for procurement of Agricultural Inputs vide tender Ref. No. : **AGRI / DDA(ADMN) / N24PGS / E-NIT-02/26-27**. [Tender ID : **2026_DOA_1028917_1**]. Last date of bid submission is up to **4.00 pm** on **03.07.2026**. Details available in office Notice Board and at **https://wbtenders.gov.in** Sd/-
Deputy Director of Agriculture(Admn)
North 24 Parganas

ওএইচই স্লিউইং ও পুনর্স্থাপন

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ টিআরডি/এলএমজি/১৬ অফ ২০২৬-২৭; **তারিখ ঃ** ২২-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-৬৯; **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনের নারঙ্গি-কামপুর সেকশনে মাইনর ব্রিজ (ব্রিজ নং ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৮০ ও ৮৬) আরসিসি বক্স স্প্যান (১×২×২.০ মি.) পুনর্নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই স্লিউইং এবং পুনর্স্থাপনের কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮৯,৮৬,৪৪৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৭৯,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫-০৭-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২২-২০২৬/কে/৪৯২ তারিখঃ ২০-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **টেণ্ডার সংখ্যা. আরটি২২-২০২৬। কাজের নামঃ** (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজঃ কুর্শিয়াং-মহানদীঃ ধারনাওদা-কুর্শিয়াং-মহানদীতে কার্যালয় সহিত ব্যারাকের নির্মাণ। (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজঃ কাটিহার মণ্ডলের দার্জিলিঙে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নীতকরণ (পুরোনো ভবন) (গ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজঃ কাটিহার মণ্ডলের দার্জিলিঙে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নীতকণ (নতুন ভবন)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭৩,৭১,৬৯৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪৭,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এণ্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangements and high-speed internet connectivity in connection with a programme commemorating the Birth Anniversary of Bankim Chandra Chattopadhyay on 26th June, 2026 at Bankim Chandra Sriti Granthagar, Kolkata" [Job No. KIT/RW/063 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-036/KIT/Q of 26-27) Bid Submission Closing : 25.06.2026 up to 05.00 PM 2. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangements in connection with a programme for the Birth Anniversary of Bankim Chandra Chattopadhyay on 26th June, 2026 at the Auditorium of Platinum Jubilee Memorial Building, Assembly House, Kolkata" [Job No. KIT/RW/064 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-037/KIT/Q of 26-27) Bid Submission Closing : 25.06.2026 up to 05.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 14/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for "SUPPLY & DELIVERY OF LED STREET LIGHT AND LED FLOOD LIGHT FITTINGS FOR REPLACEMENT OF DEFECTIVE LED LIGHT FITTINGS AT DIFFERENT LOCATIONS UNDER NANDAKUMAR & CHANDIPUR BLOCK UNDER TAMLUK SUB-DIVISION." Estimated Cost of work: ₹ 4,97,866/- Document downloading date: from 25.06.2026 to 03.07.2026. Date of bid submission: from 30.06.2026 to 03.07.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA : www.hda.gov.in E-Tender can be submitted through: www.wbtenders.gov.in Sd/- Chief Executive Officer, HDA. ICA- T10997(1)/2026

সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থার সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৬-২২, তারিখ ঃ ২২-০৬-২০২৬। টেন্ডার নং.ঃ এম-টিএসকে-২০২৬-২২। **কাজের নামঃ** তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিব্রুগড় কোচিং ডিপো এবং তিনসুকিয়া কোচিং ডিপোতে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থার সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং। **কাজের স্থানঃ** ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৯,৬৭,৩৮২.৪৭/- টাকা। বায়নার মূল্যঃ ৯৯,৪০০.০০/- টাকা। **টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়ঃ** ১৫-০৭-২০২৬ **তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৫-০৭-২০২৬ **তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টার পরে।** টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

বৈদ্যুতিক সম্পদের ছোটখাটো মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ইএল/২৯/৩৭_২০২৬/কে/৪৯০; **তারিখ:** ২০-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ** ৩৭_২০২৬। **কাজের নাম ঃ** দুই বছরের জন্য এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/মালদা টাউন, এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/বারসোই জংশন, এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/কিষাণগঞ্জ, এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/শিলিগুড়ি জংশন এবং এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/কার্শিয়াং-এর আওতাধীন বৈদ্যুতিক সম্পদের ছোটখাটো মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৬৩,১১,০৫৫/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৯,২৬,২০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৬-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিওয়াইসিপিএম/এসঅ্যান্ডটি/এএসএন/০১, তারিখ ১৭.০৬.২০২৬। ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, গতিশক্তি ইউনিট, এসঅ্যান্ডটি, শিয়ালদহ কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এএসএন-০১-২৬-২৭ তারিখ ১৭.০৬.২০২৬-এর জন্য সংশোধনী নং. ১ - দুমকা-বাসুকীনাথ এবং দুমকা-বড়পলাশী শাখার নিউ মদনপুর (এমপিইউআর) স্টেশনে, অন্ডাল জংশন (ইউডিএল) - সীতারামপুর (এসটিএন) শাখার তাপসী (টিওপি) স্টেশনে এবং সীতারামপুর (এসটিএন)-প্রধানখুন্তা (পিকেএ) শাখার ছোটা আম্বোনা (সিএম) স্টেশনে, আরডিএসও এআই স্পেসিফিকেশন আরডিএসও/এসপিএন/১৯২/২০১৯-এর সর্বশেষ সংশোধনী অনুসারে নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ; নিউ মদনপুর, ছোটা আম্বোনা, তাপসী ও সোনাচারা স্টেশনে অনুমোদিত এসআইপি অনুযায়ী ইয়ার্ড পুনর্গঠন কাজের সাথে সম্পর্কিত অন্ডাল জংশন (ইউডিএল)-সীতারামপুর (এসটিএন) শাখার সোনাচারা (এসএসসিআর) স্টেশনে বর্তমান আলসান্ডো (হিতাচি) নির্মিত মাইক্রোলক-জজ্জ ইআই সিস্টেমে পরিবর্তন/সংশোধন; এবং পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনের মার্শালিং ইয়ার্ডে অবস্থিত অন্ডাল নিউ আরওএইচ শেডে সাইটের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন এস অ্যান্ড টি সামগ্রীর সংশ্লিষ্ট কাজ। উপরে উল্লিখিত প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি- এএসএন-০১-২৬-২৭, তারিখ ১৭.০৬.২০২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলি প্রকাশিত হলোঃ ১. টেন্ডারডকুমেন্টএস৪ইআই(ফাইলের নাম - ASNtenderdocument22.06.26 final11.pdf) যুক্ত করা হয়েছে। ২. শিডিউল ১ - আইটেম নং. ২৭৩-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আইটেম সোনাচারা (এসএসসিআর) ইআই অল্ট ওয়ার্ক-এর বিবরণ ঃ- সর্বশেষ আরডিএসও নির্দেশিকা/টিএএন অনুযায়ী, হিতাচি-এর তৈরি বর্তমান ডিস্ট্রিবিউটেড (সেন্ট্রাল + ২টি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং হাট) মাইক্রোলক-II ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমে পরিবর্তন/সংশোধন। এর মধ্যে রয়েছেঃ ভিডিইউ (ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট)/এলসিপি (লোকাল কন্ট্রোল প্যানেল)/ সিসিআইপি (কন্ট্রোল কাম ইন্ডিকেশন প্যানেল), মেইনটেন্যান্স টার্মিনাল (এমপিসি), ডেটা লগার, রিলে র‍্যাক ওয়্যারিং সহ ইএল সিস্টেমের বর্তমান ইন্টারফেস ও ইন্টারলকিং সার্কিট এবং লজিকের ডিজাইন ও পরিবর্তন। সম্পূর্ণ কাজটি সর্বশেষ আরডিএসও-এর স্পেসিফিকেশন ও নির্দেশিকা এবং অনুমোদিত এসআইপি ও সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সম্পন্ন হতে হবে। সমস্ত ইআই সামগ্রী (ইন্টারফেস কার্ড/ওয়্যারিং সামগ্রী/কানেক্টর/ফিউজ/কমিউনিকেশন ডিভাইস ইত্যাদি) ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে। এই কাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে;সংশোধিত ও অনুমোদিত এসআইপি-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় মডিফায়েড সিলেকশন টেবিল, প্রয়োজন সাপেক্ষে, ইন্টারফেস সার্কিট, ভিডিইউ/এলসিপি/ সিসিআইপি ডায়াগ্রাম এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার কার্ড, কানেক্টর, ওয়্যারিং সামগ্রী, ফিউজ ইত্যাদি সরবরাহ করা। এর মধ্যে রেলওয়ের সাথে যৌথভাবে এফএটি, এসএটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্পাদন এবং সন্তোষজনকভাবে চালু করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সকল প্ল্যান/ড্রয়িং/সার্কিট ইত্যাদি অটোক্যাডে প্রস্তুত করতে হবে, এর সফটকপি পেন ড্রাইভে এবং সেইসাথে ০৬ সেট হার্ড কপিও সরবরাহ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন লজিক ও ইন্টারফেস সার্কিট সহ ইএল সিস্টেমের পুনঃডিজাইন, ফ্যাক্টরি অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট (এফএটি) - টেস্টিং ও কমিশনিং সহায়তা, প্রস্তাবিত প্রোগ্রামের ইনস্টলেশন। (iv) এনডিকেআর১/আরডিকেআর১ এর বাস্তবায়ন। নথিপত্র সরবরাহ (ইন্টারফেস সার্কিট ও অ্যাপ্লিকেশন লজিক সার্কিট) (এগুলি সিডি/পেন ড্রাইভ এবং হার্ড কপি হিসেবে ৬ সেট করে সরবরাহ করতে হবে)। রেলওয়ের পক্ষ থেকে রিলে সরবরাহ করা হবে। আরডিএসও-র পরিদর্শনের আওতাভুক্ত সামগ্রী এবং সেইসাথে ওয়্যারিং-এর সামগ্রীর মতো অন্যান্য উপকরণও কনসাইনি আধিকারিকদের দ্বারা পরিদর্শন করা হবে, এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৩. টেন্ডার ডকুমেন্ট (ফাইলের নাম- ASNtenderdocument17.06.26final1.pdf) বাদ দেওয়া হয়েছে। ৪. শিডিউল ১ - আইটেম নং. ৪-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সর্বশেষ আরডিএসও নির্দেশিকা/টিএএন অনুযায়ী, হিতাচি-এর তৈরি বর্তমান ডিস্ট্রিবিউটেড (সেন্ট্রাল + ২টি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং হাট) মাইক্রোলক-II ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমে পরিবর্তন/সংশোধন। এর মধ্যে রয়েছে ভিডিইউ (ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট)/এলসিপি (লোকাল কন্ট্রোল প্যানেল)/সিসিআইপি (কন্ট্রোল কাম ইন্ডিকেশন প্যানেল), মেইনটেন্যান্স টার্মিনাল (এমপিসি), ডেটা লগার, রিলে র‍্যাক ওয়্যারিং সহ ইএল সিস্টেমের বর্তমান ইন্টারফেস ও ইন্টারলকিং সার্কিট এবং লজিকের ডিজাইন ও পরিবর্তন। সম্পূর্ণ কাজটি সর্বশেষ আরডিএসও-এর স্পেসিফিকেশন ও নির্দেশিকা এবং অনুমোদিত এসআইপি ও সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সম্পন্ন হতে হবে। সমস্ত ইআই সামগ্রী (ইন্টারফেস কার্ড/ওয়্যারিং সামগ্রী/কানেক্টর/ফিউজ/কমিউনিকেশন ডিভাইস ইত্যাদি) ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে। এই কাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে;সংশোধিত ও অনুমোদিত এসআইপি-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় মডিফায়েড সিলেকশন টেবিল, প্রয়োজন সাপেক্ষে, ইন্টারফেস সার্কিট, ভিডিইউ/এলসিপি/সিসিআইপি ডায়াগ্রাম এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার কার্ড, কানেক্টর, ওয়্যারিং সামগ্রী, ফিউজ ইত্যাদি সরবরাহ করা। এর মধ্যে রেলওয়ের সাথে যৌথভাবে এফএটি, এসএটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্পাদন এবং সন্তোষজনকভাবে চালু করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সকল প্ল্যান/ড্রয়িং/সার্কিট ইত্যাদি অটোক্যাডে প্রস্তুত করতে হবে, এর সফটকপি পেন ড্রাইভে এবং সেইসাথে ০৬ সেট হার্ড কপিও সরবরাহ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন লজিক ও ইন্টারফেস সার্কিট সহ ইএল সিস্টেমের পুনঃডিজাইন, ফ্যাক্টরি অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট (এফএটি) - টেস্টিং ও কমিশনিং সহায়তা, প্রস্তাবিত প্রোগ্রামের ইনস্টলেশন। (iv) এনডিকেআর১/আরডিকেআর১ এর বাস্তবায়ন। নথিপত্র সরবরাহ (ইন্টারফেস সার্কিট ও অ্যাপ্লিকেশন লজিক সার্কিট) (এগুলি সিডি/পেন ড্রাইভ এবং হার্ড কপি হিসেবে ৬ সেট করে সরবরাহ করতে হবে)। রেলওয়ের পক্ষ থেকে রিলে সরবরাহ করা হবে। আরডিএসও-র পরিদর্শনের আওতাভুক্ত সামগ্রী এবং সেইসাথে ওয়্যারিং-এর সামগ্রীর মতো অন্যান্য উপকরণও কনসাইনি আধিকারিকদের দ্বারা পরিদর্শন করা হবে, এটি যার দেওয়া হয়েছে। SDAH-97/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লিউএইচ/২৬/২০, তারিখঃ০৩.০৬.২০২৬ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের তারকেশ্বর স্টেশন, বর্ধমান স্টেশন এবং হাওড়া স্টেশনের নিকটবর্তী ডবসন রোডের গুলমোহর কলোনিতে '**মাল্টি-শপিং আর্কেড**' স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং.ঃ** পিইউবি-এইচডব্লিউএইচ-২৬-২০; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টায়। **এসইকিউ নং., লট নং.** এবং **বিবরণ** যথাক্রমে ঃ **এএ/১;** এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-টিএকে-এসটিজিইএন-৭৯-২৬-২(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্ট্যাটিক জেনারেল); হাওড়া ডিভিশনের অধীনে তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছরের জন্য মাল্টি-শপিং আর্কেড স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। **এএ/২;** এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-বিডব্লুএন-এসটিজিইএন-৮০-২৬-২(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্ট্যাটিক জেনারেল); হাওড়া ডিভিশনের অধীনে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ (০৫) বছরের জন্য মাল্টি-শপিং আর্কেড স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। **এএ/৩;** এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এইচডব্লিউএইচ-এসটিজিইএন-৮৩-২৬-২(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - স্ট্যাটিক জেনারেল); হাওড়া ডিভিশনের অধীনে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী ডবসন রোডের গুলমোহর কলোনিতে পাঁচ (০৫) বছরের জন্য মাল্টি-শপিং আর্কেড স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। সমস্ত সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখার এবং উপরে প্রদত্ত সময়সূচী অনুসারে উপরে উল্লিখিত ই-অকশনে অংশগ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। HWH-171/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the MSVP
Diamond Harbour Govt. Medical College & Hospital
Diamond Harbour, South 24 Pgs.
O/o the MSVP, DHGMCH, Diamond Harbour, invites e-tender for "Providing Security Service (Hospital Side)" at Diamond Harbour Govt. Medical College & Hospital, Diamond Harbour. (Bid Ref No. 2026_HFW_1028940_1), Memo No.: DHGMCH/2026/1984, dated 18/06/2026)." Interested bidders may visit the website: www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in for further details. Sd/- MSVP, DHGMCH, Diamond Harbour ICA- T10994(3)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V,
Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000003 (Re-Tender:2nd Call), Dated : 22-06-26

Name of work : Comprehensive Annual Maintenance Contract of CCTV Phase – I & Phase – 2 under New Town Kolkata.

Due date of Submission : 21 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in

For details contact : 9830037465
ICA- T11004(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Webel Technology Limited
(A Government of West Bengal Undertaking)
e-TENDER NOTICE
No. WTL/WBHIDCO/AMC/26-27/012
e-Tender is Selection of Agency for CAMC/RFM for CCTV and other accessories installed at HIDCO BHAVAN and attendance system installed at its different projects sites under WBHIDCO e-Tender/corrigendum may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in & www.wtl.co.in For Webel Technology Limited, Manager (Commercial).
ICA- T11000(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-574/2026, Dated - 22/06/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Health Insurance." Last date of submission of bid (online) - 30/06/2026 at 2:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 23/06/2026 at 05:00 PM. Clarification requests, if any may be sent to hr@wbmsc.gov.in or contact with HR Section, WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340306. Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary to the Govt. of W.B. H&FW Department ICA- T10988(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/W&S/GAP Wing/SE/Planning Circle/NIT-05 OF 2026-27
Online e-Tender is invited by the Superintending Engineer, Planning Circle, GAP Wing, W&S Sector, KMDA, 1st floor, Block-D, Unnayan Bhavan, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafied, eligible and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Repair, renovation & beautification at Hatishala Ghat under Baidyabati Municipality., Rs.65,61,497/-, Rs.1,31,230/-, 06 months, **Last date & time of online Bid submission:** 11.07.2026, Time 13.30 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-178)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T10999(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 15/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for "SUPPLY & DELIVERY OF LED STREET LIGHT AND LED FLOOD LIGHT FITTINGS FOR REPLACEMENT OF DEFECTIVE LED LIGHT FITTINGS AT DIFFERENT LOCATIONS UNDER KOLAGHAT & PANSKURA-I BLOCK AND PANSKURA MUNICIPALITY UNDER TAMLUK SUB-DIVISION." Estimated Cost of work: ₹ 4, 99,848/- Document downloading date: from 25.06.2026 to 03.07.2026. Date of bid submission: from 30.06.2026 to 03.07.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA : www.hda.gov.in E-Tender can be submitted through: www.wbtenders.gov.in Sd/- Chief Executive Officer, HDA. ICA- T10998(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT No. 02 OF 2026-27 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.,
Tender reference No: WBPWD/AE/SER/NIT_02/2026_27
Name of Work:- One time thorough cleaning including drainage system of Uttarpara S.G.H. Premises and Quarter premises under Serampore Sub Division, PWD during the year 2026-27. Tender ID No: 2026_WBPWD_5015895_1. Name of Work:- New Installation of door shutter and frame with Lead lining sheets in X Ray department as per guidelines at Uttarpara State General Hospital under Serampore Sub Division, PWD of Hooghly Division, PWD during the year 2026-2027. Tender ID No: 2026_WBPWD_5015895_2. Name of Work: Refilling and Installation new fire extinguisher within the Different building [Main building, CMDA Building, OPD building, Blood Bank, Super office & Ward Master office etc.] of Uttarpara State General Hospital, Uttarpara Hooghly during the year 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5015895_3. Bid submission start date (online): 29.06.2026 at 10.30 a.m. Bid Submission Closing Date (online): 06.07.2026 up to 10.30 a.m. Details may be downloaded from : http://etender.wb.nic.in or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website http://pwdwb.in Corrigendum, if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Serampore Sub-Division ICA- T11021(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Astami Debnath**, Father's Name - **Chandan Debnath**, of Vill - Radhanagar, PO - Sonarpur, PS - Narendrapur, Dist - South 24 Parganas, who has been missing since 09.06.2026, at about 12.00 hrs, Residence under Narendrapur PS , Description of this missing person is: **Age** -16 Years 8 Months, **Complexion** - Sallow, **Height** -5 Feet, **Wearing** - Churidar. **Identification Mark** - Mole on the neck. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D954(3)/2026

দেশ-বিদেশ

‘পুরানো নিরাপত্তা কাঠামো আর যথেষ্ট নয়’, ব্রিকস বৈঠকে কড়া বার্তা অজিত ডোভালের ওয়াং ই-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ বিশ্বজুড়ে দ্রুত বদলে যাচ্ছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের ধরন। একদিকে যুদ্ধ ও ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত, অন্যদিকে সাইবার হামলা, সন্ত্রাসবাদ, আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং প্রযুক্তির অপব্যবহার- সব মিলিয়ে নতুন ধরনের হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে বিশ্ব। এই পরিস্থিতিতে প্রচলিত নিরাপত্তা কাঠামো আর কার্যকর নয় বলে সতর্ক করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত ডোভাল। ব্রিকস দেশগুলির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বৈঠকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, নতুন যুগের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন আধুনিক কৌশল, সমন্বিত উদ্যোগ এবং আরও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডোভাল বলেন, বর্তমান বিশ্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকি আর কোনও নির্দিষ্ট দেশের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রযুক্তির অগ্রগতি যেমন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, তেমনই তৈরি করেছে নতুন ঝুঁকি। ফলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা ও ব্যবস্থাগুলিকে নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ব্রিকস গোষ্ঠীকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মঞ্চ হিসেবে উল্লেখ করে ডোভাল বলেন, এই জোটের সদস্য দেশগুলির অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ একে অপরের থেকে ভিন্ন হলেও সেই বৈচিত্র্যই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাঁর মতে, বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে নতুন ধরনের হুমকির বিরুদ্ধে আরও কার্যকর কৌশল তৈরি করা সম্ভব। তিনি বলেন, ‘ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করি। আমাদের অভিজ্ঞতা আলাদা, চ্যালেঞ্জও আলাদা। কিন্তু সেই কারণেই পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ আরও বেশি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত নতুন বাস্তবতার মোকাবিলায় আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'' ডোভাল বিশেষভাবে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের ফলে সাইবার হামলার ঝুঁকি অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে। শুধু সরকারি তথ্যভাণ্ডার নয়, বিদ্যু সরবরাহ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামো এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাও এখন সাইবার অপরাধীদের নিশানায় পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘ স্পেস এখন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। একটি দেশের উপর হওয়া সাইবার হামলার প্রভাব বহু দেশের অর্থনীতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে

প্রভাবিত করতে পারে। তাই এই চ্যালেঞ্জকে এককভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।'' সন্ত্রাসবাদের পরিবর্তিত রূপ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। তাঁর মতে, জঙ্গি সংগঠনগুলি এখন প্রযুক্তি ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে আরও বেশি ব্যবহার করছে। অর্থ সংগ্রহ, প্রচার, নিয়োগ এবং যোগাযোগ- সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। ফলে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তাভাবনা এবং সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। ডোভাল বলেন, ‘ সময়ে নিরাপত্তা হুমকির চরিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে। পুরোনো কাঠামো এবং প্রচলিত পদ্ধতি দিয়ে এই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা কার্যত অসম্ভব। তাই অভিন্ন কৌশল, তথ্য বিনিময় এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।'' বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়া, চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান-সহ ব্রিকস সদস্য দেশগুলির শীর্ষ নিরাপত্তা প্রতিনিধিরা। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ, আন্ত ঃদেশীয় অপরাধচক্র এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিন বৈঠকের ফাঁকে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন অজিত ডোভাল। দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক কূটনৈতিক যোগাযোগের প্রেক্ষাপটে এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। সূত্রের খবর, বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ দমন, সাইবার নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য আদান-প্রদান, গোয়েন্দা সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধির উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। ব্রিকস মঞ্চে অজিত ডোভালের বার্তা সেই বাস্তবতাকেই আরও একবার সামনে এনে দিল। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধু জাতীয় উদ্যোগ নয়, প্রয়োজন বহুপাক্ষিক সহযোগিতা এবং সমন্বিত বৈশ্বিক কৌশল।

লন্ডনের আদালতে নীরব মোদির বড় ধাক্কা, সুদ-সহ ফেরত দিতে হবে ১০০ কোটিরও বেশি টাকা

লন্ডন, ২৪ জুন ঃ পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদির জন্য ফের একবার বড়সড় আইনি ধাক্কা এল ব্রিটেন থেকে। লন্ডনের একটি আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে নেওয়া ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ সুদ-সহ ফেরত দিতেই হবে তাঁকে। আদালতের এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক মামলায় ভারতীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে বড় সাফল্য এল। সব মিলিয়ে বর্তমানে ঋণ ও সুদের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় ১০০ কোটিরও বেশি। এই রায় এমন এক সময়ে, যখন নীরব মোদি ইতিমধ্যেই একাধিক আইনি সমস্যায় জর্জরিত। ভারতে প্রত্যর্পণ এড়ানোর জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ আদালতে বিভিন্ন আইনি যুক্তি তুলে ধরলেও সেগুলি বিশেষভাবে সফল হয়নি। এবার ঋণ সংক্রান্ত মামলায় আদালতের এই সিদ্ধান্ত তাঁর জন্য আরও বড় চাপ তৈরি করল। কী ছিল মামলার পটভূমি? আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০১২ সালে দুবাই-ভিত্তিক একটি সংস্থাকে প্রায় ৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছিল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সেই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন নীরব মোদি। ঋণ অনুমোদনের পর ২০১৩ সালের ৩ আগস্ট তিনি ওই ঋণের ব্যক্তিগত গ্যারান্টার হিসেবে স্বাক্ষর করেন। অর্থাৎ, সংস্থা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যক্তিগতভাবে সেই অর্থ শোধ করার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তাবে। পরবর্তী কয়েক বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও ২০১৮ সালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) জালিয়াতি কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর নীরব মোদির আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক কার্যকলাপ নিয়ে ব্যাপক তদন্ত শুরু হয়। সেই সময় ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ঋণের বকেয়া অর্থ ফেরতের জন্য দুবাইয়ের সংস্থা এবং নীরব মোদিকে নোটিস পাঠায়। কিন্তু অভিযোগ, সেই নোটিসের কোনও জবাব দেননি নীরব মোদি। এরপর থেকেই ঋণ উদ্ধারের জন্য আইনি লড়াই শুরু করে ব্যাঙ্ক। দীর্ঘ শুনানি ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর অবশেষে লন্ডনের সার্কিট কমার্শিয়াল কোর্টে ব্যাঙ্কের দাবির পক্ষে রায় দিল। আদালত কী বলেছে? মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি সাইমন টিঙ্কলার স্পষ্টভাবে জানান, ব্যক্তিগত গ্যারান্টির ভিত্তিতে নীরব মোদির ঋণ পরিশোধের দায় এড়ানোর কোনও সুযোগ নেই। আদালতের মতে, তিনি যে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, তা আইনগতভাবে বৈধ এবং কার্যকর। ফলে ৪.১ মিলিয়ন ডলারের মূল ঋণের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সুদও পরিশোধ করতে হবে। বছরের পর বছর সুদ জমে বর্তমানে সেই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০.৭ মিলিয়ন ডলারে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১০০ কোটিরও বেশি। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এই অর্থ পরিশোধ করতে হবে নীরব মোদিকে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রায় .অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ব্রিটিশ আদালতের নির্দেশ। নীরব মোদি বর্তমানে লন্ডনেই অবস্থান করছেন। ফলে ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার আওতায় থেকে এই রায় কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাঁর সম্পত্তি বা আর্থিক সম্পদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পথও এখন আরও সহজ হতে পারে। প্রত্যর্পণ মামলাতেও ধাক্কা-শুধু ঋণ মামলাই নয়, সম্প্রতি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত মামলাতেও বড় ধাক্কা খেয়েছেন নীরব মোদি। ভারতে ফেরত পাঠানো আটকাতে তিনি দাবি করেছিলেন, দেশে ফিরলে তদন্তকারী সংস্থাগুলির জেরার মুখে তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হতে পারে। সেই কারণেই ভারতে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে আদালতে যুক্তি দেন তিনি। এছাড়াও প্রত্যর্পণ মামলাটি নতুন করে খোলার আবেদনও করেছিলেন পলাতক এই ব্যবসায়ী। কিন্তু লন্ডনের হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। বিচারপতিদের বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, নতুন করে মামলার শুনানি শুরু করার মতো যথেষ্ট কারণ বা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি নীরব মোদি। এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতের প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া আরও জোরদার হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সামনে কী? আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, নীরব মোদির সামনে এখন আইনি পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। একদিকে ঋণ শোধের নির্দেশ, অন্যদিকে প্রত্যর্পণ মামলায় ধারাবাহিক ব্যর্থতা-সব মিলিয়ে তাঁর অবস্থান দুর্বল হচ্ছে। ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি বহুদিন ধরেই তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনে পিএনবি জালিয়াতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে। ব্রিটিশ আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলি সেই প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন নজর থাকবে, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নীরব মোদি ঋণের অর্থ পরিশোধ করেন কি না এবং প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে একথা স্পষ্ট, লন্ডনের

২.৬৪ কোটি টাকার স্বাস্থ্য-উপহার পাচ্ছে বি. আর. সিং হাসপাতাল

কলকাতা, ২৪ জুনঃরেল পরিবারের আরও কাছাকাছি উন্নত ও সহানুভূতিশীল চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে-পূর্ব রেলের প্রধান ৫২৫ শয্যাবিশিষ্ট চিকিৎসা কেন্দ্র-বি. আর. সিং হাসপাতাল ২৫ জুন, ২০২৬ তারিখে একটি বৃহ পরিকাঠামো উন্নয়ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে, পাঁচটি অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম আনুষ্ঠানিকভাবে রেলের উপভোক্তাদের সেবায় উৎসর্গ করা হবে। চিকিৎসাসেবার পরিকাঠামো উন্নত করার লক্ষ্যে ভারতীয় রেলের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইআরএফসি)-এর পক্ষ থেকে ২.৬৪ কোটি টাকার একটি বিশেষ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) অনুদানের মাধ্যমে এই রূপান্তরমূলক উদ্যোগে সম্পূর্ণ অর্থায়ন করা হয়েছে। এই উন্নত প্রযুক্তির সংযোজন রোগীর যত্নে, বিশেষ করে হৃদরোগ (কার্ডিওলজি) এবং ইএনটি (নাক-কান-গলা)-র বিশেষায়িত চিকিসার আধুনিকীকরণে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।এই আধুনিকীকরণ নিখুঁত ও নিবিড় যত্নের মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচানোর প্রতি এক গভীর প্রতিশ্রুতিকে প্রকাশ করে, যা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে.তুলবে। কার্ডিওলজি (হৃদরোগ) বিভাগের জন্য সংগৃহীত সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে একটি নতুন সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম, একটি অ্যাডভান্সড অ্যানাস্থেসিয়া ওয়ার্কস্টেশন এবং জটিল হৃদরোগ নির্ণয়ের জন্য একটি হাই-এন্ড ইকোকার্ডিওগ্রাফি মেশিন। অন্যদিকে, ইএনটি বিভাগ একটি 'ইএনটি এন্ডোস্কোপিক সেট-৪গ' এবং একটি 'মাইক্রো ডিব্রাইডার সেট' পেতে চলেছে, যা নিখুঁত ও ন্যূনতম অস্ত্রোপচার (মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি) নিশ্চিত করবে, যার ফলে রোগীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।এই মহ অনুষ্ঠানটি ২৫.০৬.২০২৬ তারিখে বেলা ১১.০০ টায় পূর্ব রেলওয়ের কলকাতার বি.আর. সিং হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলার সিভিক ভলান্টিয়রদের

১- পাতার র-পারে না। টাকাগুলো তো আমাদের, পাবলিকের। বিট সিস্টেমে লোক নিতে হবে, আমরা নোটিস দিয়ে দিয়েছি। এক্সট্রা লোক রাখা যাবে না, যারা শেষ কয়েক মাস আসেনি, তাদের ছাঁটাই করতে হবে।'' সিভিক ভলান্টিয়র নিয়ে বাজেট পেশের পরই সাংবাদিক বৈঠকে আভাস দিয়ে রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, ঝাড়াই বাছাই হবে। কারণ তাতে প্রচুর জল মিশে রয়েছে।

অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ, কাঠগড়ায় মেয়ে-জামাইও!

১- পাতার র-পদে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। জমি ও বাড়ি অত্যন্ত কম মূল্যে, ভয় দেখিয়ে এবং জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলেই দাবি। পুলিশি এফআইআর-এ শুধুমাত্র এই বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতাই নন, তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী ঘোষ এবং জামাইয়ের নামও সরাসরি যুক্ত রয়েছে। অভিযোগে এও বলা হয়েছে, প্রগতি ময়দান থানা এলাকার ওই দামী জমি ও বাড়িটি যাতে তাঁরা নামমাত্র মূল্যে নিজেদের নামে হস্তান্তর করতে পারেন, তার জন্য ওই ব্যবসায়ীকে দিনের পর দিন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মানসিক চাপ দেওয়া হয় এবং প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই তৎপরতা বাড়িয়েছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। অন্ডাল, বিধাননগর এবং কলকাতার এই সম্পত্তি জালিয়াতির মামলার মূল অভিযুক্ত অতীন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই নোটিস পাঠিয়ে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। কোন পরিস্থিতিতে, কত টাকার বিনিময়ে এবং কার কার নামে ওই জমি রেজিস্ট্রি বা হস্তান্তর করা হয়েছিল, তার সমস্ত সরকারি নথি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, অতীন ঘোষের পাশাপাশি তাঁর মেয়ে ও জামাইকেও এই মামলায় খুব শীঘ্রই মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে পারে পুলিশ।

৩ জুলাই থেকে শুরু অমরনাথ যাত্রা, এক লাখের

১- পাতার র- ১) অনন্তনাগ রুট-এই পথে ভক্তদের ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হবে। ২) গান্দেরবাল রুট-এই পথে ৩৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অমরনাথে পৌঁছানো যাবে। দুই রুটের প্রবেশদ্বার, বেসক্যাম্প থেকে শুরু করে একদম মূল গুহা পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ভক্তরা পৌঁছানোর আগেই নিরাপত্তা বাহিনী পাহারায় বসে যাবে। মূল যাত্রা ৩ জুলাই শুরু হলেও, তার আগে আগামী ২৯ জুন জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার তিথিতে প্রথা অনুযায়ী ‘প্রথম পুজো’ অনুষ্ঠিত হবে। দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদ নিয়ে এই পুজোর মাধ্যমেই শুরু হবে এই বছরের তীর্থ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে রাস্তার দু'ধারে লঙ্গরখানা, বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির এবং অস্থায়ী থাকার জায়গা বা আবাসন তৈরি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জমি দিতেই বদলে গেল পুরো

১- পাতার র-বলেই দাবি করছেন বিএসএফের কর্তারা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে বলে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে। জমি না পাওয়ায় আউটপোস্ট এবং কাঁটাতারের অভাবে অনুপ্রবেশ এবং সীমান্তে অপরাধ অনেকটাই বেড়েছে বলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি অভিযোগ করেন বিগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে। গতকাল বিধানসভার অধিবেশনেও সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর বিষয়টি উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। তৃণমূল বিধায়ক সন্দীপন সাহা বলেন, ‘‘দেশের নিরাপত্তা সবার আগে। এই নিয়ে সরকার যা পদক্ষেপ করবে, সেটা প্রশংসনীয়।''

শিশুসন্তানের জন্য প্রাক্তন বিধায়ক

১- পাতার র-পরে বাগুইআটি থানার পুলিশ বিহারের বেগুসারাই থেকে রাম শর্মাকে গ্রেফতার করে। তাঁকে বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। বাগুইআটি থানার পুলিশ খতিয়ে দেখছে কী কারণে তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাত দেবরাজ চক্রবর্তী এবং তার সঙ্গে কী কারণে লেনদেন হতো সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছে, অদিতিদের কালিম্পঙে অ্যাকাউন্ট ছিল। কিন্তু ভোটের আগে টাকা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

তারাতলায় নির্মীয়মান গোডাউনের শেড ভেঙে মৃত ৩

১-র পাতার পর - ইমারতগুলির স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হবে। ছাড়পত্র মিললে তবেই ফের শুরু হবে নির্মাণকাজ। বুধবার তারাতলার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর ‘অ্যাকশন’ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, ‘‘কলকাতা পুর এলাকায় বাণিজ্যিক, জলাশয় বুঝিয়ে হওয়া নির্মাণগুলি আপাতত ৩১ জুলাই পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে। পিডব্লুডি, সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ আর পুরসভা, দমকলের নেতৃত্বে একটি অডিট টিম গড়ে দেওয়া হবে। ওই টিম বিল্ডিং প্ল্যান, এলাকা পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেবে অনুমোদন ত্রুটিযুক্ত কিনা। তারপরই ফের শুরু হবে কাজ।'' তবে হাসপাতাল, দমকল, মেট্রো, সেনা যেখানে কাজ করছে সেই জায়গাগুলি নির্মাণ বন্ধের আওতাধীন নয়। তারাতলা গোডাউন বিপর্যয়ের আসল কারণ এখনও তদন্তসাপেক্ষ। তবে প্রাথমিকভাবে কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন, ত্রুটিপূর্ণ নকশার জেরেই ভেঙে পড়েছে নির্মীয়মান গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজটি। সে কারণেই তৃণমূল আমলে পাশ হওয়া বিল্ডিংয়ের নকশা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আসছে বড় বিল,একদিনের জন্য

১-র পাতার পর -হওয়ার কথা আগামী ৭ জুলাই থেকে। প্রথমে স্থির ছিল যে ৬ জুলাই থেকে মূল অধিবেশন শুরু হবে। পরে স্থির হয়েছে ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি থাকবে। তাই ৭ জুলাই থেকে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে দুর্নীতি-বিরোধী বিলটি আনার কথা ঘোষণা করেছেন, তার খসড়া বা ড্রাফটিং তৈরির কাজ এই মুহূর্তে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে বলে সূত্রের খবর। পূর্ব নির্ধারিত ২৫ জুনের মধ্যে এই বিলের সম্পূর্ণ ড্রাফটিং-এর কাজ শেষ করা কার্যত অসম্ভব। সেই কারণেই ওই জরুরি অধিবেশন ডাকা হচ্ছে। কোনওরকম আইনি ফাঁকফোকর যাতে না থাকে, তার জন্য সবদিক খতিয়ে দেখছেন রাজ্যের আইন বিশেষজ্ঞরা। মাঝের বিরতির সময়ে, আগামী সোমবার অর্থাৎ ২৯ জুন একদিনের জন্য বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই বিলটি হাউসে নিয়ে আসতে চাইছে রাজ্য সরকার। এই বিল পাশ হলে দুর্নীতি মোকাবিলায় সরকারে বিশেষ সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

‘তড়িঘড়ি শুনানি নয়’

১-র পাতার পর -সিঙ্গুরের কাছে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল তাঁর গাড়ি। ওই মারাত্মক দুর্ঘটনায় অভিষেকের বাঁ চোখের নীচে হাড় ভেঙে যায় এবং চোখের মণি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং পরে দিল্লির এইমসে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু চোখের ভেতরের জটিলতা না কমায় পরবর্তীতে আদালতের অনুমতি নিয়ে দুবাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স হাসপাতালে গিয়ে চোখের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা করাতে হয়েছিল তাঁকে। বর্তমানে কয়লা পাচার থেকে শুরু করে নিয়োগ দুর্নীতিসহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার একাধিক বিচারাধীন মামলায় নাম রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই সমস্ত মামলার জেরে এর আগেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই বা ইডি একাধিকবার তাঁকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। একাধিক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট তাঁকে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করছে

গোরখপুর, ২৪ জুনঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে রেল প্রশাসন বেশ কয়েকটি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করছে। ২৪শে জুন, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী, এই বিশেষ ট্রেনগুলিতে বার্থআসন প্রাপ্যতা নিম্নরূপ- গোরখপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া ০৫১০১ গোরখপুর-নয়া দিল্লি সামার স্পেশাল ট্রেনে ৪ঠা জুলাই, ২০২৬ তারিখে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ২৫২টি বার্থ.

NAME CHANGE

I, Chhiddik Sekh (Old Name) S/O– Gani Sekh resident of Vill -Sekhpara , Po-Hogalbaria, Ps-Hogalberia, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741122 do hereby declared that I have changed my name from Chhiddik Sekh to Chhiddique Sekh and henceforth I shall be known as Chhiddique Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/06/2026 . My name Chhiddique Sekh & Chhiddik Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sariful Islam S/O–Abdul Goni resident of Vill –Bablabona Bathanpara , Po-Ramnagar D.K, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that my father's actual name Abdul Goni which has been recorded my voter card no-XYZ2670602 & My aadhar card No-2149-6685-1356. My father's name Mohammad Abdul Gani recorded my passport no-Z6540972 and my father's name Abdul Gani recorded my school certificate and my pan card no-BTNPS8394E. My father's name Abdul Goni & Abdul Gani & Mohammad Abdul Gani both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Karim (Old Name) S/O– Abu Bakkar Sk resident of Vill -Saluadanga , Po-Bezpara, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Karim to Abdul Karim Sk and henceforth I shall be known as Abdul Karim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/06/2026 . My name Abdul Karim Sk & Abdul Karim both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mst Sahera Bibi (Old Name) W/O– Yeasin Molla resident of Vill -Begunbari Uttarpara, Po- Begunbari , Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Mst Sahera Bibi to Sahera Bewa and henceforth I shall be known as Sahera Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 22/06/2026 . My name Sahera Bewa & Mst Sahera Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SAFIKUL MONDAL S/O -JIYABUDDIN MONDAL, residing at Vill- Shibnagar, PO -Shibnagar Laskarpur, PS- Domkal, Dist-Murshidabad, WB do here by declared That my name has been printed as SAFIKUL MONDAL S/O- JIYABUDDIN MONDAL in my Aadhaar card vide being no 4804 9574 1947, and also in his PAN card being no ISKPM2362B, and also in my voter card being no ZQN1798552 .That my has been recorded as SAFIKUL ISLAM S/O -JIYABUDDIN in my certificate of registration reg no WB58AQ1158. My name SAFIKUL MONDAL & SAFIKUL ISLAM and my father JIYABUDDIN MONDAL & JIYABUDDIN are the one and identical same

NAME CHANGE

I, Rahul Amin Mondal (Old Name) S/O–Abdus Samad Mondal resident of Vill-Mosimpur, Po-Gangadaspur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742303 do hereby declared that I have changed my name from Rahul Amin Mondal to Ruhul Amin Mondal and henceforth I shall be known as Ruhul Amin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 24/06/2026 . My name Ruhul Amin Mondal & Rahul Amin Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Naskar Gaiwan (Old Name) S/O– Afsar Gyne resident of Vill-Badelangi Padmamala , Po-Padmamala , Ps-Chapra , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Naskar Gaiwan to Naskar Gain and henceforth I shall be known as Naskar Gain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/05/2026. My name Naskar Gain & Naskar Gaiwan both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Mansur Ali S/O–Late Samsul Haque resident of Beldanga Hatpara, College Road Word No-06, Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my father's name from Samsul Sekh to Samsul Haque and henceforth my father's name shall be known as Samsul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 24/06/2026 . My father's name Samsul Haque & Samsul Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Fatema Begam W/O- Humayun Kabir, resident of Goda Sahidtala, P.O.- Lakurdi, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as KANIJ FATEMA BEGUM vide Affidavit No.-1227 dated 22/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Fatema Begam and Kanij Fatema Begum both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rabiul Islam Biswas (Old Name) S/O– Jarman Biswas resident of Vill - Durlaverpara , Po-Choapara, Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Rabiul Islam Biswas to Rabiul Islam and henceforth I shall be known as Rabiul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/06/2026 . My name Rabiul Islam & Rabiul Islam Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, HIMADRISEKHAR MALLICK s!o BALAICHAND MALLICK, residing at Joypur, Howrah,West Bengal-711401 do hereby solemnly affirm & declare that me and my father's actual name is HIMADRISEKHAR MALLICK and BALAICHAND MALLICK instead of HIMADRI SEKHAR MALLICK and D CH MALLICK which is wrongly recorded in my driving licence no. WB01 20100784393 vide an affidavit sworn before the LD. Judicial Magistrate (1st Class), at Kolkata no. 28001 dates on 15.05.2026. HIMADRISEKHAR MALLICK s/o BALAICHAND MALLICK and HIMADRI SEKHAR MALLICK s/o D CH MALLICK both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Humaun Kabir S/O- Abdur Rosul, resident of Goda Sahidtala, P.O.- Lakurdi, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as HUMAYUN KABIR vide Affidavit No.-1228 dated 22/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Humaun Kabir and Humayun Kabir both are same and one identical person.

ইবোলা আতঙ্কে সতর্ক ভারত, উগান্ডা থেকে ফেরা যাত্রী আইসোলেশনে বেঙ্গালুরুতে

উগান্ডা, ২৪ জুন ঃ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইবোলা সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সতর্কতা আরও জোরদার করল ভারত। উগান্ডা থেকে সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে ফিরে আসা এক যাত্রীকে পর্যবেক্ষণের জন্য আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাঁর শরীরে হালকা ব্যথা ও অসুস্থতার উপসর্গ দেখা দেওয়ায় দ্রুত চিকিসকদের নজরদারিতে আনা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ইবোলা সংক্রমণের কোনও নিশ্চিত প্রমাণ মেলেনি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বেঙ্গালুরুর সরকারি এপিডেমিক ডিজিজেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে পৃথক ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রশাসনের দাবি, এটি সম্পূর্ণরূপে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তবে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করেই সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে (এনআইভি)। রিপোর্ট হাতে এলেই পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হবে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘ পরীক্ষার ফলাফল এখনও পাওয়া যায়নি। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যবেক্ষণ চালানো

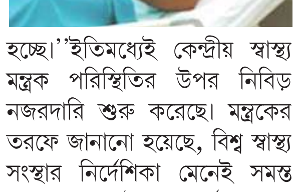

হচ্ছে।''ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজরদারি শুরু করেছে। মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা মেনেই সমস্ত জনস্বাস্থ্য প্রোটোকল কার্যকর করা হয়েছে। কর্নাটক সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, এই মুহূর্তে ভারতে ইবোলা আক্রান্ত কোনও রোগী শনাক্ত হয়নি। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে সাম্প্রতিক সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে শুধুমাত্র সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলি জোরদার করা হয়েছে।ইবোলার সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে আফ্রিকার আক্রান্ত অঞ্চল থেকে আগত যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্ক্রিনিং এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। একাধিক আন্তর্জাতিক প্রবেশপথেও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সক্রিয় রাখা হয়েছে।স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ইবোলা একটি গুরুতর ভাইরাসজনিত রোগ হলেও দ্রুত শনাক্তকরণ এবং কঠোর নজরদারি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণেই আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আলাদা করে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।এদিকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে কেঃদ্র। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বক্তব্য, শুধুমাত্র সরকারি সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপরই ভরসা করা উচিত। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া যাচাই-বাছাইহীন তথ্য বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।উল্লেখ্য, অতীতেও আফ্রিকার ইবোলা-প্রবণ দেশগুলি থেকে ভারতে ফেরা যাত্রীদের ঘিরে সতর্কতা জারি হয়েছিল। তবে কড়া নজরদারি এবং দ্রুত পদক্ষেপের ফলে দেশে কখনও ব্যাপক সংক্রমণ ছড়ায়নি। এবারও একইভাবে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।কর্তৃপক্ষের দাবি, বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত সতর্কতা বজায় থাকলেও সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

উদ্দেশ্যে অবিচলঃ আসানসোলের রূপান্তরে পূর্ব রেলের 'গ্রিন লেগাসি মিশন'

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ ২৫.০৬.২০২৬ তারিখে, আসানসোলের মাটি ভবিষ্যতের এক

অঙ্গীকারকে বুকে আগলে নেবে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক দেশীয় ফলের চারা বিতরণের মাধ্যমে গ্রিন লেগাসি মিশন (সবুজ উত্তরাধিকার মিশন) তার শিকড় ছড়াবে। এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান আকর্ষণ হিসেবে, জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর স্বয়ং আজ এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে এটির উদ্বোধন করবেন এবং এই মহৎ উদ্যোগে তাঁর স্বাগত সমর্থন জোগাবেন। এই উদ্যোগটি প্রতিটি রেলওয়ে পরিবারের সাথে ধরিত্রী মাতার একটি আবেগপূর্ণ বন্ধন গড়ে তোলার এক আন্তরিক আন্দোলন। ২৫.০৬.২০২৬ তারিখে আসানসোলে যে শিকড় রোপণ করা হচ্ছে, তা আসলে একটি অনেক বড় স্বপ্নের প্রথম স্পন্দন মাত্র। এই পুণ্যময় সূচনা শীঘ্রই সমগ্র জোনের প্রতিটি ডিভিশন এবং ওয়ার্কশপে প্রতিধ্বনিত হবে, যা সমগ্র রেল পরিবারকে একটি সত্যিকারের সবুজ পূর্ব রেলওয়ের জীবন্ত ও স্পন্দিত চাঁদোয়ায় পরিণত করবে। আসানসোলের অংশগ্রহণকারী কর্মচারীকে এক একজন গ্রিন অ্যাম্বাসেডর (সবুজ দূত)-এ রূপান্তরিত করার এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সংগ্রহ মৌখিক একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায়, এই কর্মসূচিটি একটি নিবিড় ও সামাজিক গল্পে রূপ নিয়েছে। ব্রাঞ্চ অফিসাররা কর্মচারীদের হাতে দেশীয় ফলের চারা তুলে দেবেন, যা তাঁরা তাঁদের সরকারি আবাসে বা উপযুক্ত স্থানে রোপণ করবেন এবং সেগুলিকে সুস্থ ও সতেজ গাছ হিসেবে বড় করে তোলার অঙ্গীকার নেবেন। এর সাথে কর্মচারীদের পরিবারকেও যুক্ত করা হচ্ছে- চারা রোপণের সময় তাঁরা ছবি তুলবেন এবং পরবর্তী বছরের ৫ জুন নিজেদের ব্রাঞ্চের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেই গাছের অগ্রগতির আপডেট শেয়ার করবেন। এর ফলে পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ প্রতিটি পরিবারের যৌথ আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে এবং একটি স্থায়ী 'রেলওয়ে গ্রিন নেটওয়ার্ক' গড়ে তুলবে। এই উদ্যোগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে মানুষের সাথে প্রকৃতির পুনর্মিলন ঘটায়। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে, এটি স্থায়িত্বের (সাসটেইনেবিলিটি) প্রতি পূর্ব রেলের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করে, কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বাড়ায় এবং একটি ইতিবাচক কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলে। ব্যক্তিগতভাবে, এটি তাজা ও পুষ্টিকর ফল প্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়ে চমৎকার স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করে, একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারাকে উৎসাহিত করে এবং একটি পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের পরিবেশ তৈরি করে। পরিবেশগতভাবে, এই প্রকল্পটি সবুজের আচ্ছাদন বাড়াবে, বাতাসের গুণমান উন্নত করবে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কার্বন শোষণ করবে এবং জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবে। এই চারাগাছগুলির প্রতিশ্রুতি একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশগত সচেতনতা জাগ্রত করবে এবং একটি স্থায়ী সবুজ ঐতিহ্য নিশ্চিত করবে। এই সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা তুলে ধরে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, 'গ্রিন লেগাসি মিশন' কেবল মাটিতে শিকড় পোঁতা নয়, বরং ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং আশা রোপণ করার নাম। আজ আসানসোলে রোপণ করা প্রতিটি চারাগাছ একেকটি জীবন্ত ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে, যা আগামী প্রজন্মকে আশ্রয় ও খাদ্য জোগাবে এবং প্রমাণ করবে যে প্রগতি ও প্রকৃতি এক অপরের হাত ধরে একসাথে এগিয়ে যেতে পারে।

হাফলং-নিউ হাফলং ট্রান্সমিশন লাইন চালু করার মাধ্যমে বৈদ্যুতিকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৪ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৭ জুন ২০২৬

তারিখে ১৪.২২ ঘটিকায় হাফলং গ্রিড সাব-স্টেশন (জিএসএস) থেকে নিউ হাফলং ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন (এনএইচএলজি টিএসএস) পর্যন্ত ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনটি সফলভাবে চালু করে সম্পূর্ণ রেল বৈদ্যুতিকীকরণের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। ট্রান্সমিশন লাইন চালু করা, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্পের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের কাজ সমাপ্তির প্রতীক। নিউ হাফলং ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন চালু করা, এই দুর্গম পাহাড়ী পথে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল শুরুর ক্ষেত্রে একটি ব। পদক্ষেপ। এই রেলপথটি বরাক উপত্যকা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্তকারী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেল লিংক। সফলভাবে বিদ্যুতিকরণের সাথে সাথে, ট্র্যাকশন পাওয়ার সাপ্লাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান ভৌতিক কাজ এখন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বাধ্যতামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরীক্ষামূলক চলাচল সম্পন্ন হওয়ার পর, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই সেকশনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে বৈদ্যুতিকরণের ফলে পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কম হবে, পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতা উন্নত হবে, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস হবে এবং পরিবেশ অনুকূল রেলওয়ে পরিচালনে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তার পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং সমগ্র অঞ্চলজুড়ে দ্রুততর, পরিবেশ-বান্ধব ও অধিক দক্ষ রেল পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমমোক্তারনামা

তারাশঙ্কর কর্মকার, পিতা- মৃত বিভূতীভূষন কর্মকার, সাং- জঙ্গীপুর সাহেববাজার, পোঃ-জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **জঙ্গীপুর** A.D.S.R. **অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১২ সালে** Book-IV, 178 **নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) ললিতা কর্মকার, ২) মলয় মন্ডল, ৩) তন্ময় মন্ডল, ৪) রবীন্দ্রনাথ মন্ডল** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী সাগরদিঘী থানার **৭ নং জঙ্গীপুর মৌজাস্থিত বিভূতীভূষন কর্মকার নামীয় সমস্ত** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বাজাজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ বাজাজ ইন্স্যুরেন্স হাউস, এয়ারপোর্ট রোড, ইয়ারওয়াদা, পুনে - ৪১১০০৬
টেলিফোনঃ ০২০ ৬৬০২৬৭৭৭

পাবলিক নোটিশ

গত ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় আমরা এতদ্বারা জানাচ্ছি যে, ১১৮, প্রথম তল, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, থানা- বুরতোলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪-এ অবস্থিত বাজাজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড- এর অফিসটি ০৮-০৭-২০২৬ তারিখ থেকে ১৬২, তৃতীয় তল, শ্রী অরবিন্দ সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬ ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

Sealed quotation in W.B. Form No. 2911(ii) are invited by the Executive Engineer, Bankura Division, P.W.D. from Bonafied outsider having 40% credential of quotated amount in a single work of similar nature of P.W.D for SHORT N.I.Q. No. 01 of 2026-2027 for 04 (Four) nos. works of Miscellaneous emergent works in connection with State-Leve Hul Divas Programme in presence of the Hon'ble Chief Minister of West Bengal scheduled to be held on 30th June'2026 at Khatra Sub-Division, Bankua District under Bankura Division, PWD during the year 2026-2027. circulated vide this office memo no. 671/EE/BNK/PWD dated, 24.06.2026. detailed may be seen at https://www.wbpwd.gov.in and from the notice board of the office of undersigned. Last date of Application & Permission and Receipt of tender documents are 27.06.2026, 27.06.2026, and 27.06.2026 respectively. For more information, the interested agencies may contact the office of the undersigned on any working day at working hours.
Sd/-
Executive Engineer,
Bankura Division P.W.D.

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-05/2026-27(2 nd Call)** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 04(Four) no. works/Schemes under 15 th CFC and SBM(G) Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **23.06.2026 up to 30.06.2026 16.00 P.M.** Bid submission starting from **23.06.2026 up to 30.06.2026 at 16.00 PM**. And Opening on **02.07.2026 at 16:05 P.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-01/26-27 Dated 24.06.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1029573_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

তিন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি আটক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের তাঁতীপাড়া মল্লিকবাগান এলাকায় ভুয়ো পরিচয়ে বসবাস ও ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন রফিক শেখ ওরফে সিরাজ, তার স্ত্রী জরিনা শেখ এবং একই এলাকার বাসিন্দা হানিফ শেখ। তাদের পরিচয়, ও নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় রফিক শেখ ও তার স্ত্রী দাবি করেছেন, তারা বাংলাদেশের ভোটার নন, বরং মোটা অর্থের বিনিময়ে ভোটার কার্ড তৈরি করেছিলেন। তাদের অভিযোগ, স্থানীয় এক ব্যক্তির সহায়তায় এই নথি তৈরি করা হয়। তবে ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে, হানিফ শেখের স্ত্রী আকলিমা বিবির দাবি, তার স্বামী বাংলাদেশি নন। তাঁদের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ এলাকার পাঁচপোতায় এবং তারা ভারতীয় নাগরিক। ঘটনায় আরও জানা গিয়েছে, আটক রফিক শেখ ওরফে সিরাজ এলাকায় 'সিরাজ' নামে পরিচিত ছিলেন এবং সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন। বর্তমানে তার ভোটার তালিকা ও পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের নথিপত্র ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

পাঁচ বছর পর বিজেপির কিষান মোর্চার নেতা খুনের মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান গ্রেফতার

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৪ জুন ঃ বিজেপির কিষান মোর্চার নেতা কিশোর মান্ডি খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত অবশেষে পুলিশের জালে। প্রায় পাঁচ বছর পলাতক থাকার পর মঙ্গলবার রাতে জামবনি ব্লকের দুবড়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান দেবেন সরেনকে কৈমা গ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে

ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠান। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন সংঘটিত ওই বহুচর্চিত খুনের ঘটনায় প্রথম থেকেই দেবেনের নাম জড়িয়েছিল। পরে মামলার তদন্তভার নেয় সিবিআই। সূত্রের খবর, দেবেনকে গ্রেফতারের বিষয়টি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জানানো হয়েছে। ২০২১ সালের ৫ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন সন্ধ্যায় খুন হন ভাদুই গ্রামের বাসিন্দা কিশোর মান্ডি। বছর পঁচিশের কিশোর বিজেপির কিষান মোর্চার জামবনি মণ্ডলের সম্পাদক ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছিল, প্রতিদিনের মতো সেদিনও মোটরবাইকে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছিলেন রেলকর্মী বাবাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে। বাড়ি থেকে বেরোনোর কিছুক্ষণ পর খাটখুরার মহুয়াচক এলাকায় তাঁর উপর হামলা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে রাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পর নিহতের ভাই ফগল মান্ডি জামবনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই মামলায় দেবেন সরেন- সহ মোট ছয় জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে তিন জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন ভাদুই গ্রামের মণীন্দ্র মান্ডি, দুবড়া গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য বঙ্কিম মাহাতো এবং জামুই গ্রামের বিমল মাহাতো। বর্তমানে তাঁরা জামিনে রয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে দেবেন সরেন, হরেকৃষ্ণ মাহাতো এবং রাজকিশোর মাহাতো দীর্ঘদিন ধরেই পলাতক ছিলেন। পুলিশ খুনের ঘটনায় ছয় জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। পরবর্তী সময়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্তভার নেয় সিবিআই। তদন্ত চলাকালীন পলাতক তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়। তাঁদের ধরিয়ে দিতে মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল সিবিআই। পরে দেবেন সরেনের মাথার দাম এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তের স্বার্থে ২০২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জেলে গিয়ে মণীন্দ্র মান্ডি, বঙ্কিম মাহাতো এবং বিমল মাহাতোকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআইয়ের প্রতিনিধিরা। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, ঘটনার পুনর্নির্মাণ এবং ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহও করা হয়। নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তদন্তকারীরা। তদন্তের সময় সিবিআইয়ের প্রাথমিক অনুমান ছিল, প্রতিদিনের মতো কিশোর যে নির্দিষ্ট সময়ে ঝাড়গ্রাম যেতেন, সেই তথ্য হামলাকারীদের জানা ছিল। সেই কারণেই পরিকল্পিতভাবে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল। প্রায় পাঁচ বছর পর দেবেন সরেনের গ্রেফতারিকে মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এখনও মামলার আরও দুই অভিযুক্ত হরেকৃষ্ণ মাহাতো এবং রাজকিশোর মাহাতো পলাতক বলে জানা গেছে। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত এই খুনের ঘটনায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্তের গ্রেফতারির ফলে তদন্তে নতুন গতি আসবে বলেই মনে করছে তদন্তকারী মহল।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের চোলাই মদের বিরুদ্ধে করা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ জুন ঃ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধ চোলাই মদ উৎপাদন ও বিক্রির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে ভবিষ্যতেও অভিযান আরও জোরদার করা হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার খানাকুল থানার অন্তর্গত কলিম্বা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬০ লিটার ফেরমেন্টেড ওয়াশ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ধ্বংস করা হয়। অন্যদিকে, সিঙ্গুর থানার অধীন হাজারাপাড়া এলাকায় আবগারি দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান চালায় পুলিশ। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ ও মদ তৈরির উপকরণ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ১,৫০০ লিটার ফেরমেন্টেড ওয়াশ এবং ২,০৩০ লিটার অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার করে ধ্বংস করা হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের দাবি, অবৈধ মদ উৎপাদন ও পাচারের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। সেই কারণেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবৈধ মদের কারবার নির্মূলে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল বিশ্বজিৎ দাস, পিতা-বাঁকে বিহারী দাস এবং কুমকুম দাস, স্বামী-বিশ্বজিৎ দাস একত্রে 2026 সালে 15-05-2026 তারিখে ডোমজুড় A.D.S.R অফিসে 1945 নং দলিল দ্বারা বাবুরাম দত্ত-র নিকট হইতে মৌজা পার্ব্বতীপুর, J.L.NO-08, সাবেক দাগ 2005 ও হাল 2036 নং দাগে 7.43 শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন, যাহা বাবুরাম দত্ত পিতা-প্রবীর দত্ত ২০২২ সালে ১৭.০৪.২০২২ তারিখে ডোমজুড় A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 1 নং বহির 2863 নং দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার লিপিকা দাস এবং বরুণ কুমার দাস এর নিকট হইতে খরিদ করেন, উক্ত বিষয়ে দাতা বা-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 1 মাসের মধ্যে ডোমজুড়, B.L.&L.R.O-এর নিকট আপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা শ্রী বুল্টু মণ্ডল এবং শ্রী প্রবীর মণ্ডল, পিতা- শ্রী পশুপতি মণ্ডল ও শ্রীমতি টুয়া মণ্ডল স্বামী- শ্রী প্রবীর মণ্ডল, শ্রীমতি সুমিত্রা মণ্ডল স্বামী - শ্রী বুল্টু মণ্ডল, ঠিকানা ৫২ / ২ কৈলাশ ব্যানার্জী লেন, বালী, হাওড়া, যৌথভাবে বালী মৌজায় অবস্থিত (এল আর দাগ ৪১২০৩, এল আর খতিয়ান ২৬২৪৩) রেকর্ড হোল্ডার শ্রী দেবীপ্রসাদ জালাল এর জমি দুই দলিল বলে সাড়ে সাতেরো কাঠা খরিদ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের দলিলে ভুলবশত শ্রী দেবীপ্রসাদ জালাল এর পরিবর্তে শ্রী দেবী দত্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যদি এ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমান সহকারে বালী জগাছা B.L.& L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কারান কুমার বানওয়াল, পিতা-নন্দ কুমার বানওয়াল, সাং -৬৮ / ১ আশুবোস লেন, হাওড়া। মাকড়দহ মৌজায় শ্রীমতী আঙ্গুর দাস দিগরের থেকে সন্দীপ ঘোষ জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন। যাহার হাল দাগ নং- ৩৩২ যাহার আমমোক্তার নং- ৬৪০৯ / ২১, যাহার দলিল নং-৯০১/ ২৪, নাম খারিজের আবেদন জমা করেছেন। উল্লিখিত দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.এন্ড. এল. আরও ডোমজুড় অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।

অনিন্দ্য ঘোষ
এ্যাডভোকেট
জাজেস কোর্ট, হাওড়া

লিগ্যাল নোটিশ

আমার মক্কেল গোলাম খাজা খান, পিতা- আজাদ আলি খাঁন, সাকিম ও ডাকঘর- পাথরডোবা, থানা- সিমলাপাল, জেলা- বাঁকুড়া। গত ১৪।০৮।২০২৫ তারিখে I-5832/25 (D.S.R Bankura) নং. বাঁকুড়া কোবালা পত্র দলিল মূলে যার আমমোক্তা নং 3911/24 (D.S.R Bankura) জেলা বাঁকুড়া থানা- সিমলাপাল মৌজা- বলরামপুর, J.L-123, খতিয়ান নং- 277, 278, 279, 280, 281 দাগ নং-21 মোট পরিমাণ 0.18 একর কোবালা দাতা - ১। আব্দুল মতিন খাঁন, ২। বরকত আলি খান, উভয়ের পিতা- মৃত আব্দুল ওহাব খাঁন, ৩। কামরুননিসা খাঁন, স্বামী- আব্দুল সলিল খাঁন, ৪। রোসনা ভুঁইঞা, স্বামী -আতাউদ্দিন ভুঁইয়া, ৫। মর্জিনা বিবি, স্বামী- মৃত আব্দুল ওহাব খাঁন, সর্ব্বসাকিম ও ডাকঘর- পাথরডোবা, থানা- সিমলাপাল, জেলা- বাঁকুড়া। আমমোক্তার আহমমদ আলি খান, পিতা- আব্দুল রেজ্জাক খান, সাকিম ও ডাকঘর- পাথরডোবা, থানা -সিমলাপাল, জেলা- বাঁকুড়া। উক্ত বলরামপুর মৌজার জমিটি ক্রয় করিয়া নামপত্তনের আবেদন করিয়াছে উক্ত বিষয়ে দাতার কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O সিমলাপাল আপত্তি জানতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকর হইবে।

Sukumar Mallick
Advocate
District Judge's Court, Bankura
E No.-340/2001 of W.B

মৃত্যু আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত, ২৪ জুন ঃ আদালতে যাওয়ার পথে এক ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী হলো উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর এলাকা। অটোর কাচ ভেঙে একটি মোটা লোহার রড সরাসরি বুকে ঢুকে গিয়ে মৃত্যু হলো বারাসত আদালতের এক আইনজীবীর। মৃত আইনজীবীর নাম উত্তম দস্তিদার (৪৯)। বুধবার দুপুরে বারাসত-ব্যারাকপুর রোডের নীলগঞ্জ সংলগ্ন পাঞ্জাবিখোলা এলাকায় এই লোমহর্ষক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ব্যারাকপুর থেকে বারাসত আদালতের দিকে যাচ্ছিলেন তিন আইনজীবী- শ্যামাপদ সেন, তাঁর ভাগ্নে উত্তম দস্তিদার এবং আরও এক ব্যক্তি। অন্যদিন তাঁরা চার চাকার নিজস্ব গাড়িতে যাতায়াত করলেও, আজ গাড়িতে কিছু যান্ত্রিক সমস্যা থাকায় তাঁরা ব্যারাকপুর থেকে একটি অটোয় চেপে আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। মৃত আইনজীবী উত্তমবাবু অটোর চালকের পাশের আসনে বসেছিলেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, নীলগঞ্জের পাঞ্জাবিখোলা এলাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ইঞ্জিন ভ্যানে তখন লোহার মোটা রড লোড করা হচ্ছিল। সেই সময় বারাসতমুখী অটোটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি ওই রড বোঝাই ইঞ্জিন ভ্যানের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে এবং পাশে একটি গাছে আটকে যায়। ধাক্কার অভিঘাতে ভ্যানে থাকা একটি বিশালাকার লোহার রড অটোর সামনের কাচ ভেঙে সরাসরি চালকের পাশে বসা উত্তম দস্তিদারের বুকে ঢুকে যায়। এমন হাড়হিম করা দৃশ্য দেখে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। রডটি উত্তমবাবুর বুকে গেঁথে থাকায় প্রথমে স্থানীয় একটি দোকান থেকে যন্ত্র এনে লোহার বারটি কাটার চেষ্টা করা হয়। এরপর রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাঁর মৃত্যু হয় বলে চিকিৎসকেরা জানান।

তামান্না খুনে আরও দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, মোট ধৃত ১৩ আদালতের নির্দেশে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৪ জুন ঃ তামান্না খাতুন হত্যা মামলায় তদন্তে ফের অগ্রগতি। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করা হলে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে। এই দুই গ্রেপ্তারের পর মামলায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৩। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম জিয়ারুল শেখ ও সাবির শেখ। মঙ্গলবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এবং নদীয়ার পলাশীপাড়া এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, মামলার তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালানো হয়। উল্লেখ্য, গত ২৩ জুন কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন কালীগঞ্জের মোলান্দি গ্রামে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় সকেট বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় কিশোরী তামান্না খাতুনের। ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় প্রথম দফায় ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তবে একাধিক অভিযুক্ত এখনও পলাতক থাকায় তাঁদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে ধারাবাহিকভাবে প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছিলেন তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন। গত সোমবার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অতুল ভি-র কাছে বাম ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা ডেপুটেশন দিয়ে বাকি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান। সেই সময় পুলিশ সুপার জানিয়েছিলেন, ১০ থেকে ২০ দিনের মধ্যে পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা জোরদার করা হবে। তার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই আরও দুই অভিযুক্ত পুলিশের জালে ধরা পড়ে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি মেয়ের হত্যাকাণ্ডে জড়িত বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করেন, প্রকৃত দোষীদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না। পাশাপাশি বিধানসভাতেও বিষয়টি উত্থাপন করেন তিনি। সেই আশ্বাসের একদিনের মধ্যেই দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়ায় মামলার তদন্তে নতুন গতি এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মামলার তদন্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশা রয়েছে। পাশাপাশি বাকি পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। এদিকে, বুধবার আদালতে শুনানি শেষে ধৃত জিয়ারুল শেখ ও সাবির শেখকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

খড়গপুর ডি.আর.এম.অফিস অভিযানের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন ঃ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোলাঘাট ফুলবাজারে সম্প্রতি রেল দপ্তর কর্তৃক বেসরকারীকরণের উদ্যোগকে প্রতিহত করে মেঝে-শেড-পানীয় জল- শৌচাগার-পর্যাপ্ত আলো সহ সমস্ত রকম পরিষেবাযুক্ত ফুলের হাব নির্মাণের দাবীতে কোলাঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতি ২৫ জুন, বৃহস্পতিবার, খড়গপুর ডি.আর.এম.অফিস অভিযান ডাক দিয়েছে। পরিচালন সমিতির পক্ষে নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, দেবব্রত কোলে, দিলীপ প্রামানিক, অনিল প্রামাণিক প্রমুখেরা বলেন, ফুলবাজারে ফেরিওয়ালা(তে-বাজারি) টিকিট বাবদ যে অর্থ রেল দপ্তরের কর্মচারীরা আদায় করে, খুব শীঘ্রই সেই নীতি পরিবর্তন করে ঠিকাদারের মাধ্যমে ওই অর্থ আদায় করার জন্য রেল দপ্তর টেন্ডার করার প্রস্তুতি নিয়েছে। রেল দপ্তর বাজারে আগত প্রত্যেক চাষীর কাছ থেকে প্রত্যহ ১০ টাকা ও ফুলব্যবসায়ী এবং দোকানদারদের কাছ থেকে ২৫ থেকে ৪২ টাকা পর্যন্ত অর্থ আদায় করে। অথচ বাজারে নেই-মাথার উপর আচ্ছাদন, নেই ফুলবিক্রির জন্য কংক্রিটের মেঝে, পানীয় জল ও পর্যাপ্ত আলো, শৌচাগার প্রভৃতির বন্দোবস্ত। ফলস্বরূপ বাজারে আগত ক্রেতা, বিক্রেতা সহ প্রায় ৫ সহস্রাধিক মানুষজন এক পুঁতিগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সৌন্দর্য্যের প্রতীক 'ফুল' কেনাবেচা করতে বাধ্য হয়। এহেন গুরুত্বপূর্ণ এই ফুলবাজারটিতে ফুল সংরক্ষণ ব্যবস্থা সহ আধুনিক ফুলবাজার অর্থাৎ ফুলের হাব গড়ে তোলার দাবী দীর্ঘদিনের। সমিতির উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, বাজারটির বেসরকারীকরণ করা হলে, বাজারে আগত ক্ষুদ্র ফুলচাষী-ব্যবসায়ীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এছাড়াও রূপনারায়ণের উপর কোলাঘাটে তৃতীয় রেল ব্রীজ হওয়ার কারণে ফুলবাজার পার্শ্ববর্তী রেলের ওই খাদের খানিক অংশ মাটি ফেলে ভরানো হচ্ছে। এজন্য বর্ষায় ফুলবাজারের জলনিকাশী ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মসূচি থেকে ডি.আর.এম. ও সিনিয়র ডি.ইএন(ইস্ট)কে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

Sealed tender in W.B. Form No. 2911(ii) are invited by the Executive Engineer, Bankura Division, P.W.D. from Bonafied outsider having 40% credential in a single work of similar nature of P.W.D for SHORT N.I.T. No. 08 of 2026-2027 for 03 (Three) nos. works of Miscellaneous emergent works in connection with State-Leve Hul Divas Programme in presence of the Hon'ble Chief Minister of West Bengal scheduled to be held on 30th June'2026 at Khatra Sub-Division, Bankua District under Bankura Division, PWD during the year 2026-2027 circulated vide this office memo no. 673/EE/BNK/PWD dated, 24.06.2026. detailed may be seen at https://www.wbpwd.gov.in and from the notice board of the office of undersigned. Last date of Application, Permission and Receipt of tender documents are 27.06.2026, 27.06.2026 and 27.06.2026 respectively. For more information, the interested agencies may contact the office of the undersigned on any working day at working hours.
Sd/-
Executive Engineer,
Bankura Division P.W.D.

আদ্রা ডিভিসনে এটিভিএম ফেসিলিটেটর-এর জন্য বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং: সি২০৬/ইউটিএস/এটিভিএম/ফেসিলিটেটর/১/২৬ তারিখ: ২৩.০৬.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ২ বছর সময়কালের জন্য আদ্রা ডিভিসনের ০১টি অবস্থানের (বাঁকুড়া) জন্য এটিভিএম ফেসিলিটেটর আহ্বান করছেন: বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ: **কাজের বিবরণ:** ২ (দুই) বছর সময়কালের জন্য আদ্রা ডিভিসনের ০১ (এক)টি অবস্থানে (বাঁকুড়া) এটিভিএম-এর বিস্তার এবং এটিভিএম-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাত্রীগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য এটিভিএম ফেসিলিটেটর নিয়োগ। বিস্তারিত বিবরণ: **www.ser.indianrailways.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৫.০৭.২০২৬ বেলা ১টা।
(PR-382)
সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The DG(WS)/KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: WS/BPS/JOKA/M-8/26-27
Name of the work: **Applying new paint to the outer surface of SUGR after removal of old blistered one at Prantik BPS.** Estimated Cost: ₹ **4,20,942.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(2) NIT No.: WS/SPBS/2026-27/02
Name of the work: **Supply, delivery, installation and commissioning of 450 mm dia actuator operated butterfly valve for delivery pipe line of HT Pump No. 3 with other allied works at Senpally BPS.** Estimated Cost: ₹ **3,05,921.00.** Earnest Money: ₹ **6,200.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(3) NIT No.: WS/STPBPS/26-27/01
Name of the work: **Cable with termination for second point 11KV Power Supply at Shakuntala Park BPS.** Estimated Cost: ₹ **3,42,971.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(4) NIT No.: WS/BNSBPS/26-27/02
Name of the work: **Installation of 750 mm new inlet valves at Bansdroni BPS.** Estimated Cost: ₹ **4,66,679.00.** Earnest Money: ₹ **9,400.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(5) NIT No.: WS/PBPS/2026-2027/01
Name of the work: **Restoration of damaged roof top of HT and LT Control Room and HT Pump House to prevent water seepage at Parnasree Vivekananda Kanan BPS.** Estimated Cost: ₹ **4,85,306.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of receipt of tender (online): **07.07.2026 at 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).** Date and time of opening of tender (online): **09.07.2026 at 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **27.06.2026 - 2 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 to 5).**

Executive Engineer/WS/BR-XII, Jadavpur Unit, KMC invites e-tender for the following works (submission of bid through online):

(1) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/BDT/LINK/109/26-27/01/1st Call
Name of the work: **Link connection for the Tube Well at Milan Park in Ward No. 109, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,32,210.50.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/BDT/LINK/109/26-27/02/1st Call
Name of the work: **Link connection for the Tube Well at Natun Pally in Ward No. 109, BR-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,31,668.39.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of submission of bid: **09.07.2026 at 2.30 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **11.07.2026 at 2.30 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available on the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).** For any addendum or corrigendum, please refer to the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (C)/BOROUGH-IX, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/IX/073/001/2026-2027
Name of the work: **Urgent restoration of bituminous road surface at Kalighat Rd, Gopal Banerjee St, Rani Sankari Lane, Suhasini Ganguly Sarani and etc in Ward No. 073.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **1,99,343.80.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **07.07.2026 - 2 p.m.** Tender will be opened on: **09.07.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.06.2026 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.gov.in**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/001/2026-2027/R (2nd Call)
Name of the work: **Removal of silt from surface drain at Akra Road, Mudialy Road, Dewan Bagan, Nishar Mistry Lane near Holding No. Q-6 to Q-84, Q-280 to Q-365 etc in Ward No. 136, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,82,500.42.** Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Period of Completion: **150 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/002/2026-2027/R (2nd Call)
Name of the work: **Removal of silt from nikashi drain with ancillary works at Santoshpur Road, Umesh Neogy Road, Dewan Bagan, Shimpukur Lane etc in Ward No. 136, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,80,521.86.** Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Period of Completion: **150 Days.** Last date and time of submission of bid: **07.07.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of tender: **09.07.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and **27.06.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE-III/014/01/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of passage at 224/1, Bagmari Road, 19/3, H.N. Road and its surrounding area in Ward No. 14 excavated by C.E.S.C.** Estimated Cost: ₹ **2,97,213.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **06.07.2026 upto 12 noon.** Date and time of opening of tender: **08.07.2026 on or after 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **27.06.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

153/26-27

স্বপ্ন সত্যি হলো, জার্সি হাতে বৈভব

মুম্বই, ২৪ জুনঃ যে কোনও ক্রিকেটারের জীবনে স্বপ্ন থাকে, দেশের সিনিয়র টিমের জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠে নামা। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি টিমে বৈভব সুযোগ পেয়েছেন। এ বার সিনিয়র টিমের জার্সি পরে ফেলার স্বপ্নও পূরণ হয়ে গেল ১৫ বছরের কিশোর বৈভব সূর্যবংশীর। মঙ্গলবার টিম ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। বেশ নাটকীয় ভাবে ভিডিয়ো করা হয়েছে।

সেখানে দেখা যাচ্ছে, হোটেলের এক কর্মী বড় একটি বাক্সে জার্সি নিয়ে গিয়ে বৈভবের ঘরের দরজায় টোকা দিচ্ছেন। বৈভব দরজা খোলার পরে ভিতরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সেখানে বিছানার উপরে টিম ইন্ডিয়ার '৩' লেখা জার্সিটি তুলে ধরে একরাশ বিস্ময় এবং তৃপ্তির সঙ্গে তাকিয়ে আছেন বৈভব। ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে, 'আপনারা এতদিন ধরে যে মুহূর্তের অপেক্ষা করছিলেন, তা উপস্থিত। টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে এ বার বৈভব সূর্যবংশী। অসাধারণ মুহূর্তটির সাক্ষী থাকুন।' বৈভব নিজে বলেছেন, ''যে দিনটার জন্য আমি অপেক্ষা করতাম, প্রথম ব্যাট হাতে তুলে নিয়েছিলাম, সেই মুহূর্ত উপস্থিত। স্বপ্ন সত্যি হলো। আমি ভাষায় এটা বর্ণনা করতে পারব না।'' আরও বলেন, ''টি-শার্ট হাতে তুলে আমি আনন্দে হাসছিলাম। যা ভাবেননি, তাই যখন ঘটে, তখন অন্য রকম অনুভূতি হয়।'' বৈভব ভারতীয় 'এ' টিমের হয়ে খেলেছেন একাধিক ম্যাচ। অনেকদিন ধরেই দাবি উঠছিল, বৈভব কবে সিনিয়র টিমে সুযোগ পাবেন। সেই সুযোগ এল এ বার। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি টি টায়েন্টির সঙ্গে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি টিমে সুযোগ পেয়েছেন বিহারের অবিশ্বাস্য ব্যাটার।

ফিরে এল পুরনো রোগ!

ঘানার দেওয়াল ভাঙতে ব্যর্থ ইংল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, বোস্টন, ২৪ জুনঃ ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে চার গোলের ঝড় তুলে যে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ শুরু করেছিল, ঘানার বিরুদ্ধে সেই দলকেই যেন চিনতে কষ্ট হল। বলের দখল, শট, আক্রমণ-সবই ছিল। এল না শুধু গোল। ফলে বোস্টনের জিলেট স্টেডিয়ামে ঘানার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেই মাঠ ছাড়তে হল টমাস টুখেলের ছেলেদের। দুই ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ড ও ঘানার পয়েন্ট এখন চার। নকআউট পর্বে ওঠার রাস্তা খোলা থাকলেও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই এখনও ঝুলে রইল। প্রথম ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক ফুটবল দেখা গিয়েছিল, তার অনেকটাই এদিন উধাও। ম্যাচজুড়ে ১৯টি শট নিয়েছে ইংল্যান্ড। ঘানা মাত্র দু'টি। কিন্তু পরিসংখ্যান আর স্কোরলাইন এক জিনিস নয়। ঘানার রক্ষণ এতটাই সংগঠিত ছিল, যে ইংল্যান্ডের অধিকাংশ আক্রমণই বেঞ্জামিন আসারে। কিন্তু ইংল্যান্ড তাঁকে খুব বেশি কঠিন পরীক্ষায় ফেলতেই পারেনি। প্রথমার্ধে ডেকলান রাইসের একটি ফ্রি-কিক বার ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। সেটাই ছিল উল্লেখযোগ্য সুযোগ। প্রায় এক ঘণ্টা পর প্রথম বলার মতো সেভ করতে হয় আসারেকে, স্বচ্ছন্দে আটকান গর্ডনের শট। শেষ দিকে অবশ্য কাজ বাড়ে। প্রথমে সাকার নিচু শট বাঁচান। এরপর নিকো ও'রাইলির কাছ থেকে আসা কাছের হেড ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। সেটাই সম্ভবত ইংল্যান্ডের সেরা সুযোগ। ঘানাও যে একেবারে আক্রমণে যায়নি, তা নয়। দ্বিতীয়ার্ধে প্রিন্স আদুকে বক্সের বাইরে ধাক্কা দেন ইংল্যান্ড গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড। রিপ্লেতে দেখা যায়, বল স্পর্শ না করেই আদুর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান তিনি। ঘানা শিবির ফাউলের দাবি তুললেও রেফারি উল্টে ইংল্যান্ডকেই ফ্রি-কিক

বক্সের বাইরে বা ভিড়ের মধ্যে আটকে যায়। হ্যারি কেনকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে রাখে প্রতিপক্ষ ডিফেন্স। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে ১০ গোল নিয়ে এখনও গ্যারি লিনেকারের পাশেই রয়ে গেলেন তিনি। গোলসংখ্যা বাড়ানো হল না। ডানদিকে ননি মাদুয়েকে, বাঁদিকে অ্যান্টনি গর্ডনও প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে পারেননি। পরে নেমে বুকায়ো সাকা কিংবা অন্য পরিবর্তরাও ম্যাচের গতি বদলাতে ব্যর্থ। ঘানার প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক লরেন্স আতি জিগি চোট পাওয়ায় সুযোগ পেয়েছিলেন দেন। পরে বদলি হিসেবে নামা আদু আবারও ইংল্যান্ড রক্ষণে আতঙ্ক ছড়ান। একবার প্রায় একা গোলের দিকে ছুটে গিয়েও শট নিতে পারেননি। ঘানার জন্য ফলটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। কার্লোস কুইরোজকে শেষ মুহূর্তে কোচ করার সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না, তা আবারও প্রমাণ হল। প্রথম ম্যাচে পানামাকে ১-০ হারানোর পর এবার ইংল্যান্ডকে আটকাল তারা। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের জন্য এই ম্যাচ কিছু প্রশ্ন তুলে দিল। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত আক্রমণের পর ঘানার রক্ষণ ভাঙতে না পারা টুখেলকে ভাবাবে।

রোনাল্ডো-ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ল উজবেকিস্তান!

ফুটবল খেলাটির ইতিহাসেই সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়গুলোর একটি এই দুজনের দ্বৈরথ। বছরের পর বছর দুজনের লড়াই এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন গোটা দুনিয়াকে রোমাঞ্চের জোয়ারে ভাসিয়েছে, তেমনি ফুটবলকে করেছে সমৃদ্ধ। কিন্তু বড় কোনো টুর্নামেন্টে কখনও মুখোমুখি হননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসি। এবারের বিশ্বকাপে যদি সেই দেখা হয়েই যায়? রোনাল্ডো বললেন, তাহলে দারুণ কিছুই হবে!

সংবাদ সংস্থা, হিউস্টন, ২৪ জুনঃ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে প্রত্যাশা মতো পারফরম্যান্স করতে না পারায় সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর পর্তুগালের উপরও চাপ বেড়েছিল স্বভাবতই। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে আর কোনও ভুল করেনি রবার্তো মার্তিনেজের দল। হিউস্টন স্টেডিয়ামে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে একতরফা ফুটবল খেলে ৫-০ গোলে জয় তুলে নিল পর্তুগাল। আর সেই জয়ের নায়ক স্বয়ং রোনাল্ডো। জোড়া গোল করে ম্যাচসেরার পুরস্কারও জিতে নিলেন সিআর৭। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে পর্তুগাল। সাত মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। কয়েক মিনিট পরেই দুর্দান্ত ফ্রি-কিক থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নুনো মেন্ডেস। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে ফের গোলের খাতা খুলে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন সিআর৭। ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় পর্তুগাল। দ্বিতীয়ার্ধেও আধিপত্য বজায় রাখে ইউরোপের দলটি। ৬০ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করেন উজবেক গোলরক্ষক নেমাতভ। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে ৮৭ মিনিটে পঞ্চম গোলটি করেন রাফায়েল লেয়াও। শেষ পর্যন্ত ৫-০ গোলের বড় জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে পর্তুগাল। দুই ম্যাচে এক জয় ও এক

ড্রয়ে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে উঠে এসেছে রোনাল্ডোরা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলম্বিয়া। আগামী ২৮ জুন মায়ামি স্টেডিয়ামে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে জয় পেলেই নকআউট পর্বের টিকিট নিশ্চিত হয়ে যাবে তাঁদের। বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হতাশা দিয়ে। ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে পর্তুগাল। সেই ম্যাচে রোনাল্ডো গোল করতে পারেননি। লক্ষ্যে থাকেনি একটিও শটও। তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, এই বয়সে এখনও কি জাতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকার যোগ্যতা আছে তাঁর? ম্যাচের পর নিজের অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে রোনাল্ডো বলেন, ''গত এক সপ্তাহ খুব কঠিন ছিল। প্রথম ম্যাচের পর পারফরম্যান্স নিয়ে যে সমালোচনা হয়, তা তাঁকে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। অন্ধকার সময়ের মতো কিছুটা। মনে হচ্ছিল আমি হয়তো ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছি। কিন্তু তাতে আমি এক চুলও নড়ে যাইনি। সব সময়ের মতো নিজেকে ধরে রেখেছি। কারণ, আমি প্রতিভার চেয়ে পরিশ্রমে বেশি বিশ্বাস করি। এবং এটা জানি, যারা কঠোর পরিশ্রম করে, ঈশ্বর তাঁদের সাহায্য করেন। শেষে ঘুরে দাঁড়ালাম।'' জুড়ে দেন, ''আমি জানতাম আমার সতীর্থরা আমাকে সাহায্য করবে। সত্যি বলতে কী, সময়টা কঠিন ছিল। সেটা স্বীকার করছি। কিন্তু আমরা ফিরে এসেছি। আমি খুব খুশি।'' রোনাল্ডোর মতে, ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে দলের সাফল্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপের ইতিহাসে একমাত্র ফুটবলার হিসেবে ছয়টি আসরে গোল করার নজির গড়েছেন তিনি। রোনাল্ডো আরও বলেন, ''রেকর্ড ভাঙতে ভালই লাগে। কিন্তু আমার লক্ষ্য জাতীয় দলকে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দলের পারফরম্যান্স এবং নিজেদের উপর বিশ্বাস।'' উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে আরও একটি রেকর্ড ভেঙেছেন। বিশ্বকাপে পর্তুগালের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন রোনাল্ডো। ১০ গোল নিয়ে তিনি পিছনে ফেলেছেন কিংবদন্তি ইউসেবিওকে, যার গোলসংখ্যা ছিল ৯। ম্যাচ শেষে রোনাল্ডোর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এই বিশ্বকাপে কোনও পর্যায়ে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলতে হলে কেমন লাগবে? পর্তুগিজ মহাতারকা প্রথমে প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। বলেন, ''আমি জানি না কী উত্তর দেব। প্রশ্নটা খুব একটা অর্থপূর্ণ নয়।'' তবে পরের বাক্যেই যোগ করেন, ''তবে হ্যাঁ, এমন ম্যাচ হলে সেটা দারুণ হবে।''

বিরতির পাল্টে গেল চিত্র! বুদিমিরের গোলে ক্রোয়েশিয়ার স্বস্তির জয়

সংবাদ সংস্থা, টরন্টো, ২৪ জুনঃ টরন্টো স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় বুধবার সকালে শেষ হওয়া ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছে ২০১৮ সালের রানার্সআপরা। দুই ম্যাচে এক জয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে 'এল' গ্রুপে তিন নম্বরে আছে ক্রোয়েশিয়া। দুটিই হেরে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেল পানামার। ৪ পয়েন্ট করে নিয়ে ঘানা দুইয়ে, ইংল্যান্ড শীর্ষে আছে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল ও তৃতীয় হওয়া সেরা আটটি দল পাবে নকআউটের টিকেট। ক্রোয়েশিয়ার সম্ভাবনা টিকে থাকল ভালোভাবেই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-২ গোলে হেরে অভিযান শুরু করেছিল ক্রোয়েশিয়া। ৯৫ মিনিটের গোলে ঘানার বিপক্ষে হেরেছিল পানামা। এ দিন ক্রোয়েশিয়ার হয়ে ২০০তম ম্যাচ খেলার মাইলফলক স্পর্শ করেন ৪০ বছর বয়সী অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ। ক্রোয়েশিয়ার চেয়ে বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও, শুরুতে সুযোগ বেশি তৈরি করে পানামা। ২৩তম মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত তারা। গোলরক্ষক দমিনিক লিভাকোভিচের দৃঢ়তায় রক্ষা পায় ক্রোয়েশিয়া। ডানদিকের বাইলাইনের কাছ থেকে আমির মুরিয়োর ক্রসে বক্সে জোরাল হেড করেন হোসে লুইস রদ্রিগেস। লিভাকোভিচের হাত ছুঁয়ে ক্রসবারে লাগে বল। প্রথমার্ধে একবারই গোল পাওয়ার খুব কাছাকাছি যেতে পারে ক্রোয়েশিয়া। যোগ করা সময়ে ২৫ গজ দূর থেকে মার্টিন বাতুরিনার নিচু শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন পানামা গোলরক্ষক। প্রথমার্ধে গোলের জন্য দুটি শট নিয়ে এই একটিই লক্ষ্যে রাখতে পারে ক্রোয়াটরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পেটার মুসার জায়গায় আন্তে বুদিমিরকে নামান ক্রোয়েশিয়া কোচ জ্লাতকো দালিচ। দারুণ কাজে লাগে সেই সিদ্ধান্ত। ৫৪তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন বুদিমির। ডান দিক থেকে ইয়োসিপ স্তানিসিচের ক্রসে দূরের পোস্টে পা ছুঁয়ে বল জালে পাঠান তিনি। ৬৮-তম মিনিটে লিভাকোভিচের অসাধারণ দৃঢ়তায় আবার রক্ষা পায় ক্রোয়েশিয়া। মুরিয়োর পরপর দুটি শট ঠেকান তিনি। সেখান থেকে পানামার পাওয়া কর্নারে কার্লোস হার্ভির হেডে বল একহাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান ৩১ বছর বয়সী গোলরক্ষক। বাকি সময়ে সুযোগ আসে দুই পাশেই, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি কেউ।

কঙ্গোর গোলকিপারের প্রতিরোধ ভেঙে মুনিয়সের গোলে নকআউটে কলম্বিয়া

সংবাদ সংস্থা, গুয়াদালাজারা, ২৪ জুনঃ বিশ্বকাপের 'কে' গ্রুপের ম্যাচে ডিআর কঙ্গোকে ১-০ গোলে হারিয়ে পরের ধাপে পা রাখা নিশ্চিত করে ফেলল কলম্বিয়া। গুয়াদালাজারায় ৭৬তম মিনিটে মুনিয়সের গোল গড়ে দেয় ম্যাচের ভাগ্য। গোল করা ছাড়াও ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন ক্রিস্টাল প্যালেসের এই রাইট ব্যাক। রক্ষণের চেয়ে আক্রমণেই তিনি ছিলেন বেশি সক্রিয়, কঙ্গোর বক্সের আশেপাশেই তার ছিল বেশি আনাগোনা। ম্যাচের সেরাও তিনিই। আগের ম্যাচেও উজবেকিস্তানের বিপক্ষে কলম্বিয়ার জয়ে প্রথম গোলটি করেছিলেন মুনিয়স। ম্যাচের ৬৬ শতাংশ সময় বল নিজেদের কাছে রেখে গোলে ২০টি শট নেয় কলম্বিয়া। এরপর ৯টি ছিল লক্ষ্যে। এমপাসি সেভ করেন ৮টি। কঙ্গোর জালে বল ঢুকেছিল আরও তিন দফায়। এর দুটিই ছিল লুইস দিয়াসের। কিন্তু অফসাইড ও ফাউলের কারণে গোল হয়নি কোনোটিই। ম্যাচের প্রথম আক্রমণটি করে কঙ্গো। বক্সের বাইরে থেকে জায়গা পেয়ে জোরাল শট নেন এদো কায়েম্বে। তবে বল চলে যায় ওপর দিয়ে। এরপরই আক্রমণের সুনামি বইয়ে দেয় কলম্বিয়া। চতুর্থ মিনিটে বাঁদিক থেকে বিপজ্জনকভাবে বল নিয়ে ঢুকে পড়ে তারা। হামেস রদ্রিগেসের কাছ থেকে বল পেয়ে শট নেন জন আরিয়াস। দারুণ রিফ্লেক্সে ঠেকিয়ে দেন এমপাসি। ফিরতি বলে দারউইন মুনিয়সের শট পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে যায়। দুই মিনিট পর ফাঁকায় থেকে মুনিয়সের হেড লাফিয়ে রক্ষা করেন এমপাসি। তবে বিপদমুক্ত হয়নি তখনও। মুনিয়স এগিয়ে গিয়ে আবার হেডের চেষ্টা করেন, এমপাসির হাতে লেগে বল চলে যায় জালে। তার উল্লাস দ্রুতই থেমে যায় অফসাইডের বাঁশিতে। পরে অটোমেটেড রিপ্লেতে দেখা যায়, ক্রিস্টাল প্যালেসের এই উইং ব্যাকের প্রসারিত হাতের সামান্য অংশ ছিল অফসাইড! দ্বাদশ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে রদ্রিসের দুর্দান্ত বাঁকানো শট বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে রক্ষা করেন এমপাসি। পরমুহূর্তে আরেকটি আক্রমণ করে কলম্বিয়া। কিন্তু দিয়াসের দিকে বাড়ানো রদ্রিগেসের বলটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাইরে চলে যায়। কলম্বিয়া সুযোগ তৈরি করতেই থাকে। অষ্টাদশ মিনিটে বক্সের ভেতরে একটি চিপ করা পাস পেয়ে দারুণ স্থিরতার পরিচয় দেন দিয়াস। শরীর ঘুরিয়ে সামান্য ফাঁকা জায়গায় ঢুকে শট নেন

বায়ার্ন মিউনিখের উইঙ্গার। এমপাসি যথারীতি ছিলেন তৎপর। তার পায়ে লেগে বল বাইরে চলে যায়। এমপাসি যেন শ্বাস নেওয়ার সময়টুকু পাচ্ছিলেন না। ২০তম মিনিটে ৩০ গজ দূর থেকে গুস্তাভো পুয়ের্তার শট দারুণভাবে আটকে দেন কঙ্গোর গোলকিপার। প্রথম ২০ মিনিটেই গোলে ৫টি শট নেয় কলম্বিয়া, এবারের আসরে এখনও পর্যন্ত যা সর্বোচ্চ। কুরাসাওয়ের বিপক্ষে একুয়েডর নিয়েছিল ৪টি শট। অন্য বেশির ভাগ ম্যাচের ধারা মেরে জল পানের বিরতিতে কটাক্ষ করেন দর্শকেরা। তবে কঙ্গোর জন্য খুব জরুরি ছিল সেই বিরতি, একটু স্বস্তির শ্বাস নেওয়া ও গুছিয়ে ওঠার জন্য। ছোট্ট ওই বিরতির পর তাদের খেলায় কিছুটা উন্নতিও চোখে পড়ে। ৩১তম মিনিটে ইয়োয়ান উইসার একটি আলগা ব্যাক পাসের সুযোগ প্রায় কাজে লাগিয়েই ফেলেছিলেন ইয়োয়ানে উইসা, কিন্তু কলম্বিয়ার গোলরক্ষক কামিলো ভার্গাস ছিলেন সতর্ক। পরের মিনিটে দিয়াসের শট আটকে যায় কঙ্গোর রক্ষণ দেয়ালে। ৪৪তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে সুইঙ্গিং ক্রস করেন কঙ্গোর আহচুহ মাসুয়াকু। একটুর জন্য সেই বলে মাথা ছোঁয়াতে পারেননি উইসা। কলম্বিয়ার গোলকিপার মুঠোয় জমান বল। প্রথমার্ধে কলম্বিয়ার গোলকিপার ভার্গাস ও মিডফিল্ডার জেফেরসন লের্মা ছাড়া বাকি ৯ জনই গোলে শট নেন। এরপর ৬টি ছিল লক্ষ্যে। কিন্তু আসল কাজ হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ পায় কলম্বিয়া। মুনিয়সের ক্রস করার প্রচেষ্টা প্রতিহত হয়ে কর্নার হয়ে যায়। সেখান থেকে প্রথম ডেলিভারিটি ক্লিয়ার করা হলেও বল আবার ফিরে আসে এবং দিয়াসের জোরাল শট অবিশ্বাস্যভাবে আটকে যায় এমপাসির পায়ে লেগে। অনেকটা রিঅ্যাকশন সেভ ছিল সেটি। তবে বিপদ ছিল তখনও। ফিরে আসা বলে আরিয়াসের শট সামান্য একটু বাইরে চলে যায়। হতাশায় মাঠে শুয়ে প।নে এই মিডফিল্ডার। নতুন মাত্রা যোগ করার আশায় ৫৯তম মিনিটে হামেস রদ্রিগেস ও লুইস সুয়ারেজকে একসঙ্গে তুলে নেয় কলম্বিয়া। পরের মিনিটেই গোলমুখে দিয়াসের বিপজ্জনক ক্রস চমৎকারভাবে ফিস্ট করে দেন এমপাসি। কর্নারে উড়ে আসা বলও বিপদমুক্ত করেন কঙ্গোর গোলকিপার। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ১৫ মিনিটে ৭০ শতাংশ বল নিজেদের কাছে রেখেও গোলে কেবল একটি শট নিতে পারে কলম্বিয়া। যখন মনে হচ্ছিল, একটু ঝিমিয়ে পড়েছে কলম্বিয়া, তখনই সেই গোল। বক্সের বাইরে থেকে প্রতিপক্ষের দুজনের মাঝ দিয়ে বল বক্সে ঠেলেন বদলি নামা হুয়ান কিনতেরো। সেখানে কঙ্গোর এক ডিফেন্ডারকে ব্লক করে রাখেন জন কর্দোভা। ফাঁকায় থাকা মুনিয়সের শট গোলকিপার এমপাসিকে বিভ্রান্ত করে কাছের পোস্ট দিয়ে ঢুকে যায় জালে। এরপরই দুই মিনিটের মধ্যে দিয়াস দুবার বল জালে পাঠিয়েও হতাশ হন। একটিতে তিনি আগুয়ান গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে চমৎকার চিপ করেন। কিন্তু এর আগের মুহূর্তেই সঙ্গে থাকা মার্কারকে ফাউল করায় গোল হয়নি। পরেরটিতে বক্সে ঢুকে দুজনকে এগিয়ে ডান পায়ের জোরাল শটে বল জালে জড়ান তিনি। কিন্তু এবার গোল হয় অফসাইডের কারণে। বল বলার সময় তার পায়ের সামনের ভাগ ছিল অফসাইডে! শেষ সময়ে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে ম্যাচ জমে ওঠে তুমুল। যোগ করা সময়ে নাথানেল এমবুকুর শট ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করেন কলম্বিয়ার গোলকিপার ভার্গাস। পরে কর্নারেও দলকে বিপদমুক্ত করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ওই একটি গোলই আলাদা করে দুই দলকে। গ্রুপের শেষ রাউন্ডে কলম্বিয়া ও পর্তুগালের লড়াইয়ে চূড়ান্ত হবে গ্রুপের শীর্ষস্থান।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com